প্রীতিভাজন বন্ধু

শ্রীশান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

রায় সাহেব—কর-কমলেষু

ভাই শান্তি

কর্ম্মক্ষেত্রে আমারা দীর্ঘ-কাল পাশাপাশি কাজ করছি। এই দীর্ঘকালে নিষ্ঠা, সাধুতা এবং কর্ম্মপটুতার গুণে কলিকাতা পুলিশ-বিভাগকে তুমি সমলঙ্কৃত করেছো। তার উপর আমার লেখা তুমি ভালোবাসো। তাই আমার লেখা এই প্রথম ডিটেকটিভ উপন্যাসখানি তোমার হাতে উপহার দিলুম।

স্নেহমুগ্ধ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

২, এলগিন লেন,

কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩৪৮

রহস্য-রোমাঞ্চ-য়্যাডভেঞ্চার-সিরিজ

প্রত্যেক পুস্তক—দাম ১৲ টাকা

১—মৃত্যুচক্র (২য় সং)
২—রক্ত-পিপাসা (২য় সং)
৩—[illegible]স্য-বিভীষিকা (২য় সং)
৪—[illegible]-চক্রান্ত (২য় সং)
৫—সয়তান-সঙ্গিনী (২য় সং)
৬—রোজার ঘাড়ে বোঝা (২য় সং)
৭—মৃত্যু-প্রহেলিকা
৮—মরণের মায়াজাল
৯—শত্রু-সংঘর্ষ
১০—মৃত্যু-ষড়যন্ত্র (২য় সং)
১১—খুনের-জের
১২—রক্ত-তাণ্ডব (২য় সং)
১৩—মৃত্যুচক্রে মায়াবিনী (২য় সং)
১৪—পিশাচ ব্যাধের জাল
১৫—চীনাদস্যুর ইন্দ্রজাল (২য় সং)
১৬—জীবন্ত-কঙ্কাল
১৭—পরীর পাহাড়
১৮—দস্যু-মায়াবী
১৯—খুনের-নেশা
২০—রক্ত-লোলুপ
২১—মৃত্যু-রণ
২২—নীল-সাগরে রক্তলীলা
২৩—ত্রিমূর্ত্তির চক্রান্ত
২৪—ফিফথ্ কলম্ (২য় সং)
২৫—মৃতের প্রতিশোধ
২৬—মরণজয়ী
২৭—খুন ডাকাতি গুম্
২৮—পিশাচিনী
২৯—দস্যুরাজ

প্রকাশক—ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস,
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফণীবাবু ছিলেন আমার মামা-বাবু। আমার মামীমা বহু দিন মারা গেছেন। মামা-বাবুর একটিমাত্র ছেলে। ছেলের নাম কান্তিভূষণ। কান্তি আমার সমবয়সী। আমাদের দুজনে খুব ভাব ছিল···বরাবর। মামীমা মারা যাবার আগে আমার মা আর বাবা মারা যান। মামীমা আর মামাবাবু তখন আমাকে তাঁদের আশ্রয়ে এনে মানুষ করেন। আমি লেখাপড়া নিয়ে থাকতুম—কান্তির ছিল শিকারের সখ। সবারে শিকার করতে গেল,—দুজন বন্ধুকে নিয়ে···সুন্দরবনের ওদিকে। পিয়ালী-নদী দিয়ে ছোট নৌকোয় করে চলেছিল। পথে না কি খুব ঝড় ওঠে। সেই ঝড়ে নৌকো ডুবে যায়, তারপর কান্তির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। বহু সন্ধান করা হয়েছিল···মামাবাবু বহু টাকা খরচ করেছিলেন!

বিভাস একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর বলিল,—কান্তি মারা যাবার পর থেকে মামাবাবু এমন হলেন যে এক-মুহূর্ত্ত আমাকে কাছ-ছাড়া করতেন না! কোথাও যেতে চাইলে মামাবাবু যেন শিউরে উঠতেন! বলতেন, না, না, আমি একা থাকতে পারবো না,—ভয়েই হার্টফেল করে' হয়তো মারা যাবো বিভাস, ফিরে এসে মামাবাবুকে আর দেখতে পাবি না!

সমর মিত্র একাগ্র মনোযোগে বিভাসের কথা শুনিলেন, বলিলেন—ফণীবাবুর ছেলে কান্তি তাহলে জলে ডুবে মারা গেছে?

বিভাস বলিল,—হ্যাঁ।

—সে কত দিনের কথা?

—প্রায় ছ'মাস হলো। প্রায় কেন···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিভাস মনে-মনে সময়ের হিসাব করিল; করিয়া বলিল—ছ'মাসই ঠিক!

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ…

বিভাস বলিল,—কান্তি না থাকলে আইন-মতে আমিই মামাবাবুর একমাত্র উত্তরাধিকারী! তিনি মারা গেলে আমিই যখন মামাবাবুর বিষয়-সম্পত্তি পাবো, তখন আমি মামাবাবুকে খুন করতে যাবো কেন,—বলতে পারেন স্যর? তা ছাড়া যে মামাবাবু আমাকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন…কান্তিকে আর আমাকে কোনো দিন কোনো ব্যাপারে যিনি এক-চুল তফাৎ দেখতেন না, তাঁকে মারবো কি-দুঃখে? কিসের লোভে?

সমর মিত্র বলিলেন—সে-কথা নিয়ে মিথ্যা আর দুঃখ করো কেন বিভাস?…সে-মামলায় তোমার নিরপরাধিতা প্রমাণ হয়ে তুমি যে চার্জ্জে আদালত থেকে খালাশ পেয়েছো তো!

বিভাস বলিল—এ্যাডভোকেট মিষ্টার চৈতন বড়ালের গুণে! সব কাজ-কর্ম্ম ত্যাগ করে' তিনি আমার মামলা নিয়ে যে-ভাবে তন্ময় হয়েছিলেন…I owe my liberty to my advocate Mr. Boral. (আমার এ মুক্তির জন্য আমি এ্যাডভোকেট মিষ্টার বড়ালের কাছে চির-কৃতজ্ঞ!) নাহলে আসামীর ডকে দাঁড়িয়ে কোর্টে আমি যখন সেই লোকারণ্যের পানে তাকিয়ে থাকতুম…মনে হতো, সকলের মনে ধারণা, আমার এ জীবনটা ফাঁশির দড়িতে লটকেই শেষ হয়ে যাবে!

সমর মিত্র বলিলেন—মিষ্টার বড়াল এ-কেশটি চমৎকার হ্যাণ্ডেল্ করেছিলেন, সত্যি! তাছাড়া লোকারণ্য? তারা চিরদিন আসামীর সাজা হবে জেনে কোর্টে মকর্দ্দমা দেখতে যায়…অলস-কৌতুকের

তাদের সীমা থাকে না! মানুষের ধন-প্রাণ নিয়ে এদিকে চলে মহাযুদ্ধ, আর এ সব লোক তাতে পায় শুধু তামাসা!

বিলাস উদাস নয়নে জলার দিকে চাহিয়া রহিল!

সমর মিত্র বলিলেন—যাক, সে-কলঙ্ক-লেখা থেকে তুমি মুক্তি পেয়েছো বিলাস! এখন আমাকে তুমি সাহায্য করো, তোমার মামাবাবুর হত্যা-রহস্য নির্ণয় করতে আমি তোমার সাহায্য চাই।

বিলাস বলিল—কিন্তু আমি বুঝি না, এ বিষয়ে আমি আপনাকে কি সাহায্য করবো! ডাক্তারেরা এগজামিন করে' বলেছেন, মামাবাবুকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। He was poisoned! বিষ তাঁকে কে আর দেবে, বলুন, আমি ছাড়া? তিনি যখন মারা যান, তার পরে এবং আগে—বারো ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমি ছাড়া তাঁর সঙ্গে আর কেউ ছিল না?

সমর মিত্র বলিলেন,—বারো ঘণ্টা!

বিলাস বলিল,—সকালে মামাবাবুর সঙ্গে আমি বেরিয়েছিলুম। কলকাতার চারটে জায়গায় ঘুরে উনি গিয়েছিলেন ওঁর ব্যাঙ্কে। তারপর দুজনে একবার বাড়ী আসি। নাওয়া-খাওয়া সেরে আবার বেরিয়ে সন্ধ্যার আগে এইখানে আসি—বেলঘরে-ট্রাম ডিপোর কাছে গাড়ী ছেড়ে দিয়ে একখানা থার্ড-ক্লাশ গাড়ী ভাড়া করি। মামাবাবু বললেন, একখানা থার্ড-ক্লাশ গাড়ী নাও বিলাস! তারপর এই ব্যাপার—

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার মামাবাবুর বয়স হয়েছিল কত?

—সত্তর বছর। গেল চৈত্র মাসে উনসত্তর পার হয়ে তিনি সত্তরে পড়েন।

—স্বাস্থ্য কেমন ছিল ?

বিভাস কহিল,—বাইরে কোনো অসুখ না থাকলেও আমি দেখতুম ভিতরে ভিতরে উনি জীর্ণ হয়ে পড়ছেন !···ঝড় আসছে দেখে আমি বলেছিলুম, এ সময় এ-জায়গা নিরাপদ নয় মামাবাবু !···আমি বলি, এখনি আমরা বেরিয়ে পড়ি, চলুন !··বাড়ী না ফিরতে পারি, এদিকে ওঁর একটা বাগান আছে···'পান্থ-নিবাস'···সেইখানে চলুন।

সমর মিত্র বলিলেন—পান্থ নিবাস এখান থেকে কত দূরে ?

বিভাস বলিল—প্রায় তিন মাইল হবে! মামাবাবু বললেন গাড়ীটা তাহলে নিয়ে এসো। আমি তখন গাড়ী ডাকতে বেরিয়ে আসি। এসে দেখি, ঘোড়া খুলে গাড়োয়ান একটা গাছতলায় ঘোড়া দুটোকে বেঁধেছে। কিছুতে সে গাড়ী জুততে চায় না! বলে, এ ঝড়ে-জলে তার ঘোড়া মরে যাবে। শেষে জুলুম করে তাকে দিয়ে গাড়ী জুতিয়ে আমি গাড়ী আনি! গাড়ী আনতে আমার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লেগেছিল!

সমর মিত্র বলিলেন,—তারপর ?

বিভাস বলিল—এসে দূরে ঐখানে গাড়ী রেখে আমি এলুম এই কুঁড়ে ঘরে। ঘরের মধ্যে এসে দেখি, ঘর অন্ধকার! ডাকলুম—মামাবাবু! কোনো জবাব পেলুম না! কাছে ছিল বড় টর্চ। টর্চের আলোয় দেখি, মেঝের উপর মুখ গুঁজড়ে মামাবাবু পড়ে আছেন।··· প্রথমে মনে হলো, বোধ হয়, অজ্ঞান হয়ে গেছেন! কিন্তু শেষে দেখি দুটি ঠোঁট নীল···কালি-মাড়া! ভাবলুম, ফিট হলো নাকি? কি যে করি···মহা ভাবনায় পড়লুম! অনেক ডাকাডাকি করলুম···নাড়াচাড়

করলুম···কিন্তু সব মিথ্যা হলো!···শেষে বুঝলুম, প্রাণ নেই···মৃত্যু! দেহ অসাড়···বরফের মতো ঠাণ্ডা

সমর মিত্র বলিলেন,—আচ্ছা, ঘরের মধ্যে কোনো রকম গন্ধ পেয়েছিলে? সুগন্ধ? বা দুর্গন্ধ?

বিভাস বলিল—না। মনে পড়ে না! তাছাড়া তখন ও-সবের দিকে আমার খেয়াল বা মন ছিল না। কি করে ওঁর সেবা-পরিচর্য্যা করবো, কি করে সারাবো, বাঁচাবো, এই চিন্তাই আমার মনে প্রবল!

সমর মিত্র চাহিলেন কুটীরের দিকে। কুটীরের ওদিকে দুটো জানলা!

সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—ঘরের জানলা বন্ধ ছিল? না, খোলা ছিল?

বিভাস বলিল—বন্ধ ছিল। ঝড় আসছে দেখে আমিই জানলা বন্ধ করে দিয়েছিলুম।

—বাইরে আর-কেউ ছিল? চোখে না দেখলেও বাইরে অন্য মানুষ-জন আছে, এমন তোমার মনে হয়েছিল?

বিভাস কি ভাবিল, ভাবিয়া বলিল,—না। তাছাড়া সে-খপর তখন নিইনি। আমার মনের তখন এমন অবস্থা যে আর কোনো কথা আমার মনে জাগেনি!

সমর মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—বৃষ্টি হয়েছিল···কাদাতে-মাটিতে কারো পায়ের দাগ আছে কি না যদি লক্ষ্য করতে, বিভাস!

বিভাস বলিল,—আমার মনের তখন কি যে অবস্থা, সমর বাবু··· বললুম তো, পৃথিবীর কথা তখন সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলুম! তবু আমি

মামাবাবুর দেহ যেমন তেমনি রেখে সেই থার্ড ক্লাশ গাড়ীতে চড়ে সোজা বেলঘেছেয় চলে গেলুম। সেখান থেকে ট্যাক্সি ধরে একেবারে আমাদের বাড়ীর ডাক্তার হরেনবাবুর কাছে যাই। হরেনবাবুকে বাড়ীতে পেয়েছিলুম···তাঁকে নিয়ে তখনি তাঁর গাড়ীতে চড়ে আবার এখানে এই পানপুরে আসি। সে-সব কথা তো আপনি শুনেছেন, জানেন আপনি।

সমর মিত্র বলিলেন,—হুঁ···আচ্ছা, এবারে চলো, ঘরের মধ্যে একবার ঢুকি···ঘরটা একবার ভালো করে দেখি।

ঘরের দ্বারে তালা আঁটা। বিভাসের পকেটে ছিল চাবির রিং। বিভাস তালায় চাবি লাগাইল। চাবি খুলিল না! বিভাস বলিল—, আশ্চর্য্য তো··· চাবি লাগছে না!

সমর মিত্র বলিলেন,—সে কি···

তিনি তালা খুলিবার চেষ্টা করিলেন। তালা খুলিল না। চাবি ঘোরে না।

সমর মিত্র বলিলেন—কেউ ট্যাম্পার করেছে···

বিভাস বলিল—কিন্তু এ-ঘরে কে আসবে? কার কি প্রয়োজন হবে?

সমর মিত্র তালা ধরিয়া টানাটানি করিলেন, তালা খুলিল না। শেষে কড়া দুটো ধরিয়া সবলে আকর্ষণ। কড়া খুলিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে দ্বার উন্মোচিত হইল।

দুজনে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গোল পাতার ছাউনির রন্ধ্র দিয়া, খোলা দ্বার দিয়া ঘরের মধ্যে আলো আসিতেছে· সে-আলোয়

মেঝের পানে চাহিয়া সমর মিত্র শিহরিয়া উঠিলেন! বলিলেন,—দেখেছো বিভাস···

সমর মিত্রের কথায় বিভাস চাহিল···চাহিবামাত্র দেখে, ঘরের মেঝেয় একটা লোক চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। তার দু' চোখ মুদ্রিত···ঠোঁট পাভাশ-নীল!

সমর মিত্র নতজানু হইয়া লোকটার সামনে বসিলেন, লোকটার কপালে হাত রাখিলেন। পর-মুহূর্ত্তে বলিলেন—প্রাণ নেই···মারা গেছে। ইঃ, পাথরের মতো ঠাণ্ডা! তুমি এক কাজ করো বিভাস····

বিভাসের ভয়-বিস্ময়ের সীমা নাই! বিমূঢ়ের মতো সে চাহিল সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র বলিলেন,—তুমি একবার বাইরে যাও···গিয়ে চারিদিক ভাখো···কোনো লোকজনকে কোনো দিকে দেখতে পাও কি না!···মানে, এ ঘরের উপর কেউ নজর রাখছে, এমন কাকেও যদি পাও····

এ-কথা শিরোধার্য্য করিয়া বিভাস নিঃশব্দে বাহিরে আসিল।

বিভাস বাহিরে গেলে সমর মিত্র বিশেষভাবে পরীক্ষা শুরু করিলেন। লোকটার বিশাল-পাণ্ডুর ওষ্ঠের ঘ্রাণ লইলেন···তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মনে-মনে বলিলেন, গন্ধ নাই···কিন্তু বিষ! নিশ্চয় বিষের ক্রিয়া!

লোকটাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া আরো বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলেন। লোকটি একটু খর্ব্বাকৃতি···বয়স হইবে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। ভদ্রলোক

বলিয়া মনে হয়। ভদ্র বেশ···তবে জীর্ণ মলিন! দারিদ্র্যের ছাপ সে-বেশে সুস্পষ্ট মুদ্রিত রহিয়াছে! ভদ্রলোকের ডান হাতের একটা আঙুল নাই।

ভদ্রলোকের গায়ে একটা মলিন কোট। সমর মিত্র কোটের পকেটে হাত পুরিয়া বাহির করিলেন দুটি বিড়ি, সাড়ে বারো আনা পয়সা, একখানা ময়লা রুমাল, পাঁচখানা ক্যাশ-মেমো এবং একটা দেশলাই। রুমালখানা পরখ করিয়া দেখেন, রুমালের কোণে ইংরেজী অক্ষর লেখা। অক্ষর B।

সমর মিত্র ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন···এ 'B' অক্ষর বিভাসের নামের আদ্যক্ষর নয় তো?

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন; এবং তাঁর সে-চিন্তা-সমূদ্রের বুকে তরণীর মতো আসিয়া উদয় হইল বিভাস!

সমর মিত্র বিভাসের দিকে চাহিলেন।

বিভাস বলিল—একজন লোক আছে···ওধারে একটা উঁচু ঢিপি··· সেই ঢিপির ওপরে বসে আছে···আমাকে সে ছাখেনি। তাকে দেখেই ছুটে আমি আপনাকে খপর দিতে এসেছি।

—হুঁ!···সমর মিত্র বলিলেন,—ঘরের দরজা বন্ধ করো···করে' এসো দেখিগে কোথায় তোমার সে উঁচু ঢিপি···

দুজনে বাহিরে আসিল···

দূরে উঁচু ঢিপি। সমর মিত্র বলিলেন,—প্রায় মাইল-খানেক হবে। যেতে-যেতে ও সরে পড়বে। চারিদিকে ঝোপ-ঝাড়! তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যাক! এতখানি দিগন্তর জায়গায় ঐ

একটিমাত্র লোক! বোধ হয়, আমাদের বাসনা পূর্ণ হবে!···কিন্তু একটু চটপট যেতে হবে···অথচ হুঁশিয়ার হয়ে···

দুজনে সতর্ক পায়ে চলিলেন···উঁচু ডিপির অভিমুখে।

বিভাস বলিল—কি করে আপনি জানলেন ওর যে কাছাকাছি কেউ থাকবে?

সমর মিত্র বলিলেন,—এ ব্যাপার খুব স্বাভাবিক। খুন করে' যারা লাশ ফেলে যায়, তারা নজর রাখে, কে প্রথমে সে-লাশ দেখে হৈ চৈ গোলমাল তুলে এ-সংবাদ প্রচার করে।···এ লাশের সঙ্গে কার সম্পর্ক, তা যদি জানতে পারি, তাহলে ফণীবাবুর হত্যা-রহস্য-আবিষ্কারে এক মুহূর্ত্ত দেরী হবে না বিভাস। তিনিও যেভাবে মারা গিয়েছিলেন, এ-লোকটিও ঠিক সেইভাবে মারা গেছে, আমার বিশ্বাস। নাও, মাথা নীচু করো···সামনে গাছপালার আড়াল নেই। ও যদি আমাদের দেখতে পায়, এখনি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে···

দুজনে কাদা ভাঙ্গিয়া, কাঁটায় গা ছড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন···সামনে ছোট একটা নালা··বেশ চওড়া···নালা বহিয়া জলস্রোত চলিয়াছে···পায়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায় না! এ-নালা পার হইতে হইলে একটু ঘুরিয়া···দূরে যেখানে নালার পরিসর খুব অল্প···ওখানে নালার বুকে একরাশ নুড়ি-পাথর।

সমর মিত্র বুঝিলেন, এ নালা পার হইবার জন্য এদিককার লোকজন নুড়ি-পাথর রাখিয়া জলের স্পর্শ হইতে রক্ষা পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

ঘুরিয়া সেই নুড়ি-পাথরের উপর দিয়া দুজনে নালা পার হইলেন। সমর মিত্রের মনে আশার রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে···প্রভাতের এ

বাচছিলুম···এমন সময় দেখি, ধূ-ধূ আগুন!···পালাবার জন্য যেমন ছোটা, হাতে-পায়ে আঁচ্ লাগলো!

সমর মিত্র বলিলেন—আগুন দিলে কে?

নারাণ বলিল—তা তো জানি না, হুজুর!

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি কি কাজ করো?

সমর মিত্র কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন,—দূরে যে কুঁড়ে-ঘর আছে···ও-ঘরে একজন বাঙালী বাবু খুন হয়েছিলেন, তুমি জানো?

নারাণ বলিল—শুনেছি, হুজুর!···ফণীবাবু। তিনি এখানকার খানিকটা আবাদের মালিক।

সমর মিত্র বলিলেন—আজ সকালেও ও-ঘরে একজন মানুষ মারা গেছে। ঘরে লাশ পড়ে আছে দেখে আসছি।

দু'চোখ কপালে তুলিয়া নারাণ বলিল—বলেন কি, বাবু! সত্যি?

সমর মিত্র বলিলেন - বিষ দিয়ে খুন করেছে।

—বিষ!

সমর মিত্র বলিলেন,—হ্যাঁ···যে-রকম করে ফণীবাবুকে মেরেছিল··· ঠিক তেমনি ভাবে!

নারাণ বলিল—আমার -পা বড্ড জ্বালা করছে···

সমর মিত্র বলিলেন—হাসপাতালে যেতে পারবে?

নারাণ বলিল—হাসপাতাল!···বেলগেছে?

সমর মিত্র বলিলেন—হাঁ···

তারপর তিনি চাহিলেন বিভাসের দিকে; বলিলেন,—আমরা ফিরি চলো বিভাস। লাশটার গতি করতে হবে। এখানকার

থানা বোধ হয় কৃষ্ণপুর। থানায় খপর দি। থানা থেকে লোকজন আসুক······

এই কথা বলিয়া তিনি নারাণকে প্রশ্ন করিলেন,—এখানে কোনো লোককে ডাকাও তো নারাণ···থানায় যেতে হবে।

নারাণ কোন উত্তর না দিয়া উদাস নেত্রে চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—লোক চাই···বুঝলে ! আমি পুলিশের লোক···যেখান থেকে পারো, একজন লোককে ডাকাও··নাহলে চলবে না !

নারাণ বলিল--কিন্তু হুজুর,···আমার পা ঘা হয়ে আছে···কোথায় কাকে ডাকতে যাবো !

একটা কথা বিভাসের মাথায় জাগিল ! সে বলিল—ধরণী মণ্ডলকে জানো ? এখানকার ধরণী মণ্ডল ? মাছের কারবার করে···ধরণী ?

নারাণ বলিল,—জানি, বাবু।

বিভাস বলিল—তাকে কোথায় পাবো, বলতে পারো ?

দূরে একটা ছোট পল্লীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া নারাণ বলিল—ঐ যে কতকগুলো চালা-ঘর দেখছেন, ধরণী থাকে ঐ পাড়ায়।······

বিভাস দেখিল। দেখিয়া বলিল—আচ্ছা, আমি দেখছি···ধরণীকে পেলে সুবিধা হবে, স্যর···

এ-কথা বলিয়া বিভাস চলিল ধরণী মণ্ডলের গৃহাভিমুখে। সমর মিত্র বলিলেন,—চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাই···মিথ্যা এখানে দাঁড়িয়ে কোনো ফল হবে না !

সমর মিত্রও বিভাসের সঙ্গে চলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধরণী মণ্ডল

প্রায় আধ ক্রোশ পথ,—ঢিপি-চাপা-নালা ভাঙ্গিয়া এই আধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে সময় লাগিল প্রায় দেড়-ঘণ্টা।

ধরণীর সন্ধান করিতে তাকে পাওয়া গেল। তেল মাখিয়া ধরণী স্নানের উদ্যোগ করিতেছিল। ধরণী ফণীবাবুর প্রজা। যে-জমিতে চালা বাঁধিয়া বাস করে, সে জমির মালিক ফণীবাবু।

বিভাসকে দেখিয়া ধরণী বলিল—বিভাস বাবু!

বিভাস বলিল—হ্যাঁ। তোমাকে দরকার ধরণী...

—আমাকে দরকার? বলুন...

বিভাস বলিল—ইনি হলেন সমর বাবু...মস্ত বড় ডিটেকটিভ অফিসার। মকদ্দমায় আমি খালাশ পেলেও মামাবাবুর খুনের ইনি কিনারা করতে চান্। তাই আজ এঁকে নিয়ে এখানে এসেছিলুম... সেই ঘরে! এসে দেখি, আমাদের যে-তালা ও-ঘরের দোরে লাগানো ছিল, সে-তালাটা কে খারাপ করেছে—চাবি লাগলো না! কড়া হিঁচড়ে উপ্‌ড়ে দরজা খুলতে হলো!

ধরণী বলিল,—বলেন কি বাবু! কর্ত্তাবাবু মারা যাবার পর থেকে সন্ধ্যা হলে ও-দিককার পথে কেউ চলে না...ও-চালার মধ্যে ঢোকা তো দূরের কথা!

বিভাস বলিল—শুধু তালা বিগড়ে দেওয়া নয়, ধরণী দরজা খুলে ঘরে ঢুকে আমরা দেখি, ঘরের মধ্যে একটা লাশ পড়ে আছে।

নিরীহ একজন ভদ্রলোকের লাশ। গায়ে জখম নেই···কিছু না।··· বোধ হয়, বিষ দিয়ে তাকে মেরেছে!

বিস্ময়ে ধরণীর দুই চোখ বিস্ফারিত হইল। ধরণী বলিল— বলেন কি বাবু! মানুষ খুন! বিষ!

বিভাস বলিল,—হ্যাঁ···একজন লোক দিতে হবে তোমাকে। তাকে আমরা এখানকার থানায় পাঠাতে চাই। সে গিয়ে খপর দেবে। থানা থেকে লোক এলে তার মারফৎ লাশ চালান দেওয়া হবে!······

ধরণী চুপ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তারপর বলিল,— দিচ্ছি লোক···কিন্তু আমিও একবার আপনার সঙ্গে যেতে চাই·· কে লোক খুন হলো!···শুধু দু' মিনিট···তেলটা মেখেছি···চট্ করে মাথায় একটু জল দিয়ে চান্টা সেরে নেবো···

বিভাস বলিল,—বেশ, আমরা অপেক্ষা করছি···তুমি চট্ করে নেয়ে নাও···

ধরণী দু'খান মোড়া বাহির করিয়া আনিল, বলিল,—বসুন বাবু!··· তারপর সে ডাকিল,—বাদল···বাদল···

সে ডাকে বিশ-বাইশ বৎসর বয়সের এক তরুণ বাহির হইয়া আসিল।

সে আসিলে ধরণী বিভাসের দিকে চাহিল; চাহিয়া বলিল— বাদল থানায় যাবে'খন। আর কি খপর দিতে হবে, আপনারা শুধু একটু লিখে দিন্···

সমর মিত্র বলিলেন,—হ্যাঁ, আমি একটা চিঠি লিখে দেবো···

তিনি পকেট হইতে এক টুকরা সাদা কাগজ বাহির করিলেন এবং ফাউণ্টেন-পেন লইয়া কাগজে লিখিলেন। ইংরেজী ভাষায় লিখিলেন। লেখার মর্ম্ম,—

কৃষ্ণপুর থানা

ইন্‌সপেক্টর বাবু

এই লোকের সঙ্গে এখনি পানপুরে আসিবেন। একজন মানুষ খুন হইয়াছে। লাশ পড়িয়া আছে। সে-লাশ চালান দিতে হইবে॥

আমি কলিকাতা পুলিশের ডিটেক্‌টিভ অফিসার। এ কাজের ভার বিশেষভাবে আমার উপর কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ন্যস্ত হইয়াছে। ইতি

সমর মিত্র

ইনসপেক্টর, ডি-ডি, সি-পি, ক্যালকাটা

লেখা হইলে এ চিঠি ভাঁজ করিয়া তিনি দিলেন বাদলের হাতে; দিয়া বলিলেন,—থানার বাবুকে নিয়ে তুমি যাবে পানপুরের সেই চালা-ঘরে। আমরা সেইখানে থাকবো। লাশ আছে সেই ঘরে, যে-ঘরে ফণীবাবুর লাশ পাওয়া গিয়েছিল···বুঝলে?

মাথা নাড়িয়া বাদল জানাইল, সে বুঝিয়াছে।

চিঠি লইয়া বাদল তখনি কৃষ্ণপুর থানার দিকে ছুটিল।···

ধরণী বলিল—দুটো ডাব দিতে বলি··একটু জল খান্। এত বেলা হলো···কেমন?

সমর মিত্র বলিলেন,—বলো। কিন্তু তুমি দেরী করো না ধরণী··· বুঝলে···বড্ড তাড়াতাড়ির কাজ। দেখতে-দেখতে বেলা বেড়ে চলেছে।

ধরণী কহিল—না বাবু, আমার একটুও দেরী হবে না! আমি গিয়ে মাথায় শুধু একটু জল দেবো···আর আসবো।

ধরণী তার লোককে দুটো ডাব পাড়িয়া দিতে বলিল, বলিয়া স্নান করিতে গেল।

সে চলিয়া গেলে সমর মিত্র চাহিলেন বিভাসের দিকে; বলিলেন—এই ধরণীকে কত দিন জানো?

বিভাস বলিল—অনেক দিন। মানে, মামাবাবুর জমিতে ও আছে আজ প্রায় আট-দশ বছর। আমাদের ওখানে ফী-মাসে দু' একবার করে যেতো···মাছ নিয়ে যেতো···শাক-সব্জী নিয়ে যেতো···ভেট্!

—লোকটি ভালো?

—তার মানে?

—মানে, মাথায় ফন্দী-অভিসন্ধি খেলে? না, সাদাসিধে মানুষ?

বিভাস বলিল—ফন্দী-অভিসন্ধি···কৈ, না, দেখিনি কখনো।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি জিজ্ঞাসা করছি, নিজের কাজ-কর্ম্ম নিয়েই থাকতো? না, পাঁচ-জনের নামে লাগানি-ভাঙ্গানি, চুকলি-কাটা? কিম্বা নতুন রেয়ৎ-প্রজা আমদানি করা—এ-সবে ঝোঁক ছিল?

বিভাস অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিল, তারপর বলিল,—না···কারো কথায় ওকে আমি কখনো থাকতে দেখিনি···

সমর মিত্র শুধু বলিলেন,—হুঁ

ডাব আসিল···বেশ বড় ডাব। দুজনে ডাবের জল খাইয়া আরাম বোধ করিলেন।

ধরণীও স্নান সারিয়া আসিল। বলিল—চলুন বাবু···

ক'জনে আসিলেন জলার-ধারে সেই চালা-ঘরের দিকে।

আসিতে আসিতে ধরণী বলিল—দাদাবাবুর খপর পেয়েছেন বাবু?

বিভাস বলিল,—কান্তির কথা বলছো?

—হ্যাঁ...

বিভাস বলিল—না। তার কি খপর আর পাবো ধরণী!

ধরণী বলিল—সেদিন কেষ্টপুরের গঞ্জে বসেছিলুম...খুব বৃষ্টি এলো। গঞ্জে একজন লোক বলছিল যে ফণী বাবু মারা গেলেন...ছেলের জন্য এত শোক! সেই ছেলে বেঁচে ফিরে এসেছে...জলে ডুবে মারা যায়নি।

চমকিয়া বিভাস তার পানে চাহিল। কহিল,—কান্তি ফিরে এসেছে?

ধরণী বলিল,—আমি জানি না...দেখিনি তো। কর্ত্তাবাবু যাওয়া ইস্তক আপনাদের ওদিকে আর যাইনি। আপনার নামে ঐ মকর্দ্দমা... কিন্তু কার কাছে যাবো?...গঞ্জের সেই লোকটা বলছিল, দাদাবাবু বেঁচে আছেন...এবং তিনি ফিরে এসেছেন!

বিভাস বলিল,—বাজে কথা, ধরণী!...আচ্ছা, কতদিন আগে এ-কথা তুমি শুনেছো?

ধরণী বলিল—তা প্রায় পনেরো-ষোলো দিন হবে...

বিভাস বলিল—পাগল! তার সঙ্গে আমার অত অন্তরঙ্গতা... তাছাড়া এখানে এত বড় বিপদ! এ-কথা সে শোনেনি, ভাবো? এলে কোথায় সে যাবে? কোথায় বা থাকবে? বাড়ীতে আসবে নিশ্চয়।

ধরণী বলিল—আপনি এ সম্বন্ধে কোনো কথা শোনেন নি? কোনো কাণাঘুষো? গুজব?

বিভাস বলিল,—না···

ধরণী বলিল,—সে লোককে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কান্তি বাবু কোথায় আছেন? সে বললে, এখানকার সব খপর শুনে তিনি বাড়ী না গিয়ে বর্দ্ধমানে চলে গেছেন। তাঁর কে মামাতো ভাই আছেন না কি বর্দ্ধমানে···সেখানকার উকিল···তাঁর বাড়ীতে।

বিভাস বলিল,—বর্দ্ধমানের উকিল···মামাতো ভাই!···বীরেনবাবু তাহলে!·· কিন্তু বীরেন বাবুর সঙ্গে মেলামেশা তার কোনোকালে ছিল না।···এ হতে পারে না ধরণী···বেঁচে ফিরে এলে সে বাড়ীতেই আসবে! আর কোথাও কেন যাবে?

ধরণী বলিল,—সে-কথা আমি তাকে বলেছিলুম বাবু···তাতে সে লোকটি বললে,—বর্দ্ধমানে যাবার মানে, তাঁর মনে না-কি খুব ভয় ঢুকেছে। আর অবিশ্বাস! বলেছেন, বিভাস বাবুই এ কাজ করেছে বিষয়ের লোভে। কান্তি বাবু বাড়ী ফিরলে তাঁকেও যদি অমনি ঘায়েল করে······

রাগে দুঃখে বিভাসের বুকখানা দুলিয়া উঠিল। সে বলিল—কান্তি আমাকে এমন নীচ ভাববে? অসম্ভব!···

নিঃশব্দে সমর মিত্র এতক্ষণ এ-কথা শুনিতেছিলেন···কোন কথা বলেন নাই। এবার তিনি কথা কহিলেন, বলিলেন—কে সে লোক, ধরণী?

ধরণী বলিল,—আজ্ঞে, তার নাম জানি না।

—ভদ্রলোক?

—ভদ্রলোক।

—তাকে আর কখনো দেখেছো? না, ঐ একদিনই দেখেছিলে?

ধরণী বলিল—না বাবু, মাঝে-মাঝে দেখি বৈ কি। একটা দোকানে দেখি। মুদির দোকানে। সে দোকানের সে মালিক কি অন্য কাজে সেখানে আসে, তা ঠিক জানি না।

সমর মিত্র বলিলেন,—হুঁ···এক সময় সে লোকটিকে চুপি-চুপি দেখিয়ে দিয়ো তো আমায়।

ধরণী বলিল,—যদি দেখা পাই, দেবো···

সমর মিত্র বলিলেন—আর একটি কথা, ধরণী···

—বলুন···

—এ-কথা আর কারো কাছে তুমি প্রকাশ করো না···কোন দিন না!

—না···

কথায়-কথায় দু'জনে আসিল সেই পাতার ঘরের সামনে। দ্বার যেমন ভেজাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তেমনি ভেজানো আছে।

ধরণী বলিল—এ ঘরটার পানে চোখ পড়লে বুক কেমন করে ওঠে!

সমর মিত্রের কি মনে হইল···সহসা তিনি প্রশ্ন করিলেন,—এ-ঘরটি কার? কি জন্যই বা তৈরী হয়েছে? ঘরের মধ্যে কোনো আসবাবপত্র তো দেখিনি!

ধরণী বলিল—এ ঘর কর্ত্তাবাবুর খাশে ছিল বরাবর। এককালে কর্ত্তাবাবু হপ্তায় দু-তিনদিন করে এখানে আসতেন। এখন সে দুদিন কাছাকাছি ঐ জলার ধারে মাছের হাট বসতো, বাবু।

হাটে নানা দিক থেকে মাছ এনে জেলেরা এখানে জড়ো করতো। এই জন্য কাছারি-বাড়ীর মতো এ ঘরটি তৈরী করা হয়। কর্ত্তাবাবু নিজে আসতেন এই কারণে যে, তাঁর সরকার-গোমস্তারা কোনো জেলের কাছ থেকে পয়সা-কড়ি না আদায় করতে পারে, বা কারো ওপরে জুলুম না হয়! তাঁর ইচ্ছা ছিল, এ সব মাছ নিয়ে নিজে চালানী কারবার খুলবেন।...কিছু দিন কাজ বেশ চলেছিল। তারপর ওঁর আর ভালো লাগলো না। বললেন, ছেলেরা ডাগর হচ্ছে, ধরণী...আমি কদ্দিন!...ওরা এ-সব ব্যবসা কোনো কালে করবে না...কেন মিথ্যা ভূতের ব্যাগার খেটে মরি, বলো? সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এখানে আসা-যাওয়া বন্ধ হলো। সেই ইস্তক দেড় বছর দু'বছর এ-ঘর এমনি পড়ে আছে!

সমর মিত্র শুনিলেন। শুনিয়া বিভাসের পানে চাহিলেন; বলিলেন,—যেদিন সন্ধ্যা বেলায় ফণীবাবু মারা যান, সেদিন সন্ধ্যার সময় ফণীবাবুর এখানে আসা...এবং আসবার সময় ঐ সব জিনিষ আনার কি মানে থাকতে পারে, বিভাস?

বিভাস বলিল,—ইদানীং ওঁর মনে কেমন একটা আতঙ্ক হয়েছিল। থেকে থেকে মামাবাবু বলতেন, সেকেলে কতকগুলো হীরে-জহরৎ আছে। ভয় হয় বিভাস, বাড়ীতে রাখলে যদি চুরি যায়...এগুলোকে যখের ধনের মতো যদি কোথাও নিঃশব্দে পুঁতে রাখতে পারি, তাহলেই এগুলো রক্ষা পাবে।...

সমর মিত্র বলিলেন—জিনিষ রাখতে এসে...তিনি তো মারা গেলেন! তারপর সে-সব জিনিষপত্র কি হলো?

বিভাস বলিল,—সে সব জিনিষ আমি ফেরত নিয়ে যাই।

ফেরত নিয়ে গিয়ে সিন্দুকের মধ্যে চিরকালের মতো সেগুলো রেখে দিছি…

সমর মিত্র বলিলেন,—ঠিক! এ কথা মকদ্দমার সময় উঠেছিল বটে!…আচ্ছা, তুমি যদি বিয়ে-থা না করে' মারা যাও, তাহলে তোমার মামাবাবুর নেক্সট ওয়ারীশন্ কে হবে?

বিভাস বলিল—ওঁর এক খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে আছে… অক্ষয়,—সেই অক্ষয়।

সমর মিত্র বলিলেন—কোথায় সে অক্ষয়?

বিভাস বলিল—অক্ষয় তার বাপের সঙ্গে আছে বর্ম্মায়। বরাবর। অক্ষয়ের বয়স হবে…তা প্রায় ত্রিশ বৎসর। বিশ বছরের মধ্যে তারা কেউ দেশে আসেনি…

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ…কিন্তু আমরা এসে গেছি…থানা থেকে ওরা কখন্ আসবে? তার আগে ভালো কথা, ধরণী, একবার এসে গ্যাখো তো কার লাশ,…তুমি চিনতে পারো কি না…

ধরণী বলিল,—আমারো তাই মনে হচ্ছিল, বাবু

ক'জনে তখন ভিতরে প্রবেশ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তেপান্তরের মাঠ

প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন,···সমর মিত্র চমকিয়া উঠিলেন? বিভাসের সর্ব্বদেহে রোমাঞ্চ-রেখা ফুটিল। অর্থাৎ লাশ নাই!

সমর মিত্র বলিলেন—ভেল্‌কি দেখছি না কি!

বিভাস বলিল—সত্যি, লাশ গেল কোথায়?

ধরণী বলিল—লাশ নেই?

বিভাস বলিল,—না···কিন্তু নিয়ে গেল কে?

সমর মিত্র কহিলেন—আমি শুধু চোখে দেখিনি তো···তাকে নেড়ে চেড়ে দেখেছি। দেখে তবে এখান থেকে বেরিয়েছি!

বিভাস বলিল—তার উপর এর ত্রিসীমানায় জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখিনি তখন!

ধরণী বলিল—তাইতো!···ভূত-প্রেত মানি না···মানলে বলতুম, ভূত হয়ে উবে গেছে!

তিনজনে একেবারে হতভম্ব!···এমন ব্যাপার কেহ কল্পনা করিতে পারে না!

বাহিরে লোক-জনের কলরব শুনা গেল। তিনজনে বাহিরে আসিলেন।

ধরণী বলিল—পুলিশ আসছে···ঐ যে বাদল···

পুলিশ-ইন্‌সপেক্টর আসিল। কৃষ্ণপুর থানার ইন্‌সপেক্টর। সঙ্গে আছে বাদল, আর চারজন পাহারওয়ালা!

সমর মিত্র বলিলেন,—আসুন। আমার নাম সমর মিত্র…

ইন্‌স্পেক্টর অভিবাদন করিল, অভিবাদনান্তে বলিল—আমার নাম মনমোহন।…লাশ কোথায়, স্যর?

সমর মিত্র কহিলেন—লাশ উড়ে গেছে!

মনমোহন এ-কথার অর্থ বুঝিল না…সমর মিত্রের মতো একজন সিনিয়র-অফিশার তার সঙ্গে কৌতুক করিবেন, অসম্ভব! কিন্তু এ-কথা…

সমর মিত্র বলিলেন—আশ্চর্য্য হচ্ছেন! আশ্চর্য্য হবার কথা, নিশ্চয়! একটু আগে লাশ দেখে আমরা লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেছি, ফিরে এসে দেখি, লাশ নেই!

—বলেন কি স্যর? এই দিনের বেলায় লাশ-চুরি!

সমর মিত্র বলিলেন,—দেখবেন আসুন…

মনমোহনকে লইয়া সকলে ঘরে আসিলেন,…সমর মিত্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—ঐখানে ছিল লাশ। পুরুষ-মানুষ…বয়স প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর হবে। বাঙালী ভদ্রলোক কাপড়-চোপড় দেখে বেকার বলে মনে হয়!…এখান থেকে আমরা গেছি একঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টা —ফিরে এসে দেখি, নেই!…গেল কোথায়? কে নিয়ে গেল? কোন্ পথে নিয়ে গেল?…এই তিন সমস্যার মীমাংসা কি করে হয়, বলুন তো মনমোহনবাবু?

মনমোহন কোনো জবাব দিল না…উৎসাহ-ভরে আসিয়া সে যেন

এক হেঁয়ালির আবর্ত্তে ঝাঁপ দিয়াছে!···তার বুদ্ধি-বৃত্তি কিছুক্ষণ স্তম্ভিতবৎ রহিল।

সমর মিত্র নির্ব্বাক! বিভাসের মনে হইতেছিল, সে যেন বাস্তব লোক হইতে কোন্ স্বপ্নলোকে গিয়া দাঁড়াইয়াছে!

মনমোহনের বুদ্ধি-বৃত্তির স্তম্ভিত ভাব কাটিলে সে বলিল,—এখন কি করবেন?

সমর মিত্র বলিলেন,—দেখতে হবে, লাশ কোথায় গেল, কি করে গেল···

মনমোহন বলিল—কিসে করে নিয়ে গেল মোদ্দা?

সমর মিত্র বলিলেন—মোটরে করে নিয়ে যায়নি···এরোপ্লেনে তুলেও নিয়ে যায়নি, নিশ্চয়!···ঘাড়ে-পিঠে করে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কি ক'রে আর নিয়ে যাবে?

মনমোহন বলিল—কিন্তু এই খোলা জায়গা···

সমর মিত্র বলিলেন—'হরিবোল' বলে নিয়ে গেছে···যেন রোগে ভুগে মারা গেছে! কারো মনে সন্দেহ হবে না!

বিভাস বলিল—কিন্তু এখানে মানুষ কোথায় যে সন্দেহ করবে? তা ছাড়া আমরা দেখতে পাবো, সে ভয় নিশ্চয় ছিল!···আমরা কাকেও দেখিনি, সত্যি··কিন্তু এ ঘরে তারা আমাদের নিশ্চয় আসতে-বেরুতে দেখেছে!···না দেখলে একটু ফাঁক পাবামাত্র লাশ সরাবে কেন?

সমর মিত্র বলিলেন—সে কথা ঠিক!··কিন্তু এ-সব জল্পনায় লাভ নেই। এখন আমাদের সন্ধানে বেরুনো প্রয়োজন!

মনমোহন বলিল—কোন্ দিকে যাবেন?

সমর মিত্র বলিলেন—দুজন পাহারওলা এখানে থাকুক ঘর চৌকি দিতে ! আমরা বেরুই, চলুন···ধরণী আছে···এখানকার পথ-ঘাট জানে··· এখানকার লোক···ও হবে আমাদের গাইড।

দুজন চৌকিদারকে ঘরের পাহারাদারীতে রাখিয়া ধরণীকে গাইড করিয়া সকলে বাহির হইলেন।···

যাইতে যাইতে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল···

বিভাস কহিল—আচ্ছা, এ লোকটিকে যে খুন করেছে, আপনারা বিশ্বাস সমরবাবু, সেই লোকই মামাবাবুকে খুন করেছে ?

সমর মিত্র বলিলেন—আমার মনে সেই সন্দেহ কতকটা হচ্ছে।··· কিন্তু এ-লোকটি কে, যতক্ষণ না তা জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সঠিক কিছু বলা শক্ত !.

মনমোহন বলিল—কিন্তু স্যর, আমাদের ঘোরা মিথ্যা হবে, মনে হচ্ছে। তারা চালাক লোক ! একটা লাশ ঘাড়ে করে দিনের বেলায় কখ্খনে ঘুরবে না। আমার মনে হয়, এখানে এত ঝোপ-ঝাপ, পাঁক-কাদা, জলা-বিল—সেখানে কোথাও লাশটিকে নিশ্চয় পাচার করে ভালো মানুষ সেজে সরে পড়েছে !

সমর মিত্র বলিলেন—সরে না পড়লেও আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারে।···আমার মোদ্দা সব চেয়ে আশ্চর্য্য লেগেছে কি···জানেন মনমোহনবাবু ?

মনমোহন বলিল—কি

সমর মিত্র বলিলেন,—কলকাতা-সহর ছেড়ে এখানে এই মরুভূমির

মধ্যে এরা এমন লীলা-খেলা সুরু করলে কেন, সেইটেই আমার কাছে সব চেয়ে বড় হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে! এ-খুনের অর্থ...

বিভাস বলিল—আমিও আশ্চর্য্য হচ্ছি, স্যর। মামাবাবু ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ, নির্বিরোধী ভদ্রলোক। কখনো তেজারতী করেন নি যে তাঁর শত্রু থাকবে! আগে মেজাজ কিছু রুক্ষ ছিল...আমরা তখন খুব ছোট...কিন্তু মামীমা মারা যাবার পর থেকে সে মেজাজ এমন শান্ত হয়েছিল...

সমর মিত্র সে কথার জবাব না দিয়া ধরণীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—এ জায়গার কোনো নাম আছে তোমাদের মুলুকে, ধরণী?

ধরণী কহিল,—আছে বাবু। এ জায়গাটাকে আমরা বলি, মা-মনসার দঁক! এক কালে এখানে নাকি খুব সাপ ছিল। মাসে দু'একজন লোক সাপে কাটা পড়তো...তারপর মা-মনসা স্বপ্নাদেশ দেন! ধূমধাম করে মনসা পূজা হলো। সে আজ প্রায় দশ-বারো বছর আগেকার কথা!

মনমোহন বলিল—এ জায়গায় দু'শো পাঁচশো মানুষ খুন করে ঐ পাঁকে যদি কেউ তাদের পুঁতে রাখে, তাহলে পাঁচ-সাত বছরেও বোধ হয় সে-সব লাশ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিভাস বলিল,—যা বলেছেন!

সমর মিত্র বলিলেন—পথে কিন্তু পায়ের দাগ দেখছি না তো!... এ-পথে কেউ চললে কাদায় পায়ের দাগ থাকতো! আমরা ভুল-পথে যাচ্ছি না তো?

মনমোহন বলিল—ঘরের কাছে কিন্তু পায়ের দাগ দেখা যায়নি...

সমর মিত্র বলিলেন—কাছাকাছি একবার খোঁজ করা যাক! পায়ের

দাগ লুকোবে, এত-বড় ধুরন্ধর শয়তান বাঙলার মাটীতে আজ পর্য্যন্ত জন্মায় নি!···অনেক কেস করলুম মনমোহনবাবু···কিন্তু বিলিতি কাগজে-কেতাবে যে-সব শয়তানীর কথা পড়ি, এখানকার সবচেয়ে সেরা শয়তানের শয়তানীও বিলিতি-শয়তানীর কাছে···যেন সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ!

মনমোহন বলিল—যা বলেছেন, স্তর! ওদের চোরডাকাতদের তুলনায় এখানকার চোর-ডাকাতদের নেহাৎ গোবেচারা বলে' মনে হয়।

হাসিয়া বিভাস বলিল—লিলিপুটিয়ান্!

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু এ কথা থাক···আগে পায়ের দাগ দেখা যাক···

নজর করিতে পায়ের দাগ মিলিল। তিনজন লোকের তিন-জোড়া করিয়া পায়ের দাগ···চালা-ঘরের একটু দূর হইতে নরম-মাটীর উপর এ-দাগের আরম্ভ···তারপর তিন-জোড়া দাগ বরাবর গিয়াছে··

সেই পায়ের দাগ ধরিয়া সকলে প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিলেন···পায়ের দাগের তবু বিরাম নাই!···

ঘাসের উপরে কখনো এ দাগ আসিয়া অদৃশ্য হইয়াছে···আবার খানিক পরে নরম-মাটী ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে···

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলিবার পর মনমোহন বলিল,—কোথায় চলেছি · এদিকে লোকালয়ের চিহ্ন নেই···পথও তো নেই!

সমর মিত্র বলিলেন,—হুঁ···

মনমোহন বলিল—এইখানে এই পাঁকে-কাদায় তারা লাশ পুঁতে গেছে নিশ্চয় !

সহসা উৎসাহ-ভরে বিভাস বলিয়া উঠিল,—এই যে স্যর···দেখুন··· পায়ে দাগ এখানে ঐ জলের কোলে গেছে···ঐ পাঁকে···

মাথার উপর জলন্ত তপ্ত সূর্য্য ! উৎসাহের ঘোরে তবু কাহারো এক-তিল ক্লান্তি নাই !

সমর মিত্র বলিলেন,—বিভাসের খাশা আবিষ্কার তো !

দরবিগলিত ঘর্ম্ম-ধারায় সকলে তখন ভিজিয়া গিয়াছেন···

মনমোহন বলিল—এইখানে পুঁতেছে···এখানকার পাঁকে দেখেছেন এই সব বুড়্বুড়ি (বুদ্বুদ) কাটছে।

সমর মিত্র বলিলেন—এ পাঁক থেকে লাশ উদ্ধার সহজ হবে না !

মনমোহন বলিল—এ বিষয়ে আমার এই বাঙালী চৌকিদার পীরু খুব ওস্তাদ আছে, স্যর···

মনমোহন চাহিল পীরুর পানে, বলিল—পীরু তোমার সাহায্য দরকার······

পীরু তখনি উর্দ্দি খুলিয়া পা টিপিয়া সন্তর্পণে সেই পাঁকে অগ্রসর হইয়া গেল···কাছে ছিল একটা শুষ্কপ্রায় পেয়ারা-গাছ। তার ডাল ভাঙ্গিয়া মনমোহন বলিল—এই নাও শুক্নো ডাল···সুবিধা হবে'খন···

তারপর মনমোহন চাহিল, সমর মিত্রের দিকে; বলিল—পীরু এখানে লাশ উদ্ধার করুক···আমরা স্যর, পায়ের দাগ ধরে এগুই, চলুন···না হলে তাদের আর কোন সন্ধান পাবো না বোধ হয় !

সমর মিত্র বলিলেন—That's a good idea (ভালো কথা বলিয়াছ) !

পীরু এদিকে পাঁক ঘাঁটিতে লাগিল···ক'জনে ওদিকে আর একটু অগ্রসর হইলেন।

খানিকটা অগ্রসর হইয়া সকলে দেখেন, অদূরে একটা ইটের পাঁজা··· বহু কালের জীর্ণ পরিত্যক্ত পাঁজা। পাঁজার গায়ে রাশীকৃত আগাছা জন্মিয়া জঙ্গল রচিয়া তুলিয়াছে··

বিভাস বলিল—এই যে পায়ের দাগ পাঁজার দিকে গেছে··· আসুন······

উৎসাহ-ভরে বিভাস সকলের আগে পাঁজার দিকে ছুটিল···খানিকটা যাইবামাত্র তার পায়ের তলায় ইট সরিয়া গেল···সঙ্গে সঙ্গে সে একটা গহ্বরের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছিল···সমর মিত্র ক্ষিপ্র চরণে আসিয়া তার দুই হাত ধরিয়া ফেলিলেন।

বিভাস বলিল—পগার···ওঃ, খুব বেঁচে গেছি!

সমর মিত্র বলিলেন—ওস্তাদীর পরিচয় রেখে গেছে এখানে···

বিভাস কহিল—তার মানে?

সমর মিত্র বলিলেন,—মানে, তারা আমাদের উপর নজর রেখেছে। বুঝেছে, তাদের পায়ের দাগ ধরে আমরা তাদের পাছু-পাছু ঠিক হানা দেবো। তাই এখানে এই পায়ের চিহ্ন রেখে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইট আর পাতা সাজিয়ে এমনভাবে এ-গর্ত্ত ঢেকে দেছে যে, আমরা এখানে পা দেবামাত্র গর্ত্তের মধ্যে পড়ে জখম হবো! দেখছো, কি গভীর গর্ত্ত!

কণ্টকিত দেহে সকলে চাহিয়া দেখে, সত্যই তাই! মনে হয়, এখানে একটা কূয়া ছিল···কূয়ায় পড়িলে তাদের পিছনে ছোটা তো দূরের কথা,··· প্রাণ লইয়া উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব!

মনমোহন কহিল,—এ যা কুয়া···যেভাবে আমরা চলেছিলুম, আর একটু হলে ঐ কুয়ার মধ্যে সটান্ সকলের জান্তে কবর হতো !

ধরণী তখনো শিহরিয়া রহিয়াছে, তার শিহরণের ভাব তখনো কাটে নাই !

সে বলিল,—ভয়ানক বদমায়েস তো !···কিন্তু এ-সবের মানে বুঝতে পারছি না বাবু ! এতখানি আয়োজন···

বিভাস কহিল—জানে না যে আমরা আজ এখানে আসবো ! এ যেন বোধ হচ্ছে, গোড়া থেকে ফন্দী-ফিকির সব ঠিক করা ছিল !

সমর মিত্র বলিলেন,—যাক, ওরা আমাদের নিরস্ত করতে পারবে না। আমাদের এ chase (অনুসরণ) আমরা ছাড়বো না !

সতর্ক-পায়ে সকলে আবার চলিতে লাগিলেন।

ধরণী কহিল—এই ঠিক-দুকুর-বেলা···আপনারা যদি একটু কিছু মুখে দিতেন !···আমার ওখান থেকে আর কিছু না হোক, একটু দুধ অন্ততঃ !

সমর মিত্র বলিলেন—কিছু চিন্তা করো না ধরণী···মনে যে-রকম উৎসাহ নিয়ে বেরিয়েছি, খিদে-তেষ্টার কথা কারো মনে নেই ! তবে বেচারী তুমি···স্নান করে খাবার বন্দোবস্ত করছিলে···পাত্ থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে এসেছি···

মৃদু হাস্যে ধরণী বলিল—আপনাদের আশীর্ব্বাদে তাতে আমার একটুও কষ্ট হবে না, বাবু। আমার এ-মাথার উপর দিয়ে কত ঝড়-জল, কত রৌদ্র যে চলে গেছে···এক-বিন্দু জল না খেয়ে কতদিন আমার কাজে-কর্ম্মে কেটেছে ··

বিভাস বলিল—কষ্ট সয়েছো বলেই দেহখানি লোহার ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিতে পেরেছো…ননীর পুতুল তৈরী হওনি যে রোদে জলে গলে যাবে!

সমর মিত্র চারিদিকে চাহিলেন। চারিদিকে ঝোপ-ঝাপ জলা আর জঙ্গল…ঝোপ-ঝাপের ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে মাঝে দু-চার-দশখানা চালা-ঘর…লোকের বসতির চিহ্ন দেখা যায়।

মনমোহন বলিল—কোথায় চলেছি, বুঝছি না। মনে হয়, পৃথিবীর শেষ-সীমায় গিয়ে যেন পৌঁছুবো…পায়ের কোনো দাগ আর দেখছি না স্যর—

সমর মিত্র বলিলেন—শক্ত মাটী বলে··কিম্বা তারা হুঁশিয়ার হয়ে চলেছে!…আমাদের যদি লক্ষ্য করে থাকে, তাহলে এটুকু বুঝেছে যে পায়ের দাগ ধরে তাদের পাছু নেবো!

আরো খানিকদূর আসিবার পর পায়ে-চলা একটা দাগ মিলিল…

ধরণী বলিল—এ পথ এদিকে গেছে মীর-গঞ্জে—আর ওদিকে ওখানে গেছে ঐ বড় বিলে। ও বিলে ডিঙ্গি মেলে…জেলে-ডিঙ্গি …সাল্‌তি! তাতে চড়ে সকলে মাছ ধরে কি না!

সমর মিত্র বলিলেন—এ বিল পার ওপারে ওটা কি জায়গা?

ধরণী বলিল—ওপারে একখানা গাঁ আছে। সে গাঁয়ের নাম চাল্‌তা-গাঁ।

বিভাস কি দেখিতেছিল—সহসা ছুটিয়া পগারের পাশ হইতে সিগারেটের একটা খালি প্যাক কুড়াইয়া লইল এবং সেই সঙ্গে একটা দেশলাইয়ের বাক্স। সেগুলা সমর মিত্রের সামনে ধরিয়া সে বলিল—এই দেখুন স্যর…তাজা·· টাটকা…ওরা ফেলে গেছে, নিশ্চয়।

সমর মিত্র সেগুলা নাড়িয়া দেখিলেন, দেখিয়া বলিলেন,—"ওল্ড বয়" সিগারেট। ঠিক কথা বলেছো বিভাস…এগুলো ওদের জিনিষ বলেই মনে হচ্ছে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধরণীর অতিথি-সেবা

সমর মিত্র বলিলেন—ডিঙ্গিতে চড়ে বিল পার হয়ে ওরা চাল্‌তা-গাঁয়ে যাবে না…ডিঙ্গিতে চড়লে ধরা পড়বার ভয়! আমার মনে হয়, এই মীরগঞ্জের দিকে গেলে ভালো হয়।

মাথার উপর সূর্য্য তখন আরো প্রখর রশ্মি বর্ষণ করিতেছে…সকলে মীরগঞ্জের অভিমুখে চলিলেন।

ধরণী বলিল—মীরগঞ্জে একজন ধনী ব্যাপারী আছে,—ওয়াজির সাহেব। তাঁর ওখানে যদি কোনো সন্ধান মেলে…

সমর মিত্র বলিলেন—কি সন্ধান সে দেবে?

ধরণী বলিল—নতুন কোনো লোককে দেখলে তার লোকজন বলতে পারবে অন্ততঃ…

সমর মিত্র বলিলেন—চলো, দেখা যাক! মানে, we would leave no stone unturned (আমরা একখানি প্রস্তরও না তুলিয়া ছাড়িব না)!

ক'জনে যখন মীরগঞ্জের হাটে আসিয়া পৌছিলেন, বেলা তখন

বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ঘামিয়া সকলে একশা···এ রৌদ্রে দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া কাণ-মাথা তাতিয়া ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে!

হাটে রাশীকৃত ডাব। ধরণী বলিল,—ডাব খান্ বাবুরা। তারপর যা করবার, করবেন···

ডাব কাটিয়া ধরণী পরিবেশন করিল···ডাবের জল, ডাবের শাঁস।

অদূরে অশথ-তলায় দুখানা পাল্কী আর একখানা ছ্যাকড়া-গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল।

সমর মিত্র বলিলেন—তেপান্তরের মাঠে গাড়ী-পাল্কী! ওদের জন্য নয় তো?

ধরণী বলিল—আমি দেখছি···

ধরণী গেল তত্ত্ব লইতে···সমর মিত্র ডাবের দোকানের সামনে একটা লোহার চেয়ারে বসিলেন। মনমোহন বিড়ি ধরাইল; বিড়ি ধরাইয়া কহিল—এ পর্ব্ব কোথায় যে শেষ হবে, আর কখন··· মস্ত সমস্যা!

সমর মিত্র বলিলেন—আপনাকে টেনে এনে ঘুরছি···তাইতো··· থানায় কোনো জরুরি কাজ নেই তো?

মনমোহন কহিল,—এও তো মস্ত কাজ স্যর। তাছাড়া এমন suspense (কৌতূহল) জেগেছে যে আপনাদের ছেড়ে থানায় ফিরতে মন সরছে না!

ডাবওয়ালার পানে চাহিয়া সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—এদিকে নতুন কোনো লোককে আজ দেখেছো, বাপু? দু' তিন দিনের মধ্যে?

ডাবওয়ালা বলিল,—আজ্ঞে না, বাবু। আজ এখানে হাট বসেছে··· দু'চারজন খদ্দের আসছে, তাদের নিয়েই ব্যস্ত আছি···

ডাবওয়ালার বালক-পুত্র তামাক সাজিয়া আনিল। সমর মিত্র বলিলেন,—আমরা কেউ তামাক খাই না···মনমোহন বাবু তামাক খাবেন ?

মনমোহন বলিল—না স্যর। থানায় কাজ করি, তোয়াজ করে হুঁকোয় তামাক খাওয়া অভ্যাস করবো কখন, বলুন ? ঐ বিড়ির উপর দিয়েই ধোঁয়া খাবার আশা মিটুতে হয় !

ডাবওয়ালাকে সমর মিত্র বলিলেন,—দু পয়সার বিড়ি দাও তো··

ডাবওয়ালা বিড়ি দিল। সমর মিত্র দাম দিতে গেলেন, সে লইবে না।

সমর মিত্র বলিলেন—না বাপু, তাহলে বিড়ি নেবো না। একে তো পুলিশের দুর্নাম আছে, তদারকে এসে ডাব-বিড়ি-পাণ খেয়ে দাম দ্যায় না···সে দুর্নাম আর বাড়াই কেন ?

ডাব ও বিড়ির পয়সা তিনি দিলেন। বিভাস বলিল—আপনি কেন দেবেন স্যর ?

সমর মিত্র বলিলেন—কটাই বা পয়সা !···তোমার এ মামলার তদারকে যদি সফল হই, তখন না হয় তুমি কালিয়া-পোলাও খাওয়াবার ব্যবস্থা করে ডাবের-বিড়ির এ-ঋণ শোধ করো !

ধরণী ফিরিল। ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল—ও গাড়ী আর পালকী একটি বাবু ভোর থেকে মোতায়েন রেখে গেছে। বললে, ওদের আগাম ভাড়া দিয়ে গেছে দেড় টাকা···সারাদিনের জন্য ভাড়া দেবে বলেছে তিন টাকা···সেই বাবুর জন্য ওরা অপেক্ষা করছে।

সমর মিত্রের বুকখানা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইল। তিনি বলিলেন,—আমরা বাবুর পাছু নিয়েছি, তাই হয়তো বাবু এ ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের পক্ষে তাহলে এখন আসর সাজিয়ে বসে থাকলে চলবে না তো···একটু লুকোচুরি খেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনমোহন বলিল—নিশ্চয় !

সমর মিত্র বলিলেন,—এবং সে-লুকোচুরি···

চারিদিকে চাহিলেন। চাহিয়া আবার বলিলেন, এই ডাবের দোকানের পিছনে ঐ যে ছোট চালাখানা খালি দেখছি, ঐখানে···

মনমোহন বলিল—বেশ বলেছেন···

ডাবওয়ালার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিয়া ক'জনে গিয়া সেই ছোট চালায় প্রবেশ করিলেন। ডাবওয়ালা একখানা মাদুর আনিয়া ঘরের মেঝেয় বিছাইয়া দিল।

সমর মিত্র তাকে বলিয়া দিলেন,—হুঁশিয়ার!···কেউ এসে গাড়ী-পাল্‌কীতে চড়তে গেলে নিঃশব্দে আমাদের খপর দেবে···বুঝলে! তোমাকে বখসিশ দেবো···

হাসি-মুখে ডাবওয়ালা বলিল—বেশ, বাবু···আপনারা নিচ্চিন্তি মনে এখানে বসুন···

সকলে বসিলেন। ধরণী বলিল—আমি একটু ঘুরে আসি···

বিভাস বলিল—কোথায় যাবে ধরণী ? বাড়ী ?

ধরণী বলিল—আপনাদের ফেলে বাড়ী যাবো কি ? বাড়ী যাবো না। এইখান থেকেই একটু ঘুরে আসছি···

ধরণী বাহির হইয়া গেল।

মনমোহন বলিল—ওয়াজির সাহেবের কাছে গেল বোধ হয়!

সমর মিত্র বলিলেন—তা যদি যায়, তাহলে সব আয়োজন পণ্ড করবে! সে ভদ্রলোক যদি সাজ-সাজ রব তোলেন, এরা তাহলে হুঁশিয়ার হবে!

বিভাস কহিল—বারণ করে দিয়ে আসি···

সমর মিত্র বলিলেন,—তাই এসো। মোদ্দা সাবধান বিভাস, এরা যদি ফণীবাবুকে মেরে থাকে, তাহলে তোমাকে চেনে! মকর্দ্দমার সময় আদালতে নিশ্চয় এরা যেতো ওয়াচ্ করতে!

বিভাস কহিল,—সাবধানে যাবো আমি।

বিভাস গেল ধরণীর পিছনে; এবং তাকে হুঁশিয়ার করিয়া তখনি সে ফিরিয়া আসিল। ··

বিভাস ফিরিয়া আসিলে সমর মিত্র বলিলেন—কাকেও দেখলে?

বিভাস কহিল—না।

সমর মিত্র বলিলেন,—গাড়ী-পালকী?

বিভাস বলিল—ওখানে ঠিক আছে।

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ···

তারপর সকলে চুপচাপ। কাহারো মুখে কথা নাই।

বাহিরে কেনা-বেচার কলরব চলিয়াছে···কাছে একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়া ডাহুক ডাকিতেছিল।

বিভাস একাগ্র মনে সেই ডাক শুনিতেছিল। এ ডাকে তার বহুদিনকার পুরানো স্মৃতি মনে জাগিতেছিল! কান্তির সঙ্গে মাঝে মাঝে এই বাদায় আসিত পাখী শিকার করিতে। কি আনন্দেই দিন কাটিত!

রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িতেছিল···রবীন্দ্রনাথ কোথায় যেন লিখিয়াছেন, পৃথিবীর বুকে সহসা কোথায় রন্ধ্র রচিয়া উঠিল এবং সে রন্ধ্র-মুখে হিংসার মূর্ত্তি ধরিয়া লক্ষ লক্ষ সাপ একেবারে ফণা তুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে !···

সহসা সমর মিত্র ডাকিলেন—মনমোহন বাবু···

মনমোহন বিড়ি টানিতেছিল···সমর মিত্রের আহ্বানে বলিল—বলুন স্যর···

সমর মিত্র বলিলেন—আপনার লোককে পাঁক থেকে লাশ তুলতে বলে এলুম···সেখানে কি হচ্ছে, তা তো জানতে পারছি না !

মনমোহন বলিল—আমার মনেও সে কথা জাগছে মশাই !···আমি একবার যাবো নাকি ? আর কিছু না হোক, কার লাশ সেটা জানতে পারলে যদি কিছু কিনারা হয়।

সমর মিত্র বলিলেন—যাওয়া সহজ কথা নয় ! আপনার চৌকিদার বেশ পাকা লোক তো ?

মনমোহন বলিল,—পীরু খুব ওস্তাদ লোক ! বদমায়েসের যম !

সমর মিত্র বলিলেন,—লাশ তুলে থানায় নিয়ে যেতে পারবে ? আমরা তাকে সে কথা বলে আসিনি···বুদ্ধি করে' যদি নিয়ে যায় !

মনমোহন বলিল—খানিকক্ষণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে,—আমাদের ফিরতে যদি খুব দেরী দেখে, তাহলে নিয়ে যাবে বলে মনে হয় !

সমর মিত্র বলিলেন—এমন জায়গা যে খপর পাঠাবো, উপায় নেই

বিভাস বলিল,—কেন ঐ পাল্‌কী রয়েছে···ওর একখানায় চড়ে' যদি কেউ যায় ?

সমর মিত্র বলিলেন—দেখা যাক্! আমরা যেজন্য ওৎ পেতে বসে আছি, তার কি হয় তারপর লাশের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি !···

বিভাস কহিল—কার মুখ দেখে উঠেছিলেন আজ, কি করতে এলেন, আর কি হলো !···আপনার টু-শীটার গাড়ীর জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে···চৌকিদারী করতে কেউ নেই,···শেষে এই বদমায়েসদের মধ্যে কেউ যদি সে-গাড়ী নিয়ে সরে পড়ে ?

এ-কথায় সমর মিত্র যেন চমকিয়া উঠিলেন ! বলিলেন—ঠিক কথা বলেছো বিভাস। এ-কথা আমার মনে বাষ্পাকারে উদয় হয়নি !

মনমোহন বলিল—আসবার সময় যদি গাঁয়ের কোনো লোককে ডেকে নজর রাখতে বলে আসতুম !

সমর মিত্র বলিলেন—তখন কে জানে, এমন ভাবে পৃথিবী-প্রদক্ষিণে বেরুতে হবে···

বিভাস বলিল—ধরণী এলে ওকে বলি, এখান থেকে কাকেও বরং পাঠিয়ে দিক। যে লোক যাবে, গাড়ী পাহারা দেবার জন্য তাকে পয়সা দেবো···

মনমোহন বলিল—Good suggestion (ভালো প্রস্তাব) স্যর !

কথা-বার্ত্তার মধ্যে ধরণী ফিরিল ; তার সঙ্গে একজন লোক। সেই লোকের হাতে বড় ঘটীতে এক ঘটী দুধ, আর এক হাতে পাকা

কলার ছড়া, ধরণীর হাতে কাগজের দুটো বগলি। একটা বগলিতে চিঁড়ে, আর একটা বগলিতে বাতাসা।

ধরণী বলিল—যতক্ষণ বসে থাকবেন, ততক্ষণ কিছু খেয়ে নিন দিকিনি! ভালো চিঁড়ে এনেছি···গাছের ভালো কলা আছে, আর এই বাতাসা। তাছাড়া দুধও দেড়সেরটাক পেয়েছি···খাঁটী দুধ! ফলার করুন···

সমর মিত্র বলিলেন—এইজন্য বুঝি তুমি বেরিয়েছিলে?

ধরণী বলিল—বেরুবো না? কখন্ বেরিয়েছেন···এই রোদে যে ছুটোছুটি করছেন তার উপর এ ছুটোছুটির বিরাম কখন্ হবে, ঠিক নেই। না খেয়ে পিত্তি পড়িয়ে শেষে অসুখ করবেন কি!···কিছু খেয়ে নিন্···ভালো জিনিষ···খেলে অসুখ-বিসুখ করবে না!

এই কথা বলিয়া ধরণী সে-লোকটির পানে চাহিল, বলিল—শোনো···দুধের ঘটি-টটি তুমি রেখে যাও · গিয়ে ঐ ওয়াজির সাহেবের বাড়ী থেকে ওঁরা দেবেন কুয়োর পরিষ্কার জল···সেই জল তুমি ঘটিতে ভরে নিয়ে এসো। ওঁরা ভালো ঘটি দেবেন ··

লোকটা চলিয়া গেল্।

ধরণী বলিল—ওয়াজির সাহেবকে আমি কোনো কথা বলিনি। বলেছি, কলকাতা থেকে ক'জন বাবু শিকারে এসেছিলেন···কিছু খান্নি, এত বেলা হয়ে গেছে · তাই তাঁদের সেবার জন্য···

বিভাস খুশী হইয়া বলিল—খাওয়া-দাওয়া তো হবে, তারপর ওদিককার?

ধরণী কহিল—যখন বললেন, তখন শুনবেন, আমার যা মনে হয়?

বিভাস বলিল,—শুনি।

ধরণী বলিল—তারা টের পেয়েছে নিশ্চয়! না হলে আমরা এসে এখানে পৌঁছে গেছি, আর তারা এখনো পর্য্যন্ত পৌঁছুলো না!··· আমাদের আগে-আগে তারা আসছিল···আমরা ছিলুম তাদের অনেকখানি পিছনে!

সমর মিত্র বলিলেন—আমার মনে হয়, আমাদের সাড়া পেয়ে তারা তাদের প্ল্যান্ বদলেছে।

মনমোহন বলিল—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই!

বিভাস কহিল—তাহলে কি করতে চান?

সমর মিত্র বলিলেন—আপাততঃ ধরণীর আতিথ্য গ্রহণ করা যাক। তারপর একটা উপায় করতেই হবে। এখানে বসে বসে প্রহর গুণলে কোনো ফল হবে না তো!

মনমোহন বলিল—এর দু'রশিটাক পরেই আমার থানার হুদ্দো···তারপর যে জায়গা, সে জায়গা হলো ময়ূরদাঁড়ি থানার হুদ্দো!

সমর মিত্র বলিলেন—এ গাঁয়ে পাকা রাস্তা আছে, মনে হয়। পাকা রাস্তা না থাকলে ঘোড়ার ভাড়া-গাড়ী মিলতো না!

বিভাস কহিল—এ-গাঁয়ে এমন লোকজনের বাস যে ভাড়া-গাড়ীর দরকার আছে···হ্যাঁ, ধরণী?

ধরণী কহিল—আজ্ঞে, ক'জন মুসলমান গেরস্তর বাড়ী-ঘর আছে এখানে। তারপর বাবু যা বললেন, এখানে পাকা রাস্তা আছে··· পাকা মানে কি আর যশোর রোডের মতন? তা নয়! গোরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী যেতে পারে। লরি-চলার মতো পথ নেই!

সমর মিত্র বলিলেন,—ভাবনার কথা হলো। শিকার ছেড়ে মন যেতে চাইছে না···অথচ থেকে কিছুই হচ্ছে না! শিকারকে একবার

যদি এখন ছেড়ে দি, তাহলে লোকারণ্যে মিশে সে-শিকার জন্মের মতো হাত-ছাড়া হয়ে যাবে !···

নিশ্বাস ফেলিয়া মনমোহন বলিল—নিশানা পেলে অন্য দিক দিয়ে হয়তো শিকারের সন্ধান মিলতে পারে স্যর !

সমর মিত্র বলিলেন—অসম্ভব নয় ! কিন্তু এই তেপান্তরের মাঠের ধারে কার কাছ থেকে কি খপর যে মিলবে···তাছাড়া আমার মনে হয়, ও-লাশ যার, সে-লোক এদিককার বাসিন্দে নয়···ও এদের দলের লোক কিম্বা এ-লোকটাকে মেরে বদমায়েসগুলো অন্য কাজ হাসিল করেছে !

ইতিমধ্যে ধরণীর সে-লোক জল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

ধরণী বলিল—মুখ-হাত ধুয়ে সকলে খেয়ে নিন দিকিনি···আমি খানকতক কলাপাতা নিয়ে আসি !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঐ বুঝি !

সকলে আহার করিতেছে, ডাবওয়ালা আসিয়া সংবাদ দিল, ভাড়াটে-গাড়ী চলিয়া যাইতেছে।

সমর মিত্র বলিলেন,—পাল্কী দুটো ?

ডাবওয়ালা বলিল—তারাও পাল্কী তুলছে।

সমর মিত্র বলিলেন,—খালি-গাড়ী, খালি-পাল্কী নিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে ?

ডাবওয়ালা বলিল—তাই, বাবু !

সমর মিত্র ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, তারপর বলিলেন—ভালো কথা নয়।···আমি একবার সন্ধান নি···তোমরা সকলে বসে খাও···কেউ উঠো না। আমি নিঃশব্দে সন্ধান নিতে চাই।

এই কথা বলিয়া সমর মিত্র তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া বাহিরে আসিলেন।

আসিয়া দেখেন, ডাবওয়ালার কথা সত্য। গাড়োয়ান তার কৃশকায় ঘোড়া দুটার দড়ি ধরিয়া গাড়ীতে তাদের জুতিয়া দিতেছে।

সমর মিত্র আসিলেন গাড়োয়ানের কাছে, বলিলেন—ভাড়া যাবি ?

গাড়োয়ান বলিল—কোথায় ?

সমর মিত্র সত্য শুনিয়াছেন, পাশের গ্রামের নাম ময়ূর-দাঁড়ি। সেই নাম স্মরণ করিয়া তিনি বলিলেন—ময়ূর-দাঁড়ি।

গাড়োয়ান কি ভাবিল, তারপর বলিল,—ময়ূর-দাঁড়ির কোথায়? কোন্ পাড়ায়?

সমর মিত্র প্রমাদ গণিলেন। তাইতো…তিনি তো কোনো পাড়ার নাম জানেন না! কিন্তু তাহাতে হঠিবার পাত্র তিনি নন্! গাড়োয়ানের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন,—পাড়ার নাম জানি না। ওখানে আছেন মফিজুদ্দিন সাহেব। তাঁর বাড়ী।

গাড়োয়ান জাতে মুসলমান। মফিজুদ্দিন—নাম শুনিয়া সে তার পরিচিত-গণ্ডীটুকুর মধ্যে সন্ধান-কামী হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তারপর বলিল—মফিজুদ্দিন-সাহেব!…চিনি না বাবু…

সমর মিত্র বলিলেন—কি করে চিনবে বাবু? তিনি থাকেন বর্দ্ধমানে। সম্প্রতি ময়ূর দাঁড়িতে এসেছেন তাঁর শ্বশুরের ওখানে।

গাড়োয়ান কহিল—তেনার নাম? সাহেবের শ্বশুরের নাম জানেন?

—না। তবে গাঁয়ে গেলেই সেখানে সকলে বলে দেবে'খন, মফিজুদ্দিনের শ্বশুরের নাম।

গাড়োয়ান বলিল—আমার বাড়ী ময়ূর-দাঁড়িতে, বাবু। আমি যাকে জানি না…তার কথা সেখানে বলবে অন্য জন! বেশ, আসুন… কিন্তু আমি আর এখানে ফিরবো না।

সমর মিত্র বলিলেন—ভাড়া দেবো, ফিরবো না কেন?

গাড়োয়ান বলিল,—আমাকে সওয়ারি নিয়ে যেতে হবে সেই বেগুনবেড়ে।

সমর মিত্র বলিলেন—চালাকি করছো বাবু! এই তো এখানে টায় বসে আছো! অমনি সওয়ারি পেয়ে গেলে বেগুনবেড়ে যেতে!…

গাড়োয়ান বলিল—না বাবু, এখান থেকে সওয়ারি নিয়ে যাবার কথা ছিল—তাই এখানে বসেছিলুম। এখন লোক এসে বলে গেল, এখান থেকে যাঁদের যাবার কথা ছিল, তাঁরা গাড়ী নেবেন ময়ূর-দাঁড়িতে। সেখান থেকে তাঁদের নিয়ে বেগুনবেড়ে যেতে হবে!···মিথ্যা কথা কেন বলবো মশাই? বিশ্বাস না হয়, এই পাল্কীওলাদের জিজ্ঞাসা করুন। ওরাও পাল্কী নিয়ে ময়ূর-দাঁড়ি যাচ্ছে···ওরাও যাবে হেথা থেকে সেথাকে সেই বেগুনবেড়েয়!

আশার আলোয় সমর মিত্রের মন একেবারে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—ও···পাল্কী দুটোও ময়ূর-দাঁড়ি চলেছে? বাঃ! তাহলে এমনি খালি যাবে কেন, আরো সওয়ারি আছে আমার সঙ্গে। ভালো হলো! কত করে তোমরা ভাড়া নেবে?

গাড়োয়ান বলিল—আমি নেবো দশ আনা···পাল্কীর ভাড়া ওদের সঙ্গে দর করুন।

সমর মিত্র কহিলেন—তুমি দাম করে দাও···আমি এদিকে নতুন এসেছি···দর-দাম জানিনা তো।

গাড়োয়ান কহিল—আমায় দশ আনা দেবেন তো?

সমর মিত্র বলিলেন—দেবো।

গাড়োয়ান খুশী হইল। এক কথায় বাবুটা দশ আনা দিতে রাজী! ভাবিয়াছিল এতখানি বেলা পর্য্যন্ত চুপচাপ বসিয়া রহিলাম, তার উপর এতখানি পথ খালি গাড়ী লইয়া যাইব! সে জায়গায় একেবারে দশ-দশ আনা লাভ!

সমর মিত্রের উপর আত্তিশো দেখাইয়া পাল্কীওয়ালাদের ভাড়া সে ঠিক করিয়া দিল চার আনা করিয়া···দুজনের আট আনা।

ভাড়া ঠিক হইলে সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে আমার লোকজনদের আমি ডেকে আনি ?

গাড়োয়ান বলিল—আসুন।

সমর মিত্র তখন মনমোহন প্রভৃতিকে লইয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। পাল্কী দুখানায় দুজন চৌকিদার চড়িয়া বসিল। গাড়ীতে বসিলেন সমর মিত্র, মনমোহন, বিভাস এবং ধরণী।

মনমোহনের পুলিশ-বেশ এবং সঙ্গে চৌকিদার দেখিয়া গাড়োয়ান একটু বিচলিত হইল! সে শুধু বলিল,—পুলিশ!

তার ভয় হইল! পুলিশ কি গাড়ী চড়িয়া ভাড়া দিবে? শুধু তাই নয়! পুলিশ একবার যখন গাড়ী ধরিয়াছে, তখন কাঁঠালের আঠার মতো লাগিয়া থাকিবে! গাড়ী ছাড়িয়া দিবার নাম করিবে না।

কিন্তু মুখের কথায় মনের এ ভয় প্রকাশ করিতে পারে না! কাজেই আলাপ জমাইবার উদ্দেশ্যে সে বলিল—গাঁয়ে চুরি হয়েছে না কি বাবু?

গাড়োয়ানের মুখ দেখিয়া সমর মিত্র বুঝিয়াছিলেন, গাড়োয়ানের মনে ভয় ও কৌতূহল বেশ জমিয়া উঠিয়াছে! সে-ভাব মোচনের জন্য হাসিয়া তিনি বলিলেন—চুরি নয় রে বাপু! এসেছিলুম এখানকার আবাদে একটা আবগারী মকদ্দমার তদন্ত করতে! তারপর বেলা হলো···ভাবলুম, মফিজুদ্দিন সাহেবের শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে তারপর রোদ পড়লে ফিরবো।

গাড়োয়ান বলিল—কোথায় ফিরতে হবে?

সমর মিত্র বলিলেন,—এইখানেই ফিরবো। আজ রাত্রে আমরা এইখানেই থাকবো··· ওয়াজিব সাহেবের বাড়ীতে। তিনি নেমন্তন্ন করেছেন কি না···

গাড়োয়ান যেন একটু আশ্বস্ত হইল! সে শুধু বলিল,—ও··

তারপর গাড়ী-পাল্কীতে তাঁরা সওয়ার হইলে গাড়ী-পাল্কী যাত্রারম্ভ করিল।

মেটে পথ। দুধারে নালা। নালার দুই তীর বহিয়া মাঝে মাঝে ঝোপ, জঙ্গল, বাগান, কুটীর! কোথাও বা দুদিকে দিগন্তব্যাপী শুষ্ক প্রান্তর! রৌদ্রতাপে প্রান্তরের বুক ফাটিয়া খাঁ-খাঁ করিতেছে! সঙ্গে সঙ্গে যতদূর দৃষ্টি চলে, মনে হয়, ওখানে যেন কোনো লোকের চিহ্ন নাই!

গাড়ীর মধ্যে সকলে চুপচাপ বসিয়া আছেন। সমর মিত্রের বুকে চিন্তার সূত্রগুলা টানাপোড়েনে যেন সমস্যা-সমাধানের বিপুল সম্ভাবনা রচিয়া তুলিতেছে! মনমোহন ভাবিতেছিল, তার এ অভিযানের সমাপ্তি কখন কি ভাবে যে ঘটিবে···বিভাস ভাবিতেছে, সমর মিত্র নিশ্চয় এমন-কিছু লক্ষণ দেখিয়াছেন, যে-লক্ষণ নিমেষ-পরে সার্থকতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে!

ধরণী ভাবিতেছে···

সমর মিত্র বলিলেন,—দূরে ঐ একখানা গাঁ না?

ধরণী বলিল—ঐ তো ময়ূরদাঁড়ি। ওই যে সাদা এক-তলা বাড়ী দেখছেন, ওটা হলো হানিফ সাহেবের বাড়ী। হানিফ সাহেবের জুতোর দোকান আছে কলকাতার চাঁদনীতে। তিনি থাকেন কলকাতায়; তাঁর ভায়েরা এখানে থাকেন। তেনাদের আছে গুড়ের কারবার। খেজুর আর আখের যা ফলন হয়, ওঃ···

সমর মিত্র বলিলেন,—তোমার ময়ূরদাঁড়ি তো বেশী দূরে নয় ধরণী…

ধরণী কহিল—আজ্ঞে না…

সমর মিত্র বলিলেন,—গাড়োয়ান বললে দশ আনা ভাড়া নেবে। তাতে আমার মনে হয়েছিল, অনেক দূরে ময়ূরদাঁড়ি।

ধরণী বলিল—আপনি দশ আনা দেবেন, বলেছেন?

—বলেছি—

ধরণী বলিল,—সহুরে ভদ্রলোক দেখে ঠকিয়েছে। চার আনা পেলে বাবা বলে গাড়ীতে তুলে নিতো। চার আনার জায়গায় দশ আনা!

সমর মিত্র বলিলেন,—তা দেবো…দু পয়সা বেশী পেলে আমাদের উপর যেমন খুশী থাকবে, তেমনি ভবিষ্যতের আশাও রাখবে! আমি যা ভাবছি, যদি তা হয়…

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সমর মিত্র চুপ করিলেন। বিভাস বলিল—কিন্তু আমরা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যেখানে চলেছি, তারপর ফেরা… মানে, রাত্রের আগে আপনার সে টু-শীটারের পাশে পৌঁছুনো সম্ভব নয়…

সমর মিত্র বলিলেন,—কিন্তু পথ এদিকে ভালো দেখছি!

ধরণী বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। এদিকার পথ ভালো…

সমর মিত্র বলিলেন,—এ পথে আমরা গাড়ী করে ফিরতে পারবো না?

ধরণী বলিল,—কেন পারবেন না? কিন্তু গাড়ী কোথায় পাবেন?

সমর মিত্র বলিলেন,—এই গাড়ীকে যদি না ছাড়ি? না হয় দু'টাকা ভাড়া দেবো। কোথায় ওরা দু' টাকা ভাড়া এখানে পাবে, বলো?

ধরণী বলিল—বরাতের জোরে গাড়ী পাওয়া গেছে···এ যদি রাজী হয়, তাহলে ভাবনা নেই! কিন্তু···

সমর মিত্র বলিলেন,—দু' টাকা ভাড়া দিলে কেন ও থাকবে না, ধরণী? আমি বলে রাখছি, তুমি দেখে নিয়ো।···

গাড়ী চলিয়াছে···পিছনে দু' খানা পাল্কী। পাল্কীওয়ালারা গাড়ীর সঙ্গে সমানে পাল্কী বহিয়া ছুটিয়াছে! গাড়ীর ঘোড়া দুটির যা চেহারা···বিভাস বলিল—ঘোড়া দেখে মনে হয়, ওদের গাড়ীতে চড়িয়ে আমরা যদি গাড়ী টানি, তাহলে ঘোড়াদুটো আশীর্ব্বাদ না করুক, গাড়ী এর চেয়ে আরো জোরে যাবে!

ধরণী বলিল—মাঠের ঘাস-পাতা খেয়ে ঘোড়ার জান্ থাকবে কেন বাবু? জন্মে এ-সব ঘোড়া কখনো দানা-ছোলার মুখ দেখেছে কি!

আরো খানিক অগ্রসর হইলে দূরে পাকা রাস্তা দেখা গেল—সামনে। এবং সে রাস্তার উপরে দু'খানা রঙ-চটা মোটর-গাড়ী।

সমর মিত্র গাড়ী দেখিলেন, দেখিয়া সবিস্ময়ে ডাকিলেন,—ধরণী···

ধরণী বলিল—বলুন···

সমর মিত্র বলিলেন,—পাকা রাস্তা দেখছি···রাস্তায় আবার দুখানা মোটর-গাড়ী!

ধরণী বলিল—এখানে তিনখানা গাড়ী মাঝে-মাঝে থাকে। ভাড়া যায়। এদিক দিয়ে বারাশত-বসিরহাট যাওয়া যায় কি না···

সমর মিত্র বলিলেন,—বটে···

তারপর তিনি চিন্তামগ্ন হইলেন।

চিন্তামগ্ন হইলেও দু' চোখের দৃষ্টি ঐ পথের দিকে।

হঠাৎ দেখিলেন, তিনজন লোক ঝোপঝাপের আড়াল দিয়া মাঠ

ভাঙ্গিয়া দ্রুত-পায়ে সামনের ঐ পথের পানে চলিয়াছে! চলিতে চলিতে সতর্কভাবে এই গাড়ীর পানে চাহিয়া দেখিতেছে।

দ্বিধামাত্র না করিয়া সমর মিত্র গাড়োয়ানকে কহিলেন,—গাড়ী থামাও···

আদেশ শুনিয়া গাড়োয়ান গাড়ী থামাইল।

গাড়ীর মধ্যে মনমোহন, বিভাস, ধরণী সকলে বিস্ময়ে অবাক!

সমর মিত্র টক্ করিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, নামিয়া চলন্ত সেই তিনজন লোকের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—তিনজন লোক দেখছো? ঐ চলেছে!···Very suspicious (দেখিয়া খুব সন্দেহ হইতেছে)!·· আমি ওদের ধরতে চাই।

মনমোহন বলিল,—যা বলেছেন! এ জায়গায় অমন ভদ্রবেশী বাঙালীর আবির্ভাব···সত্যি খুব suspicious (সন্দেহজনক)।

সমর মিত্র কহিলেন,—ওদের পেছু নিলে ওরা জানতে পারবে! আমাদের বেশ জোর-পায়ে যেতে হবে! দরকার হলে খানিকটা দৌড়ুতে হবে হয়তো···

মনমোহন বলিল—আমি রাজী···

বিভাস বলিল—আমিও···

সমর মিত্র একবার চাহিলেন ধরণী পানে, বলিলেন,—তুমি বরং এই গাড়ীর কাছে থাকো! আর একজন চৌকিদার এখানে থাকুক ·· একজন চৌকিদার আসুক আমাদের সঙ্গে!

ইতিমধ্যে পাল্কী-বেহারারা পাল্কী নামাইয়াছিল এবং চৌকিদার দু'জন পাল্কি হইতে নামিয়াছিল ··

মনমোহন, বিভাস ও একজন চৌকিদারকে লইয়া সমর মিত্র

সেই তিনজন বাঙালী ভদ্রলোকের পাছু লইলেন···কাঁচা পথ ছাড়িয়া ক'জনে মাঠের মধ্যে নামিলেন।

লোক তিনজন তাহা লক্ষ্য করিল, লক্ষ্য করিয়া তারা গতির বেগ বাড়াইয়া দিল।

মনমোহন বলিল—দৌড়ুবো না কি ?

সমর মিত্র বলিলেন,—না ওরা কোথায় পালাবে ?···

কিন্তু দৌড়িতে হইল ! ওদিকে উহারা ছুটিতে সুরু করিয়াছে··· সমর মিত্র কহিলেন,—দৌড় করালে দেখছি !

শীকার ও শীকারীর দৌড় ! কথামালার গল্পে আছে, শশকের পিছনে এক শিকারী কুকুর একদিন ছুটিয়াছিল। শশককে কুকুর কিন্তু ধরিতে পারে নাই ! কুকুরকে আর-কোন্ জানোয়ার পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল,—একটা শশকের সঙ্গে ছুটিয়া তাকে ধরিতে পারিলে না ? তাহাতে কুকুর জবাব দিয়াছিল,—দু'জনের দৌড়ে তফাৎ আছে। একজন ছুটিয়াছে প্রাণের দায়ে, আর একজন ক্ষুধার দায়ে ! অতএব···

এক্ষেত্রেও বুঝি তাই হয় ! উহারা ছুটিয়াছে মুক্তির দায়ে ! আর সমর মিত্র সদলে ছুটিয়াছেন আসামী-সন্দেহে উহাদের ধরিতে···

উহাদেরই জয় হইল ! তিনজনে একটা মোটরে চড়িয়া বসিল। বসিবামাত্র ড্রাইভার দিল্ গাড়ীতে ষ্টার্ট। গাড়ী ছুটিল দক্ষিণ-দিকে··· অর্থাৎ কলিকাতার অভিমুখে। সমর মিত্র সদলে আসিয়া দ্বিতীয় মোটর অধিকার করিলেন। ড্রাইভার নাই। খালি গাড়ী ! সমর মিত্র ড্রাইভারের জন্য অপেক্ষা করিলেন না—তখনি গাড়ী ষ্টার্ট করিয়া প্রথম-গাড়ীর পিছনে গাড়ী ছুটাইলেন। প্রথম গাড়ী রাশীকৃত ধূলা উড়াইয়া পিছনের লোকের চোখে সে-ধূলি ছিটাইয়া নক্ষত্র বেগে ছুটিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উদ্যোগ

নিষ্ফল অনুসরণ !

আগেকার গাড়ী পলকে দৃষ্টি-সীমা ছাড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সমর মিত্র আসিলেন যশোর রোডে সেই সন্ধি-মুখে—যেখান হইতে একটা মাত্র পথ গিয়াছে সেই কুটীরের দিকে।

সমর মিত্র বলিলেন,—ওদের পিছনে ছুটে ফল নেই। তার চেয়ে গাড়ীটাকে সহায় করে' আমরা আমাদের আপন জায়গায় যখন ফিরতে পেরেছি, তখন এ লাশের সন্ধান নিই, চলো! তারপর এ গাড়ী যখন আমাদের কাছে আছে, তখন ও-গাড়ীর সন্ধান মিলবেই। মিললে তিনজন লোকের খপর পাওয়া শক্ত হবে না!

কথাটা ঠিক! এবং এ-কথা মানিয়া সকলে আসিল পঙ্ক-কর্দ্দমে প্রোথিত লাশের তত্ত্ব লইতে!

সে-জলা পর্য্যন্ত যাইতে হইল না। যে-ঘর হইতে লাশ অন্তর্হিত হইয়াছিল, সকলে আসিয়া দেখে, সে-ঘরের সামনে গ্রামের কজন লোক আসিয়া জমিয়াছে এবং পাশে চৌকিদার পীরু বসিয়া আছে।

পীরু বলিল—থানায় লাশ নিয়ে যাবার জন্য চারজন লোক আনতে পাঠিয়েছি বাবু!...ভাবলুম, কোথাও গেলেও আপনারা কখন্ সেই অবেলায় ফিরবেন...এখানে বসে মিথ্যা লাশ চৌকি দেবো!

সমর মিত্র বলিলেন,—লোকটা কে, খপর পেলে?

পীরু বলিল—না বাবু, কোনো খপর মিললো না। এখানকার লোক নয়।

সমর মিত্র বলিলেন,—চেহারা দেখে, সাজপোষাক দেখে তাই মনে হয়।

মনমোহন বলিল—হয়তো ওদের দলের সঙ্গী। কোনো কারণে বনিবনা হয় নি, ঝগড়া হয়েছিল! তাই এখানে এমনিভাবে সাবাড় করে দেছে!

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—তা যেন হলো! কিন্তু ভাবছি, মনান্তর হলেও এখানে এনে সাবাড় করবার কি কারণ থাকবে? এখানে এই ভাঙ্গা কুঁড়েয় যখের ধন পোঁতা নেই যে সে-ধন বখরা করতে ঝগড়া হয়েছে এবং সেই ঝগড়ার মূলে শত্রু-নিপাত করে গেছে!

বিভাস কহিল—আমরা আজ এ ঘরে এসেছি দেখে ঐ ঘরের মধ্যে খুন···এ'ও তো খুব mysterious (রহস্যজনক)···নয়?

সমর মিত্র বলিলেন,—নিশ্চয়···

তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—যাও পীরু, লাশ নিয়ে তুমি থানায় যাও। মনমোহন বাবু, আপনি এ-গাড়ী নিয়ে যান। গাড়ী চালাতে জানেন?

মনমোহন বলিল—না।

সমর মিত্র বলিলেন,—বিভাস আপনাকে আমার গাড়ীতে তুলে ড্রাইভ করে থানায় পৌঁছে দিক! আমি ওদের গাড়ী চালিয়ে ধরণীর কাছে যাই। সে-বেচারী না খেয়ে না দেয়ে আমাদের পাল্লায় পড়ে যে দুর্গ্রহ ভোগ করেছে, তাকে মুক্তি না দিলে অধর্ম্ম

হবে! তাকে তুলে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আমি আপনার থানাতেই ফিরবো। বুঝলেন···এ প্ল্যান ভালো হবে না?

মনমোহন বলিলেন—খুব ভালো হবে?

ভিড়ের দিকে তাকাইয়া সকলের নাম-ধাম সমর মিত্র পকেট-বুকে নোট করিয়া লইলেন; তারপর ধরণীকে নামাইয়া দিয়া সমর মিত্র আসিলেন মনমোহনের থানায়।

মনমোহন বলিল—একটা নিবেদন আছে, স্যর।···একটু কিছু মুখে···

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—আপনি না বললেও আমি যেচে নিমন্ত্রন নিতুম!···লাশ এখানে না আসা পর্য্যন্ত এখান থেকে আমার নড়বার উপায় নেই! ওখানে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে লাশ নাড়াচাড়া করা ঠিক হবে না!···কিন্তু কোনো আয়োজন করবেন না। মাছের ঝোল আর দুটি ভাত···সেই সঙ্গে কাগজী লেবু বা পাতি লেবু পেলে সে ভাত আর মাছের ঝোল হবে অমৃত-সমান!

মনমোহন বলিল,—তাই হবে স্যর। বেশী আয়োজনের অবসর নেই! খিদেয় পেটের মধ্যে যেন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সুরু হয়েছে!

সমর মিত্র বলিলেন,—আর এক কথা! এই গাড়ীখানাকে আপনার থানায় রাখবার ব্যবস্থা করে দিন। যার গাড়ী, নিশ্চয় সে গাড়ীর খোঁজে আসবে। তাকে পেলে পালানো গাড়ীর সম্বন্ধে খবর পাওয়া অসম্ভব হবে না।···

মনমোহন বলিল,—তাহলে স্নানের ব্যবস্থা করতে বলি?

সমর মিত্র বলিলেন,—ব্যস্ত হবেন না। আপনাকেও তো কম ধকল্ সইতে হয় নি। আপনি হুকুম জারি করুন—করে একটু জিরুন্ দিকিনি!

একটা বেঞ্চে বসিয়া বিভাস আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা চিন্তা করিতেছিল।

সে বলিল,—ওরা নিশ্চয় কলকাতার দিকে গেছে···

সমর মিত্র বলিলেন,—মাথা যা হয়ে আছে···এখন আর ও-সব কথা নয়, বিভাস!···এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম। যাকে বলে, দেহ এবং মনের বিশ্রাম!

মনমোহন স্নানের ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা দিল। সমর মিত্র জামা-জুতা খুলিয়া বসিলেন। বিভাস হতভম্বের মতো চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পনেরো মিনিট পরে তেল-গামছা তোয়ালে-সাবান আসিল।

মনমোহন বলিল,—উঠে পড়ুন স্যর। শান-বাঁধানো কুয়োতে চান্ করতে হবে।

সমর মিত্র বলিলেন,—আপনারা আগে নিন্,—আমি পরে অর্থাৎ আমি যাবো সকলের শেষে।

সকলের স্নানাহার শেষ করিতে আরো প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় কাটিল। আহারাদির পর সকলে থানায় অফিস-ঘরে আসিয়াছেন, আসিয়া দেখেন, বাঁশে-বাঁধা বাদার লাশ লইয়া পীরু চৌকিদার আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

লাশ আসিয়াছে দেখিবামাত্র সমর মিত্র ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন।

আসিয়া বলিলেন—এই যে পীরু মিঞা এসে গেছ!···মনমোহন বাবু, আঙুলের ছাপ নেবার কালি আর ফর্ম্মের কাগজ বার করে আনুন মশায়!

মনমোহন দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া সমর মিত্রের পানে চাহিল।

সমর মিত্র বলিলেন,—বুঝচেন না? ওদের দলে ছিল বলে' সন্দেহ হচ্ছে। সন্দেহটি নিঃসন্দেহ-সত্য হয় যদি এর আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখি, মহাপুরুষের ছাপ! সে ছাপ মিললে মহাপুরুষের কুলুজীর পরিচয় জানতে দেরী হবে না! কোন্ gang-এর লোক জানলে আমাদের পক্ষে তদন্তের ব্যাপার অনেকখানি হাল্কা হবে।

মনমোহন বলিল,—সাধে আপনি বড় হয়েছেন স্যর! এতখানি অভিনিবেশ!

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—The more experience you have occasions in handling crimes and criminals, more swiftly your mind would act (আসামী এবং তাদের কার্য্যাদির সম্বন্ধে যত অভিজ্ঞতা লাভ হইবে, এ-সবের তত্ত্ব নির্দ্ধারণে মন ঠিক সেই পরিমাণে সক্রিয় হইবে)।

মনমোহন বলিলেন,—শুধু অভিজ্ঞতায় মনের এ শক্তি হয় না··· এ শক্তির জন্য মনের বিকাশ হওয়া চাই···অর্থাৎ ভাবতে পারা চাই···আর যাকে বলে, keen sense...

সমর মিত্র বলিলেন—,যদি তর্ক করি, তাহলে আবার প্রশ্ন উঠবে, sense কথাটার অর্থ কি, বলতে পারেন?

মনমোহন বলিল,—সহজ বুদ্ধি! অর্থাৎ কোনো লোক অজ্ঞান হয়েছে দেখে আমি যদি দুশ্চিন্তায় ছুটোছুটি করি, তা হলে সে-কাজে প্রমাণ হবে আমার বুদ্ধির অভাব। আর যদি দেখি কোথায় লাগলো এবং দু গ্লাশ জল দরকার···তাহলে সে কাজে আমার sense বা সহজ বুদ্ধির পরিচয় মিলবে।

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—এত সহজ অর্থ নয় মনমোহনবাবু··· কিন্তু এখন অর্থ বোঝাবার সময় হবে না···পীরু মিয়া তার লগেজ নামিয়াছে! টিপ্ নেবার কালি-কাগজ আমার চাই। তারপর সে টিপ-সই নিয়ে আমি বিভাসকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়বো···

মনমোহন নিজের হাতে কালি-কাগজ আনিয়া দিল···সমর মিত্র নিজের হাতে ক'খানা কাগজে লাশের দু'হাতে দশ আঙুলের ছাপ লইলেন সুস্পষ্টভাবে। তারপর বলিলেন,—এবার লাশ রাখবার ব্যবস্থা আপনারা করুন। আজকের মত আমরা বিদায় নিচ্ছি···কাল আসবো। এ ব্যাপার খুব রহস্যজনক মনে হচ্ছে··· এ তদারকীর ভার আমি যেচে নিজের হাতে নেবো।

এ কথা বলিয়া বিভাসকে সঙ্গে লইয়া সমর মিত্র গাড়ীর সামনে আসিলেন, পথে টু-শীটার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।

মনমোহন বলিল—আপনার নাম শুনে আসছি চিরদিন। আপনার দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা···তার উপর আপনার সঙ্গে কাজ করতে পাওয়া···আজকের এত কষ্টকে কষ্ট বলে' মনে হচ্ছে না!···

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—আমাকে জানতেন না কখনো, তাই আমার সম্বন্ধে এমন ধারণা! কিন্তু বেশী মেলামেশার ফলে

আমার মধ্যে কেবল খ্যাড় দেখবেন হয়তো···Familiarity breeds contempt···বেশী জানাশোনায় শ্রদ্ধা চলে যায়···মানুষের ভিতরটা তখন দেখা যায়, how poor !

মনমোহন কহিল—কি যে বলেন স্যর! আপনাকে তেমন দেখবো আমরা! আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবার চেষ্টা করি—কিন্তু চলতে গিয়ে পদে-পদে নিজেদের অক্ষমতায় দিশাহারা হই!···

সমর মিত্র বলিলেন,—যাক, এখন মিউচুয়াল এ্যাড্‌মিরেশন্ সভা করে লাভ নেই! ভালো কথা, আমাদের আগে যে মোটর-গাড়ী চম্পট দিলে, তার নম্বর কেউ বলতে পারেন?

মনমোহন, বিভাস—দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল।

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—পারলেন না বলতে!

মনমোহন বলিল,—তখন কি হচ্ছে, কি হবে—আপনার কি বা অভিপ্রায়, তা বোঝবার জন্য সব আকুল···গাড়ী বা গাড়ীর নম্বরের কথা মনে ছিল না স্যর!

বিভাস বলিল,—তারা এমন বোঁ করে ষ্টার্ট দিয়ে চকিতে গাড়ী চালিয়ে চলে গেল।

সমর মিত্র বলিলেন,—আমি দেখেছি নম্বর। নম্বর দেখা কিছু নয়। বাজে নম্বর ছিল গাড়ীতে অর্থাৎ ওটা রেজিষ্টার্ড নম্বর নয়। অন্য গাড়ীর নম্বর বসিয়েছে!

মনমোহন বলিল,—কি করে জানলেন?

সমর মিত্র বলিলেন,—তাই। ওতে ছিল ৪১৩১ নম্বর। কিন্তু আসল ৪১৩১ নম্বরের গাড়ী আমি চিনি! সে নম্বরের গাড়ীখানা কোল্। এ গাড়ীখানা ছিল হুইপেট।

বিভাস বলিল—সে নম্বর জানেন আপনি? কি wonderful memory আপনার! আশ্চর্য্য স্মরণ-শক্তি! বাজে ৪১৩১০ নম্বর··· তাহলে ও গাড়ী ধরা শক্ত হবে তো।

সমর মিত্র বলিলেন,—ও নম্বর কি আর দেখতে পাবে? পথেই কোনো নিরাপদ জায়গায় ও-গাড়ীর নম্বর বদল হয়ে গেছে। যাক, আমার কিন্তু ভালো লাগছে। মামলা যত জটিল হয়, আমার তত ঝোঁক চাপে সে মামলার রহস্য উদ্ঘাটন করতে। কিন্তু আর নয়··· এবার আসি মনমোহনবাবু···

বিভাসকে লইয়া সমর মিত্র গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন।

মনমোহন বলিল—নমস্কার···হ্যাঁ, কাল কখন আসবেন স্যর?

সমর মিত্র বলিলেন,—কাল সকালে টেলিফোন্ করে বলবো। এখন ঠিক বলতে পারছি না···

হাসিয়া বিভাস কহিল—রাত্রে বাড়ীতে ধ্যানে বসবেন!

সমর মিত্র বলিলেন,—সত্যি বিভাস। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ—সব কাজেই সাফল্য পেতে হলে তপস্যা চাই। আমাদেরো তেমনি এ ধ্যান, তপস্যা! কথাটা তুমি মিথ্যা বলোনি!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কান্তির চিঠি

বিভাসকে তার বীডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া সমর মিত্র গৃহে ফিরিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গৃহে ফিরিয়া লাশের আঙুলের ছাপ-মার্কা কাগজগুলা বাহির করিয়া লেন্সের কাঁচ দিয়া ভালো করিয়া পরখ করিলেন। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ফিঙ্গার-ইন্‌প্রেশন-বুরোর সুদক্ষ অফিসার সুরেশ মুখার্জ্জীকে ফোন করিলেন। সুরেশ বাবু গৃহে ছিলেন। রিসিভার ধরিয়া তিনি বলিলেন,—কে?

—আমি সমর মিত্তির।

—ও। কি খপর?

—কতক্ষণ তুমি বাড়ী আছো? তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

সুরেশ মুখার্জ্জী বলিলেন—আপনি আসবেন আমার এখানে! তার চেয়ে আমি যদি যাই?

সমর মিত্র বলিলেন,—আমি যেতে চাই। তোমার ওখানে ফিঙ্গার-ইমপ্রেশনের দু চারখানা বই পাবো?

সুরেশ মুখার্জ্জী বলিলেন,—পাবেন। কি বই চান, বলুন···আমি নিয়ে যেতে পারি।

সমর মিত্র বলিলেন,—না সুরেশ, তোমাকে আসতে হবে না। আমিই যাচ্ছি। খুব জরুরী কাজ আছে। আমার নিজের মনে কতকগুলো ধারণা হয়েছে···সেগুলো কতকটা সত্য, তোমার ওখানে দু একখানা

বই দেখে একবার বুঝতে চাই! It is rather interesting study (অনুশীলনের জন্য আমি বইগুলো দেখতে চাই)।

সুরেশ মুখার্জ্জী বলিলেন—তাহলে আসুন···

সমর মিত্র বলিলেন,—তোমাদের সঙ্গে এই ছাপ নিয়ে মাঝে মাঝে যেটুকু আলোচনা করেছি, তাতে দেখছি ক্রিমিনালের আঙুলের ছাপে একটু বিশেষত্ব আছে। সম্প্রতি একজনের আঙুলের ছাপ পেয়েছি··· নিজে খেটে সে-ছাপ ষ্টাডি করে দেখছি, তার আঁকড়ি-মাকড়ি গুলোয় মহাপুরুষত্বের লক্ষণ আছে, মনে হচ্ছে!

হাসিয়া সুরেশ মুখার্জ্জী বলিলেন—বেশ, আসুন। আমি বাড়ীতেই আছি···

সমর মিত্র বলিলেন,—তোমার ক্ষতি করে আটকে রাখবো না তো?

সুরেশ মুখার্জ্জী বলিলেন,—না। আমার এখন কোনো কাজ নেই। কাল সেশন্সে আমার সেই বীড্-গ্যাম্ব্লিং-কেশের নিস্পত্তি হয়ে গেছে···এতদিনের পর একটু নিশ্বাস ফেলবার সময় পেয়েছি।

সমর মিত্র বলিলেন,—বেশ, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি তোমার ওখানে পৌছুচ্ছি।

কথার পর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সমর মিত্র টু-শীটারে চড়িয়া ভবানীপুরে সুরেশ মুখার্জীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ফিরিলেন রাত তখন দশটা বাজিয়াছে।

ফিরিয়া দেখেন, বাহিরে ঘরে বিভাস বসিয়া আছে। তার মুখে-চোখে উদ্বেগের ভাব পরিস্ফুট।

সমর মিত্র বলিলেন,—ব্যাপার কি বিভাস? এখানে হঠাৎ এমন সময়?

বিভাস বলিল—এসেছি নটার সময়।

—কারণ?

পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া বিভাস কহিল—এটা পড়ুন স্যর।

খামে চিঠি। খামখানা দেখিয়া সমর মিত্র কহিলেন,—ডাকে এ চিঠি এসেছে!

বিভাস বলিল,—হ্যাঁ। বাড়ী এসে মুখ-হাত ধুয়ে একটু বসেছি, জগা এই চিঠি দিয়ে বললে, ডাকে এসেছে।

কোনো জবাব না দিয়া সমর মিত্র খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিলেন। বাঙলা অক্ষরে লেখা চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে—

ভাই বিভাস

তোমরা বোধ হয় আমার জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া ভাবিয়াছ, আমি জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছি। কিন্তু আমি মরি নাই! কোনমতে প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়াছি॥

আমি এখন অত্যন্ত দুর্ব্বল। আমি আছি ডায়ামণ্ড হার্বারে। মহেশ্বর বাবুর বাড়ীতে। যাঁদের কৃপায় প্রাণ পাইয়াছি, তাঁদের কাছে কলিকাতার ঠিকানা বলিয়াছিলাম। তাঁরা আমাকে অতদূরে লইয়া যাইতে পারিবেন না বলায় আমি ডায়ামণ্ড হার্বারে মহেশ্বর বাবুর বাড়ীর কথা বলি। নৌকায় তুলিয়া তাঁরা আমাকে সেখানে রাখিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখনো আমি খুব দুর্ব্বল। তবে কোনমতে পত্র লিখিবার সামর্থ্য হইয়াছে। বাবাকে বলিয়ো, সারিয়া উঠিতে এখনো বোধ হয় এক-মাস সময় লাগিবে। তাঁকে লইয়া তুমি এখানে আসিবে। তোমাদের দেখিবার জন্য মন আকুল হইয়া আছে॥

প্রতিমা বলিতেছে, তুমি আসিলে ভালো হয়। বাবা যদি না আসিতে পারেন, তুমি নিশ্চয় আসিয়ো।

আশা করি তোমাদের খপর ভালো। বাবা বোধ হয় আমার শোকে পাগল হইয়া গেছেন! তাঁকে এ চিঠি দেখাইয়ো এবং আমার প্রণাম জানাইয়ো। তুমি আমার ভালোবাসা লইয়ো। ইতি

তোমাদের

কান্তি

চিঠি পড়িয়া সমর মিত্র বিস্ফারিত নেত্রে চাহিল বিভাসের পানে··· বিভাসের দু'চোখের দৃষ্টি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন !

সমর মিত্র বলিলেন,—হাতের লেখা চিনতে পারছো ?

বিভাস কহিল—প্রত্যেকটি অক্ষর কান্তির হাতের অক্ষর !

—কান্তি তাহলে বেঁচে আছে ?

বিভাস কহিল—সন্দেহ হয় !

সমর মিত্র বলিলেন,—তাহলে তুমি এমন চিন্তাকুল কেন ?

বিভাস কহিল—আমি ভাবছি, তার এই শরীর—কোন মুখে মামাবাবুর খপর নিয়ে আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো !

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—তাঁর খপর কান্তিকে দিয়ো না ! বলো, শরীর খুব খারাপ···তাই তিনি আসতে পারলেন না !

বিভাস কহিল,—তারপর ?

সমর মিত্র বলিলেন,—তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা !···তুমি ভাবছো কান্তির অশৌচ—তোমার মামাবাবুর শ্রাদ্ধ-শান্তি ?···আতুরে নিয়মো নাস্তি, বিভাস। কান্তি এখন এ সব যদি না মানে, তাতে তার কোনো অনর্থ ঘটবে না।···যা হয়ে গেছে, তার চারা নেই। কিন্তু ফণীবাবু খুন হয়েছেন, এ কথা যদি কান্তি এখন শোনে, তাহলে কে জানে, সে shock কান্তি কি করে' সহ্য করবে !

নিরুত্তরে বিভাস সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন,—আমি বলি, কাল সকালের ট্রেণে তুমি ডায়মণ্ড হার্বার চলে যাও !···আমাকে যেতে হবে কেষ্টপুর—তাছাড়া আরো নানা কাজ আছে, নাহলে আমি তোমার সঙ্গে যেতুম···

বিভাস এ-কথারও কোনে জবাবদিল না।

সমর মিত্র বলিলেন,—ভালো কথা, এই মহেশ্বর বাবুটি কে এবং প্রতিমাই বা কে, সংক্ষেপে আমাকে বুঝিয়ে দাও দিকিনি ··

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিভাস বলিল,—মহেশ্বর বাবু মারা গেছেন। তিনি ছিলেন মামাবাবুর বন্ধু। জমিদার। দক্ষিণে তাঁর বহু জমি-জমা আছে, সুন্দরবনে বহু আবাদ আছে। তা থেকে আয় হয় বেশ মোটা-রকম। প্রতিমা এই মহেশ্বর বাবুর মেয়ে। প্রতিমার সঙ্গে কান্তির বিয়ের কথা হচ্ছিল। দুজনে ছেলেবেলা থেকেই বেশ ভাব। অবশ্য এ ভাব···যাকে নভেলে love বলে, তা নয়। মানে, ভাই-বোনে যেমন ভালোবাসা হয়, তেমনি ভালোবাসা। বিয়ের কথা যা হয়েছে, তাও এই সম্প্রতি। তিন-চার মাস আগে কান্তির বিয়ের জন্য নানা জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসে। মামাবাবু তখন বলেছিলেন, কান্তির বিয়ের সব ঠিক করে রেখেছি···জানা মেয়ে প্রতিমা ; মেয়ের বাপ মারা গেছে সাত-আট মাস ; কালাশৌচ এক বছর—সে কালাশৌচ কাটলে বিয়ে দেবো।

সমর মিত্র বলিলেন,—মহেশ্বর বাবুর ক'টি ছেলেমেয়ে ?

বিভাস বলিল—প্রতিমাই তাঁর একটি মাত্র সন্তান···মহেশ্বর বাবুর আর ছেলেমেয়ে,—নেই।

সমর মিত্র বলিলেন,—মেয়ের বয়স কত ?

বিভাস বলিল—পনোরো-ষোল বছর।

সমর মিত্র বলিলেন—হুঁ···

তারপর নিঃশব্দে চিন্তামগ্ন হইলেন।

বহুক্ষণ তাঁর মুখে কথা নাই !

বিভাস কহিল—কাল তাহলে আমি যাবো। কান্তি বেঁচে আছে জেনে আহ্লাদ যেমন হচ্ছে, দুঃখও তেমনি! মামাবাবু থাকলে আজ কি আনন্দই হতো!

সমর মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন—হাতের লেখা তুমি বলছো, কান্তির?

—নিশ্চয়।

—কোনো সন্দেহ হচ্ছে না তোমার, এ লেখা অপরের বলে?

বিভাস বলিল,—দুজনে একসঙ্গে এতকাল বাস করছি। লেখাপড়ায় খেলাধূলায় চিরদিন আমরা সাথের সাথী—আর আমি ভুল করবো? তার লেখা চিনতে পারবো না? এ লেখা কান্তির···তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই? টান্-টোনে কোনো তফাৎ নেই!

সমর মিত্র কোনো জবাব দিলেন না। নিরুত্তরে চাহিয়া রহিলেন খোলা খড়খড়ির মধ্য দিয়া বাহিরের পানে···

বিভাস কহিল—আপনি কি এত ভাবছেন সমর বাবু?

সমর মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—একটা ব্যাপার খুব আশ্চর্য্য বোধ করছো না? ফণীবাবু খুন হয়েছেন, সে খুনের পর মামলা-মকর্দ্দমায় এতকাল কাটলো···কাগজে-কাগজে এ খুনের কথা রাষ্ট্র হতে বাকী নেই···অথচ কান্তি না জানুক, মহেশ্বর বাবুর বাড়ীর লোকও ফণীবাবুর কোনো খপর এতকাল জানলেন না···এ কখনো সম্ভব, ভাবো?

বিভাস বলিল—মহেশ্বর বাবুর বিধবা স্ত্রী আর মেয়ে প্রতিমা···এঁরা বোধ হয় জানেন। হয়তো কান্তির অসুস্থ শরীর···সেজন্য তাকে এখন এ-কথার বিন্দুবাষ্প তাঁরা জানতে দেন নি··

সমর মিত্র বলিলেন,—তোমার তাই মনে হচ্ছে ?

বিভাস বলিল—মনে হলে আপনি তাতে আশ্চর্য্য বোধ করবেন ?

সমর মিত্র বলিলেন,—It is mysterious (আগাগোড়া রহস্য-জনক)!...কিসে আশ্চর্য্য বোধ করবো, আর-কিসে করবো না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, বিভাস।...যাক্, কাল তুমি বেরিয়ে পড়ো...সেখানে গিয়ে যা দেখবে, আমাকে একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ো বরং। আমি এখানে খুব anxiously (চিন্তাকুলভাবে) তোমার খপরের জন্য wait (প্রতীক্ষা) করবো, জেনো।

বিভাস বলিল—বেশ, টেলিগ্রামই করবো আপনাকে।

—করো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্যামাসুন্দরী

ডায়মণ্ড হার্বারে মহেশ্বর বাবুর গৃহে আসিয়া বিভাস দেখে, সেখানে বিপর্য্যয় ব্যাপার !

মহেশ্বর বাবুর বিধবা স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী কাঁদিয়া আকুল। বিভাসকে তিনি বলিলেন—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, বাবা ! চারদিন আগে সন্ধ্যার সময় আমি তখন ঠাকুর-ঘরে আহ্নিক করছি, একজন এসে খপর দিলে, কান্তিবাবু জলে ডুবে গেছলেন বলে' যে-কথা রটেছিল, সে সে কথা সত্য নয়; তিনি রক্ষা পেয়েছেন। একেবারে মরণাপন্ন হয়ে এতকাল হাসপাতালে ছিলেন। আজ থেকে সুস্থ হয়েছেন।

ডাক্তার বলেছে, আপনার লোকজনদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। তাই তিনি আমার কাছে বললেন, হাসপাতালে গিয়ে আপনারা যদি হাসপাতাল থেকে তাঁকে এখানে আনেন, তাহলে ভালো হয়।...

কথার শেষে অশ্রুর উচ্ছ্বাসে শ্যামাসুন্দরীর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল।

বিভাসের সর্ব্ব-দেহে রোমাঞ্চ-রেখা! বিস্ফারিত নেত্রে স্তম্ভিতপ্রায় কণ্ঠে কোনমতে বিভাস প্রশ্ন করিল—তারপর?

কাশিয়া কণ্ঠ সাফ করিয়া শ্যামাসুন্দরী দেবী বলিলেন,—সে বললে, আর আধ ঘণ্টা সময় আছে। তারপর গেলে হাসপাতালে রোগীর সঙ্গে দেখা করা যাবে না। আপনারা এখনি আসুন!...আমি তখন আহ্নিক করছি, আমার দেরী হবে, তাই প্রতিমা আমায় বললে, আমি এখনি যাই মা...আহ্নিক সারা হলে তুমি হাসপাতালে এসো... দাশুকে সঙ্গে নিয়ে।

দাশু পুরাতন ভৃত্য।

বিভাস নিরুত্তরে শ্যামাসুন্দরীর পানে চাহিয়া রহিল।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—সেই লোকের সঙ্গে প্রতিমা তখনি ছুটে হাসপাতালে চলে গেল। তারপর আমার আহ্নিক সারা হলে দাশুকে নিয়ে আমি হাসপাতালে গিয়ে দেখি, কোথায় কে! কান্তি নেই, কোনোদিন হাসপাতালে সে ছিল না! প্রতিমাও নেই! সকলে বললে, কোনো কান্তির জন্য কোনো লোককে হাসপাতাল থেকে কোথাও কাকেও ডাকতে পাঠানো হয়নি। মানে, কান্তি বলে' হাসপাতালে এক-বছরের মধ্যে কোনো রোগী আসেনি।

বিভাস চাহিল শ্যামাসুন্দরীর পানে···

মস্ত নিশ্বাস্ ফেলিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,—আমার যা বরাত··· আমি জানি, মেয়েকে আমি জন্মের মতো হারিয়েছি! আমার প্রাণটা যে কি করছে, বুঝতে পারবে না···পাথর দিয়ে ভগবান আমার এ প্রাণ বাঁধিয়ে দেছেন! আর কার জন্মে বেঁচে থাকা? কিসের আশায়? কার আশায়? কে আমার আছে?

শ্যামাসুন্দরীর হতাশ নেত্রে বিগলিত ধারে অশ্রু বহিল···

বিভাস নীরব নিরুত্তর···

বাহিরের জীবনের কলকোলাহল। বাড়ীর বাহিরে বাগান। বাগানে গাছ-পালার সবুজ শ্যামল-শ্রী! পাখীর কল-ঝঙ্কারে আকাশ ভরিয়া আছে···দূরে কার বাড়ীতে রেডিয়ো-যন্ত্রে গান হইতেছে···

যে চায়, চলে যায়—
যারা থাকে, তাদের মতো
সে কি ব্যথা পায়!···

বিভাসের মনে এ-গানের প্রত্যেকটি কথা যেন ভারী মুগুরের আঘাতের মতো বাজিতেছিল! মনে হইতেছিল এ কথা কি সত্য? প্রতিমা গিয়াছে···আমরা এখানে তার জন্ম চিন্তায় আকুল···আমাদের ব্যথা কি প্রতিমার ব্যথার চেয়ে বেশী?···

কোথায় প্রতিমা?···কোথায়? এই আকাশের নীচে এখনো আছে তো?

কে তাকে লইয়া গেল? প্রতিমাকে লইয়া গিয়া···?

কান্তির সঙ্গে এই লোকটার কোনো সম্পর্ক আছে? ফণীবাবুর

হত্যা···বাদার ধারে কাল যাহা ঘটিয়া গিয়াছে···সেই লাশ···মোটরে চড়িয়া তিন অজানা লোকের ছুটিয়া নিরুদ্দেশ হওয়া···

এ সবগুলা কি একই দীর্ঘ শৃঙ্খলের টুকরা-টুকরা অংশ? পরস্পরে লিঙ্ক গাঁথা আছে? না···

সমর মিত্রের কথা মনে পড়িল। সমর মিত্রকে যদি এখানে এখন পাওয়া যাইত!

পাইয়া কি হইত? সমর মিত্র মানুষ! ঘটনা লইয়া তিনি কারবার করেন। এমন অসম্ভব ব্যাপার লইয়া তিনি কি সন্ধান করিবেন? তিনি মায়া-বিদ্যা জানেন না···যে বিদ্যার বলে অন্তরীক্ষে অন্তর্দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিবেন!

উপায় নাই···উপায় নাই! চারিদিকে নিরুপায়তার দুর্ভেদ্য প্রাচীর!

মনে হইল, একবার আকাশ-ফাটা চীৎকার তুলিয়া ডাকে, প্রতিমা···প্রতিমা! সে চীৎকারে আকাশ চিরিয়া যাইবে! বাতাস ফাঁশিয়া চুর্ণ হইবে! এবং তার সে-ডাকে আকাশ-পাতাল ফুঁড়িয়া, মেদিনী বিদীর্ণ করিয়া প্রতিমা যেখানে থাকুক, সেখানে গিয়া এ-ডাক প্রতিমার প্রাণে বাজিবে! সে-ডাকে প্রতিমা দুনিয়ার প্রান্তসীমা হইতে সাড়া দিবে···বলিবে,···এই যে আমি এখানে!

তা হয় না? কেন তা হইবে না, ভগবান? মানুষের মনের এ-আকুলতা···তার কোনো শক্তি নাই?

হায় রে, মানুষের কল্পনাকে লোকে বলে ত্রিভুবনচারী! কিন্তু এ-কল্পনা তারি মতো অতি-ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে!

মনমোহন বলিল,—সে বলে, তার একটি ছেলের খুব অসুখ। ওখানে গাড়ী রেখে সে তার বাড়ীতে গিয়েছিল—ছেলেকে দেখতে। বিকেলে ফিরে এসে দেখে, গাড়ী নেই। কিন্তু তখন ছেলের ব্যামোর জন্য সে খুব চিন্তিত, তাই গাড়ীর জন্য কিছু করেনি। আজ সকাল থেকে ছেলে ভালো আছে···তাই সে···

সমর মিত্র বলিলেন, তার বাড়ীতে অসুখ, সত্যি ?

মনমোহন বলিলেন—ভুলু চৌকিদারকে পাঠিয়েছিলুম খপর নিতে; সে এসে বলছে, ছেলের অসুখ সতি্য।

সমর মিত্র বলিলেন,—হুঁ···

মনমোহন বলিল,—আপনি কোনো খপর পেলেন ?

—পেয়েছি মনমোহন বাবু···

—কি খপর, স্যর ?

সমর মিত্র বলিলেন,—লাশের আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখা গেছে দাগী জালিয়াৎ। ওর নাম হরকুমার। ওরফে আবদুল, ওরফে ভোঁদা, সতীশ, ওরফে দিগম্বর, ওরফে সঙ্কুর।···

মনমোহনের দুই চোখ উল্লাসে প্রদীপ্ত হইল।

সমর মিত্র বলিলেন,—এ জালিয়াতির সঙ্গে ভাবছি বিভাস আজ যে-চিঠি দেখালো তার কোনো যোগ আছে কি না! সে এক বিচিত্র চিঠি···ভাবছি, আমাদের সহস্র-নামা হরকুমার সে-চিঠির লেখক কি না! যদি তাই হয়, তাহলে এরা ডায়মণ্ড-হার্বারে আর একখানি রহস্য-মহা-নাটকের অভিনয়-আয়োজন পাকা করে তুলছে বলে' বুঝছি···

এ কথার অর্থ না বুঝিয়া মনমোহন বিস্মিত নেত্রে সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিল।

নবম পরিচ্ছেদ

ডায়মণ্ড হার্বার

বিভাসের মুখে সংবাদ শুনিয়া সমর মিত্র তাঁর টু-শীটারে বিভাসকে তুলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন—এক-মিনিট বিলম্ব করিলেন না।

গাড়ীতে বসিয়া তিনি ফণীবাবুর বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতির সংবাদ গ্রহণ করিলেন···এতদিন সে সংবাদ লইবার প্রয়োজন মনে করেন নাই!

সংবাদ লইয়া তিনি বলিলেন—একটা বড় gang এ-চক্রান্ত করেছে। এ-সব তাদের কীর্ত্তি!

বিভাস কহিল—কিন্তু হঠাৎ এতকাল পরে gang আমাদের উপর চার-দিক দিয়ে এভাবে ফন্দী-ফাঁদ কেন পাতবে, বুঝতে পারছি না!

সমর মিত্র বলিলেন,—বুঝছো না? ফণীবাবুর বিষয়-সম্পত্তির মালিক তার অবর্ত্তমানে তাঁর ছেলে কান্তি। আবার এদিকে মহেশ্বর বাবুর বিষয়-সম্পত্তির মালিক তাঁর ঐ একমাত্র মেয়ে প্রতিমা। জলে জল বাঁধবার ব্যবস্থা হচ্ছে! ফণীবাবুর ছেলের সঙ্গে মহেশ্বর বাবুর মেয়ের বিয়ে! অর্থাৎ দুটো বড় সম্পত্তি মিলে-মিশে আরো বড় হচ্ছিল এবং এই বিপুল সম্পত্তির মালিক হচ্ছিল কান্তি এবং প্রতিমা!···এ পর্য্যন্ত বুঝলে তো?

বিভাস কহিল—বুঝলুম।

—তাঁর বয়স কত?

বিভাস বলিল—চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে।

—কেমন লোক?

—মন্দ নয়।

—তোমাদের সঙ্গে মেলামেশা আছে?

—মেলামেশা তেমন না থাকলেও অসদ্ভাব নেই। কাজে-কর্ম্মে সুবিদা মামাবাবুর কাছে আসা-যাওয়া করতেন।

সমর মিত্র বলিলেন—কান্তি মারা যাবার পর এসে দুঃখ-শোক জানিয়েছেন?

—জানিয়েছিল বৈ কি। বৌদি আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে দু' তিনদিন এসেছিল।

—তোমার মামলা মকদ্দমার সময় তোমার সুবিদা খোঁজ খবর-নিতেন?

বিভাস কহিল—দুদিন এসেছিল। সেশন্স-মকদ্দমা হবার দু'তিন দিন আগে। এসে ভালো কৌঁশুলী দেবার পরামর্শ দিয়েছিল। বললে, পুলিশের তালকাণা কাণ্ড! যে-মামা ছাড়া তোর মুরুব্বি নেই, আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, তাকে খুন করবি তুই? তাও সে খুন বাড়ীতে নয়—কোথায় সেই বাদার মাঠে! খুন করবার যদি ফন্দী থাকবে, বাড়ীতে কোনো রাত্রে গলা টিপে ধরা কি এমন শক্ত, না, অসম্ভব ব্যাপার ছিল?

সমর মিত্র একাগ্র-মনে শুনিলেন; শুনিয়া বলিলেন—হুঁ!

গাড়ী চলিতেছে⋯

পথের এক ধারে ফলতা লাইনের রেল। অন্য ধারে জলা মাঠ-ঘাট; দূরে গ্রামের আভাস। আকাশে অস্ত-রবির রক্ত-আভা!

মোটর উদয়রামপুর ষ্টেশন ছাড়িয়া তীরবেগে ছুটিতেছে।

সমর মিত্র বলিলেন—প্রতিমা মেয়েটি কেমন?

বিভাস বলিল—তার মানে?

সমর মিত্র বলিলেন—দেখতে ভালো?

বিভাস বলিল—পরীর মতো মেয়ে!

—এ-কালের মতো নাচ-গান করে বেড়ায়?

বিভাস বলিল—ঠিক তার উল্টো···প্রতিমা almost selfless. বিলাসিতা জানে না! গান-বাজনা জানে—কিন্তু এমন dignity আছে যে বয়সে আমাদের চেয়ে ছোট হলেও প্রতিমাকে দেখলে মনে বেশ সম্ভ্রম জাগে!

সমর মিত্র বলিলেন—প্রতিমার আত্মীয়দের মধ্যে তার অবর্ত্তমানে মহেশ্বর বাবুর সম্পত্তি কে পাবে, তুমি জানো?

বিভাস বলিল—না। ওঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা থাকলেও অত খবর নেবার চেষ্টা আমি কোনোদিন করিনি। আপনার কি মনে হয়, প্রতিমার কোনো নিকট-আত্মীয় তাকে সরিয়েছে?

সমর মিত্র বলিলেন—না।

—তবে?

সমর মিত্র বলিলেন—এদিকে ফণীবাবু আর ফণীবাবুর ছেলে কান্তি গেল মরে—ওদিকে প্রতিমা নিরুদ্দেশ! এ থেকে মনে হয়, দুটি পরিবারের বিষয়-সম্পত্তির উপর নজর রেখে এ-কাজ হয়েছে!

বিভাস বলিল—কিন্তু এমন লোক কে থাকবে যে একদিকে

মামাবাবু আর কান্তিকে সরিয়ে অন্যদিকে প্রতিমাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে দুজনের সম্পত্তির উপর দাবী খাড়া করবে! হিন্দু আইনের কোনো দিক দিয়ে দুটি সম্পত্তিতে একজনের স্বত্ব বা দাবী কোনো মতে দাঁড় করানো সম্ভব হবে না তো!

সমর মিত্র এ-কথার জবাব দিলেন না...একাগ্র মনে ষ্টীয়ারিং হুইল ধরিয়া খড়-বোঝাই এক রাশ গরুর গাড়ীর পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

তারপর গাড়ী চলিল সজোরে...বাতাসের তীব্র ঝলক...মাথার উপর আকাশ স্নিগ্ধতায় ভরিয়া আছে! পথের দুধারে দিগন্ত-প্রসারী জলা আর ক্ষেত। বহুদূরে দিগন্ত-রেখায় সবুজ বনানী...যেন আকাশ ও পৃথিবীর সীমান্তে বিশাল রেখায় পাড় বুনিয়া রাখিয়াছে! ক্ষেতে বক উড়িয়া বসিতেছে, কটা গাং-চিল...পুচ্ছ তুলিয়া উড়িতেছে, আবার বসিতেছে দু একজন পশারী ও শ্রমিক কচিৎ শ্রম-কাতর দেহে পথে চলিয়াছে...কাহারো হাতে একটা লাউ, কাহারো হাতে একগোছা শাক-পাতা...সারাদিনের কাজ-কর্ম্মের পর গৃহের কথা মনে করিয়া সামর্থ্যমতো দুচারিটা সামগ্রী সম্বল লইয়া গৃহে ফিরিতেছে।

গাড়ী আসিয়া ক্রমে কেনালের পুল পার হইল।

বিভাস বলিল—এবার বাঁ দিকে যেতে হবে।

সমর মিত্র বাঁ দিকে গাড়ী ফিরাইলেন।

পল্লী-বসতি। সন্ধ্যা নামিয়াছে। ঘরে ঘরে শঙ্খ-রব। চারিদিকে স্নিগ্ধ প্রশান্ত!

বিভাসের নির্দ্দেশে গাড়ী চালাইয়া সমর মিত্র আসিয়া গাড়ী থামাইলেন একখানি বড় বাড়ীর সামনে। মস্ত ফটক···ফটকের ভিতরে লাল কাঁকর-ফেলা পথ চক্রাকারে ঘুরিয়া গাড়ী-বারান্দায় গিয়া ঢুকিয়াছে। সামনে খানিকটা বাগান। ফুলের বাগান। লাল নীল সাদা—নানা মশুমী ফুলে বাগান যেন আলো হইয়া আছে! নিস্তব্ধ পুরী! দেখিলে মনে হয়, বেদনাময় করুণ কাহিনী বুকে লইয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া আছে!

কোথায় দু-চারিটা মৃদু গুঞ্জন-রব।

বিভাসের সঙ্গে সমর মিত্র গাড়ী হইতে নামিলেন।

বিভাস বলিল,—আপনি এখানে বসুন। আমি মাসিমাকে খবর দি···

সমর মিত্রকে বসাইয়া বিভাস গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

দাসী-চাকর···যেন মাটীর পুতুলের মতো নির্ব্বাক্!

বিভাস আসিল অন্দরের উঠানে। সিমেণ্ট-বাঁধানো রোয়াকের উপরে শ্যামাসুন্দরী দেহ বিছাইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁর মাথার কাছে বসিয়া পুরাতন দাসী বিন্দু···তার হাতে হাত-পাখা। বিন্দু নিঃশব্দে বসিয়া শ্যামাসুন্দরীর মাথায় পাখার বাতাস করিতেছে!

বিভাস আসিয়া শ্যামাসুন্দরীর কাছে বসিল, মৃদু স্বরে ডাকিল,—মাসিমা···

শ্যামাসুন্দরী চক্ষু মুদিয়া পড়িয়াছিলেন মুখে অশ্রুর কালিমারেখা! বিভাসের আহ্বানে তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন; তারপর উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন—বিভাস···বসো বাবা!

বিভাস বলিল—হ্যাঁ মাসিমা, আমি ওঁকে এনেছি। মানে, সমর বাবু।

শ্যামাসুন্দরী কোনো জবাব দিলেন না···অবিচল নেত্রে বিভাসের পানে চাহিয়া রহিলেন।

বিভাস চাহিল বিন্দুর পানে, বলিল—হয়তো রাত্রে আমরা আজ এখানে থাকবো, বিন্দু! তুমি ঠাকুরকে বলো। ওঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করো···ভদ্রলোককে টেনে নিয়ে এলুম···ওঁর যেন অসুবিধা না হয়! আমাদের জন্য কাল ওঁর যে দুর্ভোগ গেছে···ওঃ!

শ্যামাসুন্দরী চাহিলেন বিন্দুর পানে, কহিলেন—তুই যা বিন্দু··· ভোলাকে বাজারের পাঠা। ভালো দেখে মাছ নিয়ে আসুক···সত্যি, ভদ্দর লোক কষ্ট করে এসেছেন।

বিন্দু উঠিল।

বিভাস কহিল—রাজভোগের দরকার নেই। কোনো মতে পেটে কিছু দেওয়া। উনি খুব ভালো লোক। অহঙ্কার কাকে বলে, জানেন না। বিলাসিতা নেই, চাল নেই! আর মনটি দরদে-মমতায় ভরা!···

বিন্দু চলিয়া গেল।

বিভাস কহিল—তোমাকে কিন্তু একটু শক্ত হতে হবে মাসিমা। এ-রকমভাবে পড়ে থাকলে তো চলবে না। নির্জীব হয়ে দুঃখ নিয়ে পড়ে থাকলে আমরা কোনো উপায় করতে পারবো না।···মাথা তুলে খাড়া না থাকলে কোনো আশা থাকবে না যে!

শ্যামাসুন্দরী কোনো জবাব দিলেন না···একটা বড় নিশ্বাস তাঁর বুক চিরিয়া বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল।

বিভাস বলিল—মুখ-হাত ধুয়ে তুমি বসো মাসিমা! অনেক কথা উনি জিজ্ঞাসা করবেন। সে সব কথার উত্তর ধরে উনি

সন্ধান সুরু করবেন।·· তুমি চেনো না মাসিমা, ওঁকে আমি অনেক অসাধ্য-সাধন করতে দেখেছি। প্রতিমাকে খুঁজে বার করা ওঁর পক্ষে কিছুই নয়!

নিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,—সে কি বেঁচে আছে, বাবা··· যারা নিয়ে গেছে, তারা কি তাকে রেখেছে?

বিভাসের গায়ে কাঁটা দিল···

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—তাছাড়া তাদের যদি তেমন বদমায়েসী-মতলব থাকে···মেয়ে তাহলে অপমানে-লজ্জায় আত্মঘাতী হয়েছে ··

কথার সঙ্গে শ্যামাসুন্দরী দু' চোখ ঠেলিয়া হু-হু-ধারে অশ্রু ঝরিল।

বিভাসের বুকের মধ্যে যেন লক্ষ লক্ষ লোক কলরব তুলিল! সে কলরব অগ্রাহ্য করিয়া বিভাস বলিল—তুমি যে-ভয় করছো, তা নয় মাসিমা। আমার বিশ্বাস, এর মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি নেবার মস্ত ফন্দী-অভিসন্ধি আছে। সমর বাবুরও সেই ধারণা। আর সেজন্য তোমাকে অনেক কথা উনি জিজ্ঞাসা করতে চান! তুমি ওঠো। মনকে শক্ত করো। সকলে মিলে একবার প্রাণপণ শক্তি নিয়ে চেষ্টা করবো···এখান থেকে তারা প্রতিমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? সজাগ পুলিশ···পুলিশে খবর দেওয়া আছে···তার উপর এখানকার ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিনবাবু নিজে সন্ধান করছেন···

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন—একটা মেয়েকে সরিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া কি এমন শক্ত কথা! নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। না হলে এই ছোট গ্রামে কোথায় তাকে রাখবে? চারিদিকে একটা হৈ-চৈ রব উঠেছে···

বিভাস বুঝিল, সে কথা ঠিক। কিন্তু তাই বলিয়া আশা-ভরসা ছাড়িয়া হাত-পা এলাইয়া দিলে চলিবে না তো · বিভাস কহিল—যেখানেই নিয়ে যাক, এ-রকম মেয়ে-চোর চিরদিন ধরা পড়েছে ·· এবং মেয়েরও উদ্ধার হয়েছে। আমরা চেষ্টা করলে প্রতিমাকে কেন ফিরে পাবো না? তাছাড়া প্রতিমার মতো মেয়ে··· বুদ্ধিমতী···তাকে আটকে রাখা কারো সাধ্যে কুলোবে না! সে নিজে ফাঁক খুঁজবে না? ফাঁক পেয়ে একবার যদি তাদের কবল থেকে একটু মুক্তি পায়···তাহলে ঠিক জেনো, নিজেই সে নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে!

অবিচল দৃষ্টিতে শ্যামাসুন্দরী বিভাসের পানে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইতেছিল, বিভাসের প্রত্যেকটি কথায় যেন আশার আলোক-রশ্মি উদ্ভাসিত হইতেছে!

নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—তুমি যাও বিভাস···ভদ্রলোক একা বসে আছেন। কাকেও বলো, তোমাদের চা দিক, কিম্বা সরবৎ কি ডাবের জল···যা চাও। আমি মুখ হাত ধুয়ে তোমাদের সঙ্গে এখনি দেখা করবো!

বিভাস কহিল—বেশ, ওঁর খাতিরের ভার আমি নিচ্ছি··· আমি দেখছি! তোমাকে সেজন্য ভাবতে হবে না।

দশম পরিচ্ছেদ

শান্তর আস্তানা

শ্যামাসুন্দরীর কাছ হইতে পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া সমর মিত্র বলিলেন—ডেপুটি পুলিনবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। তারপর···

পুলিনবাবুর কাছে বিশেষ সংবাদ মিলিল না। তিনি বলিলেন, পুলিশের সাহায্যে এখানকার দাগী বদমায়েসদের ধরিয়া সন্ধান চলিতেছে,—কিন্তু কোনো দিক হইতে সমস্যা-সমাধানের এতটুকু ইঙ্গিত এযাবৎ মিলে নাই!

এ-কথা সমর মিত্র মনোযোগ দিয়া শুনিলেন; তারপর তিনি গিয়া পুলিশের সঙ্গে কথা কহিলেন। কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া তিনি ফিরিলেন শ্যামাসুন্দরীর গৃহে।

ফিরিয়া দেখেন, একখানি চিঠি আসিয়াছে। ছোট চিঠি। তিনি বাহির হইয়া যাইবার পরে একটা লোক আসিয়া এ চিঠি দিয়া গেছে। তাঁর নামে চিঠি। তাই বিভাস খাম ছিঁড়িয়া চিঠি খোলে নাই! তিনি আসিতে না আসিতে তাঁর নামে চিঠি। এ ব্যাপারে তাঁর বিস্ময়ের সীমা নাই!

খামে আঁটা চিঠি সমর মিত্রের হাতে দিয়া বিভাস বলিল—কে লিখলে এ চিঠি?···আমার মনে হয়, এ চিঠিতে খুব খানিকটা লেকচার আর ওয়ার্ণিং আছে হয়তো!

সমর মিত্র বলিলেন—তার মানে ?

বিভাস বলিল—ডিটেক্‌টিভ নভেলে বা ক্রাইম্ গল্পে পড়ি তো, পুলিশ এমন চিঠি পায়।

নিরুত্তরে খাম ছিঁড়িয়া সমর মিত্র চিঠি বাহির করিয়া পড়িলেন। চিঠিতে লেখা আছে,—

পুলিশ-সাহেব সমরবাবু আমাদের প্রণাম জানিবেন। ওদিককার কাজ শেষ করিতে পারেন নাই; আবার দুশ্চিন্তার বোঝা! এবং এদিককার বোঝা ঘাড়ে লইলেন। একটা ঘাড়ে কত ভার বহিবেন বলিতে পারেন? আমরা আপনার গতিবিধির উপর নজর রাখিয়াছি! কোনো দিক দিয়া সাকসেশফুল্ হইবেন, আশা দেখিতেছি না!

ভালো, দেখা যাক্! কোথাকার জল কোথায় যায়!

আমাদের বহুৎ বহুৎ সেলাম জানিবেন। ইতি

চিঠি পড়িয়া ভ্রূকুটি করিয়া সে-চিঠি বিভাসের হাতে দিয়া সমর মিত্র বলিলেন—পড়ো এ চিঠি···

বিভাস চিঠি পড়িল, পড়িয়া বিভাস বলিল—যা বলেছিলুম···

সমর মিত্র কি চিন্তা করিতেছিলেন! শুধু বলিলেন—হুঁ···

বিভাস কোনো জবাব না দিয়া সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—এখানে তাদের চর আছে। আমাদের উপর সব-সময় নজর রাখছে।

বিভাসের সর্ব্বশরীর আতঙ্কে ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল।

সমর মিত্র বলিলেন,—আমি আজ কলকাতায় ফিরবো বিভাস। তুমি এখানে থাকতে চাও, থাকো। যাবার সময় থানায় গিয়ে আমি অফিসার-ইন-চার্জকে বলে যাই, এ-বাড়ীর দোরে একজন চৌকিদার যেন সব সময়ে মোতায়েন থাকে, তার ব্যবস্থা করতে। খরচ

পড়বে ··কিন্তু সে-খরচ mind করা চলে না!···এ চৌকিদারের কাজ হবে, এ-বাড়ীতে যে আসবে, তার কুলুজী নেওয়া!···এ চিঠি কে দিয়ে গেল, কেউ জানে না?

বিভাস বলিল—চাকর ভোলার হাতে চিঠি দিয়ে গেছে।

সমর মিত্র বলিলেন—ডাকো তোমাদের ভোলাকে।

ভোলা আসিল। সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—যে-লোক চিঠি দিয়ে গেছে, সে ভদ্রলোক?

ভোলা বলিল—না। একটা মেয়ে-মানুষ চিঠি দিয়ে গেছে।

—মেয়ে-মানুষ!

—হ্যাঁ, বাবু।

—কি রকম দেখতে?

ভোলা বলিল—ঝিয়ের মতো।

—কিছু বললে?

ভোলা বলিল—বললে, ডেপুটিবাবু এই চিঠি দিয়েছেন। বাড়ীতে দিয়ো।

সমর মিত্র বলিলেন,—ডেপুটিবাবুর নাম করেছে? বটে!···তাকে দেখলে তুমি চিনতে পারো?

ভোলা বলিল—বোধ হয়, পারি!

উৎসাহ-ভরে বিভাস কহিল—নিয়ে যাবেন ভোলাকে···পুলিনবাবুর বাড়ী? ওঁর বাড়ীর কোনো দাসী যদি···

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—তুমি ক্ষেপেছো বিভাস! পুলিনবাবুর বাড়ীর সঙ্গে এ চিঠির কোনো সম্পর্ক নেই! ওরা শুধু

ওঁর নাম নেছে—চট করে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে অপ্রতিভ না হয়, এইজন্য……

তারপর তিনি কি ভাবিতেছিলেন, ভাবিয়া বলিলেন,—আমি থানা ঘুরে কলকাতায় ফিরছি, বিভাস। তুমি এখানে থাকবে। সাবধানে থেকো।

বিভাস বলিল—কাল আবার আপনি এখানে আসছেন ?

সমর মিত্র বলিলেন—আসবো। আমার আসতে যার নাম সেই বেলা তিনটে-চারটে! তার আগে আসা হবে না।

বিভাস স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—এ ব্যাপার আমার মাথায় রইলো…এক মিনিট মাথা থেকে নড়বে না!…এবং এর মধ্যে এ ব্যাপার সম্বন্ধে যতটুকু যা করতে পারি, দেখি।…

এ-কথা বলিয়া সমর মিত্র তাঁর টু-শীটারে চড়িয়া বাহির হইলেন।

প্রথমে থানায় আসিয়া যথা-কর্ত্তব্য শেষ করিলেন, তারপর সোজা কলিকাতার অভিমুখে গাড়ী ছুটাইয়া দিলেন।

পরের দিন ভোরে উঠিয়া সমর মিত্র ছুটিলেন কৃষ্ণপুর থানায়।

মনমোহন বলিল—গাড়ীওলা কান্নাকাটি করে চলে গেছলো… তারপর রাত্রে এসে বললে, ওখানকার এক দোকানদার সেই বাবুদের মধ্যে একজনকে চেনে। তার নাম লালগোপাল· দাগী আসামী। ওখানে তার বাড়ী ছিল…কিন্তু বাড়ীতে তার বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। তাছাড়া লালগোপাল কোনোকালে বাড়ী আসে না! শুধু সেদিন মাত্র এসেছিল…আধ ঘণ্টার জন্য!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সমর মিত্র বলিলেন—লালগোপাল! দাগী আসামী! অল্-রাইট···

মনমোহন বলিল—ওকে গাড়ীর জন্য বললুম সার্কেল অফিসারের কাছে দরখাস্ত দিতে! তারপর যেমন হুকুম হয়···

সমর মিত্র বলিলেন—লালগোপালের বাড়ীতে গিয়েছিলেন?

মনমোহন বলিল—ড্রাইভারকে নিয়ে কাল রাত্রেই আমি গিয়েছিলুম··· তার মার ষ্টেটমেণ্ট নিয়েছি। মা বললে, ছেলে তার কোনো খোঁজ-খপর নেয় না।···পাঁচজনের দয়ায় মার দিন চলে···

সমর মিত্র বলিলেন—বটে!

তারপর তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না; বীডন ষ্ট্রীটে ফণীবাবুর বাড়ী আসিলেন। সেখানে আসিয়া কোনো সংবাদ মিলিল না।

তারপর গৃহে ফিরিয়া স্নানাহার সারিয়া পুরানো এক-গাদা ডায়েরি খুলিয়া সেই ডায়েরির পাতায় চোখ বুলাইতে লাগিলেন।

বেলা এগারোটার পর স্নানাহার সারিয়া সমর মিত্র আসিলেন লাল-বাজারে ফিঙ্গার-ইম্‌প্রেশন বুরোয়। আসিয়া বলিলেন—লালগোপাল বলে কোনো দাগীর খপর দিতে পারো রবি?

রবি সেন এখানকার অফিসার।

সমর মিত্রের কথায় রবি সেন মোটা খাতার পাতায় মনোনিবেশ করিল। পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে পাতা বন্ধ করিয়া রবি সেন বলিল—এই যে স্যর···লালগোপাল নস্কর, ওরফে দয়ারাম ওরফে ইসাক, ওরফে ফজল, ওরফে দীননাথ! শেষবার জেল হয়েছিল আলিপুর সেশন্স থেকে। জেল থেকে বেরিয়েছে এই ছ'মাস আগে।

সমর মিত্র বলিলেন—কি কি চার্জ্জে জেল হয়েছিল ?

রবি সেন বলিল—সেক্সন্ ৩৮০, ৪৪৭, ৪২০, ৪১১ আর ৩৯২ ।

দু' চোখ বিস্ফারিত করিয়া সমর মিত্র বলিলেন—ওরে বাবা, এ যে সর্ব্ব-বিদ্যায় পারদর্শী দেখছি ! চুরি, জুচ্চুরি থেকে ডাকাতি পর্য্যন্ত ! এমন চৌখোস্ লোক ক্রাইম্-হিষ্ট্রীতে বোধ হয় এই একটি···এক-মেবাদ্বিতীয়ম্ !

রবি সেন বলিল—নিশ্চয় !

সমর মিত্র বলিলেন—শেষ ঠিকানা কোথায় ছিল, বলো তো ?

রবি সেন বলিল—ব্রজরাজ লেন, ওয়াটগঞ্জ, খিদিরপুর ।

সমর মিত্র নোট করিয়া লইলেন, তারপর বলিলেন—আমি আর দাঁড়াবো না রবি···অনেক কাজ ! আমাকে বহুদূর যেতে হবে ।

রবি সেনের ঘর হইতে বাহির হইয়া সমর মিত্র গেলেন ডি-ডির এ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার রায়-সাহেবের খাশ-কামরায় ।

রায় সাহেব কহিলেন—কি খপর সমর বাবু ?

সমর মিত্র বলিলেন,—ফণীবাবুর খুনের কিনারা করতে গিয়ে এক নতুন খুনের ব্যাপার হাতে পড়েছে । সেই সঙ্গে সেই ডায়মণ্ড হার্বার থেকে মেয়ে-চুরির ব্যাপার ! এর প্রত্যেক পরিচ্ছেদে নতুন-নতুন ক্রাইম্ unfold হচ্ছে । আর প্রত্যেকটি একেবারে বড় চেনের লিঙ্কের মতো !

রায় সাহেব বলিলেন—আমাকে কি-সাহায্য করতে বলেন ?

সমর মিত্র বলিলেন—আপাততঃ কিছু নয়···শুধু টেলিফোন্ করলে আমি যেন এখান থেকে পুলিশ-ফোর্শ পাই···আপনাকে চুপি-চুপি

জানিয়ে গেলুম। কেন না, আমার উপর ইতিমধ্যে আসামী-পক্ষ বেশ নজর রেখেছে···কাল সে-পরিচয় পেয়েছি তাদের হস্তাক্ষরে!

সমর মিত্র সংক্ষেপে সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া রায় সাহেব বলিলেন—আইনের এত কড়াকড়ির মধ্যেও সত্যকার জীবনে এমন ঘটনা ঘটে···;সত্যি সমর বাবু, আমি দেখছি, কলকাতার বাইরে পৃথিবী এখনো সেই আরব্য-উপন্যাসের রঙ্গক্ষেত্র রয়ে গেছে!

সমর মিত্র হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন,—অর্থমনর্থম্! মানুষের greed···মানুষের lust···এই দুটি জিনিষ মানুষের মনে যেমন সুদৃঢ় রয়ে গেছে, তেমনি এ দুটির প্ররোচনায় জ্ঞানবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে মানুষের বর্ব্বর নৃশংস অভিযানও চলেছে সমান তেজে, সমান উৎসাহে!

রায় সাহেব বলিলেন—দেখছি, মানুষের দুঃসাহস আর বেপরোয়া ভাব এতটুকু কমে নি!···আমার মনে হয়, বিলিতি থ্রিলার-ফিল্ম দেখে এখানকার ক্রিমিনালের দল বহু ইন্‌স্পিরেশন পাচ্ছে!

সমর মিত্র বলিলেন—অভাবের মতো ক্রিয়া-শক্তি আর কোনো কিছুতে জন্মায় না। Necessity is the mother of inventions (প্রয়োজন-উপলব্ধি হইতেই আবিষ্ক্রিয়ার কাজ চলিয়াছে)! অভাবে পড়ে মানুষ সে অভাব-মোচনের ধ্যানে যখন নিরুপায় নিরাশ হয়, তখন এই সব বদমায়েসির আশ্রয় নিয়ে নিজের অভাব মোচন করে ঐশ্বর্য্য-সম্পদ-সংগ্রহে ক্ষেপে ওঠে।···শিক্ষায় মানুষের বুদ্ধি খুলছে; তার মনের উর্ব্বরা-শক্তি বাড়ছে···তাই ক্রাইমের নব-নব ধারাও নিত্য নূতন তেজে উদয় হচ্ছে, দেখি! শিক্ষিত ক্রিমিনালরা

পুরোনো ধরণগুলোকে নূতন ছাঁদে গড়ে নিত্য নব-নব শয়তানীর সৃষ্টি করেছে···The old order has not changed. Rai Saheb it unfolds in new styles. (পুরানো অপরাধ-প্রবণতার ভাব-ধারা বদলায় নাই রায় সাহেব, নব রূপে তাদের পুনরাবর্ত্তন চলিয়াছে।)

রায় সাহেব বলিলেন—I wish you all luck and success (আমি আপনার সৌভাগ্য এবং সাফল্য কামনা করি)।

রায় সাহেবের কাছ হইতে বিদায় লইয়া সমর মিত্র তাঁর টু-শীটারে চড়িয়া বসিলেন এবং সোজা আসিলেন ওয়াটগঞ্জ থানায়।

আসিয়া ওয়াটগঞ্জ থানার অফিসার সুনীলের সঙ্গে দেখা করিলেন। বলিলেন—ব্রজরাজ লেনটা কোথায় হে সুনীল ??

সুনীল নক্সা আঁকিয়া লেনের নির্দ্দেশ দিল।

সমর মিত্রের কাছে ছিল ছোট সুটকেশ! সুটকেশ খুলিয়া ছদ্ম বেশভূষা বাহির করিয়া সমর মিত্র সাজিলেন এক আড়তের সরকার। সাজগোজ শেষ করিয়া সুনীলকে প্রশ্ন করিলেন,—থানায় তুমি আছো? না, বেরুতে হবে?

সুনীল বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, থানাতেই আছি।

—বেশ। তাহলে পাকা একজন সেপাই দাও আমার সঙ্গে··· নিঃশব্দে সে আমার পিছনে-পিছনে আসবে। তারপর যেমন ইশারা পাবে···অর্থাৎ এমন একজন পাকা লোক দাও যে ইশারা বুঝে চলতে পারে।

সুনীল বলিল— তেমন ওস্তাদ লোক আছে ঐ হেড কন্‌ষ্টেবল

ইমদাদ। ইমদাদ বহুদিন এস-বিতে ছিল। তাকে দি আপনার সঙ্গে···

ইমদাদ জমাদার সত্যই ওস্তাদ। সে চট্ করিয়া বিড়িওয়ালা সাজিল। এবং তাকে লইয়া আড়তের সরকার-বেশে সমর মিত্র থানা হইতে বাহির হইলেন···

পায়ে হাঁটিয়া চলিলেন ··

ট্রাম-রাস্তা ছাড়িয়া পাঁচ-সাতটা মোড় বাঁকিয়া সরু একটা গলি। এ গলিতে গাড়ী ঢোকে না। গলির দুধারে খোলার বস্তী। এই বস্তীতে আসিয়া একটা চায়ের দোকানে ঢুকিয়া সরকার-বেশী সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন—আমাদের লালগোপাল কোথায় থাকে, জানো? মানে, তার অনেক নাম···কখনো সে নাম নেয় ফজল··· কখনো হয় দয়াবান ··কখনো দীননাথ।

চায়ের দোকানের মালিক গেঁদু। গেঁদু মুসলমান। গেঁদু ছাড়া দোকানে খরিদ্দার ছিল পাঁচজন; দুজন মুসলমান, দুজন বাঙালী হিন্দু এবং একজন চীনা।

লালগোপালের নাম শুনিয়া তারা সকলে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

খরিদ্দারের মধ্যে একজন বলিল,—আসল-জাত হিঁদু? না, মুসলমান?

সমর মিত্র বলিলেন—হিঁদু···

গেঁদু বলিল—এ পাড়ায় হিঁদু আবার কে আছে?

একজন খরিদ্দার বলিল—কি কাজ করে?

সমর মিত্র বলিলেন—কাজ তেমন কিছু করে না···

গেঁদু বলিল—অত নাম শুনছো, বুঝছো না? খলিফা আদমী!

সমর মিত্র বলিলেন—আমার আড়তে একখানা খাতা লিখে দিতে হবে…ইনকাম-ট্যাক্সের জন্য দোসরা খাতা চাই কি না…তাই পাঁচজনে বললে, ব্রজরাজ লেনে থাকে লালগোপাল। কখনো নাম বলে, ইশাক, কখনো দীননাথ, কখনো দয়ারাম…

গেঁদু বলিল—কি রকম দেখতে?

একজন খরিদ্দার বলিল—বয়স কত হবে?

সমর মিত্র বলিলেন—আমি তো তাকে চিনি না…কি করে বলবো? নাম শুনে এসেছি।

গেঁদু ডাকিল—রহিম…

খরিদ্দারদের মধ্য হইতে নেড়া-মাথা গুণ্ডার মতো চেহারা একটা লোক মুখ ফিরাইয়া বলিল—কেন?

—জানিস্? এখানে খলিফা আদমী কে আছে?

রহিম বলিল—মোনার বাড়ীতে ছাখো। সেখানে দু'চারজন হিঁদু আদমী থাকে…ক'টা ঔরৎও আছে। কশ্‌বী!

সমর মিত্র বলিল—মোঁনার বাড়ী কোথায়?

গেঁদু বলিল—আগে গিয়ে একটা নিমগাছ দেখবেন…সেই বাড়ী…

ঠিকানা লইয়া সমর মিত্র আসিলেন পথে…

নিম গাছওয়ালা বাড়ী মিলিল। ডাকিলেন—মোনা বাড়ী আছো? ভিতর হইতে সাড়া উঠিল,—কে?

সমর মিত্র বলিল—একবার বাইরে এসো দাদা।

খর্ব্বাকৃতি একটি লোক বাহিরে আসিল। সমর মিত্রকে ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিল—কি চাই?

৮

অর্থমনর্থম্

সমর মিত্র বলিলেন—লালগোপাল এখানে থাকে ?

—লালগোপাল ! মোনার দু' চোখে প্রচুর বিস্ময় !

সমর মিত্র বলিলেন—তার আরো নাম আছে···মানে, চৌখোশ লোক ! তার অন্য নাম হলো দয়ারাম···দীননাথ···ঈশাক···

মোনা বলিল—ও-সব নামের কেউ এখানে থাকে না।

সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে তোমাদের এখানে অন্য নাম নেছে ! ···আচ্ছা, তোমার এখানে কে-কে ভাড়া আছে, বলতে পারো ?

মোনা গোটা-আষ্টেক নাম বলিল।

সমর মিত্র বলিলেন—তারা কে কি কাজ করে, যদি বলো, তাহলে ঠিক বুঝিয়ে দিতে পারবো।

মোনা বলিল, কেহ স্যাকরার দোকানে কাজ করে; কেহ কাজ করে ডকে; কেহ পেট্রোলের দোকানে; কেহ কণ্ট্রাক্টরের অফিসে··· একজনের সম্বন্ধে শুধু বলিল, দালালী করে।

লাগে তুক, না লাগে তাক ! সমর মিত্র বলিলেন—তার নাম বলো দিকিনি···

সন্দিগ্ধ স্বরে মোনা বলিল—তার নাম বিশু।

—সে এখন এখানে আছে ?

মোনা বলিল—না। আজ পাঁচদিন হলো সে বর্দ্ধমানে গেছে। কি দালালী কাজে।

সমর মিত্র ভ্রূকুটি করিলেন। বাদার ধারে দালালী নয় তো ?

সমর মিত্র বলিলেন—তার আর-কেউ আছে ? না, একলা থাকে ?

মোনা বলিল—তার মেয়েমানুষ আছে···শান্ত।

—শান্তর সঙ্গে দেখা হবে ?

মোনা বলিল,—দাঁড়ান, আমি ডেকে দিচ্ছি···

মোনা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সমর মিত্র দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলেন! পিছনে ইমদাদ তখন এক বিড়ির দোকানে দাঁড়াইয়া তামাকের পাতা চাহিতেছে···

মোনা ফিরিয়া আসিল, আসিয়া প্রশ্ন করিল,—শান্ত বললে, তাকে কি দরকার?

সমর মিত্রের মনে আশার ক্ষীণ রশ্মি! এত সন্ধান লইয়া তবে তিনি বাহির হইবেন···ওঃ, রাজেশ্বরী!

সমর মিত্র বলিলেন—দরকার আছে। মানে, আমাদের আড়তে একখানা খাতা তৈরী করে দেবে বলেছিল···আমি আগাম টাকা নিয়ে হাজির। কবে তার সুবিধা হবে, তাই···

শান্ত দাঁড়াইয়াছিল দ্বারের ওদিকে···নেপথ্যান্তরালে। সমর মিত্রের কথা তার কর্ণগোচর হইল। সে মোনার অপেক্ষা করিল না; মাথায় গামছা টানিয়া দ্বারের সামনে আসিয়া উদয় হইল, কহিল,—কে গা?

সমর মিত্র চকিতে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া লইলেন, লইয়া বলিলেন—আমি গো, বাছা। চেৎলা থেকে আসছি।

—চেৎলা!

সমর মিত্র বলিলেন,—হ্যাঁ···

মোনা বলিল—এই আপনার শান্ত···আমি তাহলে যেতে পারি?

সমর মিত্র বলিলেন,—যাবে? তা বেশ, তোমাকে আমি আটকে রাখবো না···

মোনা চলিয়া গেল।

শান্ত বলিল—আপনি কি চান?

সমর মিত্র বলিলেন,—আমি বিশুকে খুঁজছিলুম···বিশু তোমারি লোক তো?

শান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিল; সমর মিত্র তাহা লক্ষ্য করিলেন। সে কুঞ্চিত ভ্রূযুগে বেশ খানিকটা অন্ধকারের রেখা!

শান্ত বলিল,—কি বলবে, বলো না···

সমর মিত্র বলিলেন,—চেৎলায় আমাদের আড়ত আছে। ইনকাম-ট্যাক্সের জন্য খাতা পাল্‌টাতে হবে···আমাকে দু-চার জন লোক সন্ধান দেছে, ব্রজরাজ লেনের বিশু এ কাজে খুব পাকা, তাই অনেক খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছি···

শান্ত বলিল—কিন্তু সে তো এখানে নেই বাবু···

—কোথায় গেছে?

শান্ত বলিল—কলকাতার বাইরে গেছে···একটু কাজে।

সমর মিত্র কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—কাছাকাছি যদি গিয়ে থাকে, আমায় বললে আমি যেতে পারি। আমাদের এ বড্ড জরুরি কাজ। এ কাজের জন্য তাকে আমরা একশো টাকা দেবো···আগাম কিছু নিয়েও এসেছিলুম।

কথাটা বলিয়া সমর মিত্র পার্শ খুলিয়া পার্শের মধ্য হইতে দু'খানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিলেন।

মাছ দেখিলে বিড়ালের চোখে যেমন দীপ্তি জাগে, নোট দেখিয়া শান্ত রচুই চোখে তেমনি দীপ্তি··সমর মিত্রের তাহা দৃষ্টি এড়াইল না!

শান্ত চকিতের জন্ম কি ভাবিল, তারপর বলিল—সে গেছে বারাশতের কাছে···

—কবে ফিরবে ;

শান্ত বলিল—তা তো বলতে পারি না। তবে কাজ হয়ে গেলেই ফিরবে। বাইরে বেশীদিন সে থাকে না।

কথাটা বলিয়া শান্ত গর্ব্ব-ভরে একবার নিজের অঙ্গ দুলাইল···যেন জাহির করিতে চায়, তার মোহ এতখানি যে শত লোভেও তাকে ছাড়িয়া বাহিরে দুদিন থাকিবে, সে সাধ্য বিশুর নাই !

কর্ম্মক্ষেত্রে সমর মিত্র বহু লোকের সংসর্গে আসিয়াছেন ! মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা অনেকখানি।

শান্তর কথায় সমর মিত্র হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—তোমায় দেখে বুঝছি, তোমাকে ছেড়ে তার বাহিরে থাকবার উপায় নেই।

এ কথায় শান্তর অধরে মৃদু হাসি এবং দু'চোখে কটাক্ষের বিদ্যুৎ বহিয়া গেল।

শান্ত বলিল—আপনি লিখে রেখে যান··সে এলে দেবো। এসেই সে গিয়ে চেৎলার আড়তে দেখা করবে।

সমর মিত্র বলিলেন—এ-সব সহজ লেখাপড়ার কাজ নয়, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে বুঝতে পারছো তো !

সমর মিত্রের কথা শুনিয়া শান্ত খুশী হইল।

শান্ত বলিল—তাইতো···আমি ঠিকানা জানি না যে···না হলে ঠিকানা দিতে পারতুম।

সমর মিত্র বলিলেন—কাল সকালে আমি আর একবার আসবো'খন···

তুমি বলে রেখো, সে যদি আসে তাহলে সে যেন বাড়ীতে থাকে। বায়নার দরুণ তুমি বরং পাঁচ টাকা রাখো শান্ত!

শান্ত খুশী-মনে পাঁচ টাকার নোট গ্রহণ করিল এবং এ-বয়সে আসিয়া যে ভব্যতা শিখিয়াছে, সে ভব্যতা রক্ষা করিয়া শান্ত বলিল তামাক খাবেন না বাবু?

সমর মিত্র কহিলেন—কাজ হলো না শান্ত···কাজ হলে শুধু তামাক কেন, তোমার এখানে দু'দণ্ড বসে আরো কিছু খেতে পারতুম!··· আজ তাহলে আসি। কাল সকালে আবার আমি আসবো'খন। এলে তুমি বিরক্ত হবে না?

সদ্য পাঁচ টাকা লাভ করিয়াছে, বিগলিত চিত্তে শান্ত বলিল,—না, না বাবু রাগ করবো কেন? আপনি আসবেন বৈ কি, কাল নিশ্চয় আসবেন।···সে আজ ফিরবে বলে' মনে হয়। আপনার জন্য সে বাড়ীতেই থাকবে··কোথাও যাবে না!

সমর মিত্র বলিলেন,—বেশ, কাল আমি নিশ্চয় আসবো··আর এ-কাজের জন্য এর মধ্যে অন্য কাকেও খুঁজবো না··

শান্ত বলিল—না···অন্য লোককে কি দুঃখে খুঁজবেন! আমি আছি, আপনার কাজ বিশু মাথায় করে' করে দেবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বৃকোদরের দূত

ব্রজরাজ লেন হইতে বাহির হইয়া সমর মিত্র ওয়াটগঞ্জ থানায় ফিরিয়া আসিলেন। ইন্‌সপেক্টর সুনীল রায়কে বলিলেন—তোমার ইমদাদ জমাদার খাশা বিড়িওলা সেজেছিল! এ তল্লাটে জমাদারী করছে, অথচ কেউ ওকে চিনতে পারে নি!

সুনীল কহিল—ইমদাদ খুব চালাক। তাছাড়া এক-কালে ও এমেচার-ক্লাবে থিয়েটার করতো যে। আমাদের পুলিশ ক্লাবে সেবার 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্য যা সেজেছিল, রায় সাহেব শান্তি চক্রবর্ত্তী মশায় খুশী হয়ে ওকে সোনার মেডেল দিয়েছিলেন।

সমর মিত্র বলিলেন,—বটে!

সুনীল কহিল—হ্যাঁ।

সমর মিত্র বলিলেন,—তোমার ইমদাদকে নজর রাখতে বলো··· লালগোপালের সন্ধান পাওয়া গেছে,—তার একটা স্ত্রীলোক আছে; নাম শান্ত। শান্ত বললে, লোকটা লেখাপড়ার কাজ করে এবং এখন সে গেছে বারাশতের কাছে। তা যদি সত্যি হয়, আমার আন্দাজ কতক মিলছে। কারণ, আমি যে লোকটাকে খুঁজছি, সে এই দিকেই কীর্তি করে বেড়াচ্ছে!

বিস্ফারিত নেত্রে সমর মিত্রের পানে চাহিয়া সুনীল কহিল—

হুঁ···তা বেশ, ইমদাদকে আপনি বলুন। ওকে যা বলবেন, ও তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবে, সে সম্বন্ধে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি।

সমর মিত্র বলিলেন—বেশ। আমাকে কাল আবার আসতে হবে। লালগোপালকে যদি পাই, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করে আমি চলে এলে ইমদাদকে দিয়ে ওকে কোনো ছুতোয় পথে সেক্‌শন্ 54এ এ্যারেষ্ট··· অবশ্য, ওর সঙ্গে কথা কয়ে যদি আমি বুঝি এ-ব্যাপারের সঙ্গে ও সংশ্লিষ্ট আছে, তাহলে আমি ইশারায় জানাবো। ইল্‌লিগ্যাল্ এ্যারেষ্ট হবে না!

সুনীল বলিল—বেশ! কাল আপনি এলে তখন তাকে গ্রেফ্‌তার করা হবে।

সমর মিত্র বলিলেন—হ্যাঁ! কিন্তু তার আগে ইমদাদকে ওর বাড়ীর উপর হুঁশিয়ার নজর রাখতে হবে। কারণ জানো তো, আমরা যদি বেড়াই ডালে-ডালে, ওদের মধ্যে ওস্তাদ যারা, তারা পাতায়-পাতায় বেড়ায়! কি জানি, শাস্তর কাছে খপর পেয়ে যদি তার মনে সন্দেহ বা ভয় হয়, তাহলে গা-ঢাকা দেবে।

সুনীল বলিল—তা ঠিক···আপনি বুঝি আজ বাইরে যাচ্ছেন?

সমর মিত্র বলিলেন—না গেলে নয়। তবে সেখানে যত কাজই থাকুক, কাল সকালে আমি তোমার এখানে আসছি।

এই কথা বলিয়া সমর মিত্র ছদ্মবেশ খুলিয়া স্ব-রূপে থানা হইতে বাহির হইয়া নিজের টু-শীটারে চড়িয়া বসিলেন এবং গাড়ী চালাইয়া দিলেন ডায়মণ্ড হার্বারের দিকে।

ডায়মণ্ড হার্বারে আসিলেন, বেলা তখন দুটো বাজিয়া গিয়াছে। সামনে দাঁড়াইয়া বিভাস। দু জনে ঘরে আসিয়া বসিলেন।

সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন—কোনো খপর আছে ?

বিভাস বলিল,—না।

সমর মিত্র কহিলেন—আমার নামে আর কোনো চিঠি আসেনি ?

বিভাস বলিল,—না।···কেন বলুন তো ?

সমর মিত্র বলিলেন,—একখানা চ্যালেঞ্জ নোট এসেছিল···তাই।

বিভাস কহিল—এমন চিঠি আপনারা পান, সত্যি ?

সমর মিত্র বলিলেন—ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়োনি ? তাতে ডিটেকটিভ্‌রা হর-ঘড়ি চিঠি পায়,—রীতিমত ভয়ালো-রকমের চিঠি !

বিভাস হাসিল, হাসিয়া বলিল,—সে তো উপন্যাসের ডিটেকটিভ··· উপন্যাসের ডিটেকটিভ্‌রা জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ছায়া দেখে আসামী ধরে !

সমর মিত্র বলিলেন—সত্যিকার জগতে আসামী ধরা কি সহজ ব্যাপার ? প্রথমতঃ আমাদের এই বাঙলা দেশের মধ্যে কলকাতা এবং তার গায়ে-সাঁটা চব্বিশটা পরগণা ধরো ! লোক একেবারে গিশ্‌গিশ্‌ করছে···তারপর ঘর-বাড়ী গলি-ঘুঁজি, মন্দির-মসজিদ, জলা-মাঠ, ঝোপ-ঝাড়···এ সবের মধ্যে কোথায় আসামী লুকিয়ে আছে···কি করে খপর পাবে ? কারো গায়ে দাগ দেওয়া নেই যে দেখে আসামী বলে পাকড়াও করবে ! তারপর ধরো, যার সন্ধানে আমি ডায়মণ্ড হার্বারে এলুম, সে হয়তো আমার পাশ দিয়ে ট্রেণে উঠে বসলো ! যে-হেতু ডিটেকটিভিতে আমি নাম কিনেছি, অতএব আমাকে সর্ব্বজ্ঞ হতে হবে। গায়ের গন্ধে মানুষকে আসামী বলে চিনবো এমন বিদ্যা বাস্তব জগতে শেখা সম্ভব নয় ! কাজেই ধরা অসম্ভব !

বিভাস বলিল—যাক · আপনার জন্য কি দিতে বলবো বলুন? ডাবের জল? না, চা?

সমর মিত্র বলিলেন,—ডাবের জল দিতে বলো।···যেখানে ডাবের জল মহার্ঘ্য সেখানে চা চলে! কিন্তু এখানে চায়ে হাঙ্গাম আছে···ডাবের জল সহজে মিলবে।

বিভাস ভিতর হইতে কাঁচের গ্লাসে করিয়া ডাবের জল লইয়া আসিল।

ডাবের জল পান করিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—এখন কি যে করবো, তাই ভাবছি···

বিভাস কোনো কথা না বলিয়া সমর মিত্রের পানে চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন,—কলকাতায় একটা লোকের সন্ধানে গিয়েছিলুম···সে বাসায় নেই।···তাকে যে লোক বলে' ভাবছি, সে যদি আমাদের সেই লোক হয়, তাহলে কিছু সন্ধান মিলবে। কিন্তু যদি না হয়···

বিভাস বলিল—তার মানে?

সমর মিত্র বলিলেন,—মানে, ওদলের একজনকে যদি গাঁথতে পারি, তাহলে তাকে ধরলে বাকীগুলোকে পেতে দেরী হবে না।

বিভাস বলিল—দেখুন···ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়! তবে মুস্কিল এই যে ওদিককার কোনো হাদিশ পাবার আগে এদিকে এ নতুন উপসর্গ যদি না জুটতো···

সমর মিত্র বলিলেন—এদিককার সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দু' ব্যাপারে যোগ আছে! শুধু তাই নয়···ঐ যে একটা রব উঠেছে, কান্তিবাবু বেঁচে আছেন এবং তিনি জল থেকে ডাঙ্গায় উঠেছেন···

এ-ব্যাপারটি বেশ জটিল বলে' মনে হচ্ছে! জাল প্রতাপচাঁদের সেকণ্ড-এডিশন না হয়!

—তার মানে?

—তার মানে, কোনো জালিয়াৎ-লোক কান্তিবাবুর ভূমিকা নিয়ে ষ্টেজে নামছেন, হয়তো! কেননা কান্তিবাবু বেঁচে ফিরলে তিনি ঝোপে-ঝাড়ে আপনাকে লুকিয়ে বাঁচিয়ে চলবেন না··· সটান তোমাদের বীডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়ে উঠবেন। তাছাড়া ফণীবাবু মারা যাবার পর এতদিন কেটে গেল···মকর্দ্দমা চুকে যখন ওদিককার খুনী-ব্যাপারে যবনিকা পাত হয়েছে···সকলে নিশ্চিন্ত··· তখন হঠাৎ ফণীবাবুর ছেলে কান্তিবাবু বেঁচে ফিরলেন···এই কথাটাই কাল সারা রাত আমি ভেবেছি! আরো কি ভেবেছি, জানো বিভাস?

—কি?

—ভেবেছি, এ খুনের তদারকী না করে যদি কান্তিবাবুর সম্বন্ধে খোঁজ খপর নিতে পারতুম! করতুমও তাই যদি এখানে মহেশ্বর বাবুর মেয়েটি না চুরি হতো! এখন সব কাজ ফেলে মেয়েটির উদ্ধার সাধন করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য!

বিভাস একটা নিশ্বাস ফেলিল। কোনো কথা বলিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু কোথা থেকে কোন্ পথে সন্ধান করবো, তার কোনো হদিশ পাচ্ছি না···It is so mysterious (এ ব্যাপার এমন রহস্য-জনক)!

ভোলা ভৃত্য আসিয়া ডাকিল—দাদাবাবু···

বিভাস কহিল—কেন রে?

ভোলা কহিল—একজন বাবু···

বিভাস কহিল—এখানে নিয়ে আয়।

ভোলা চলিয়া গেল।

বিভাস চাহিল সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র কহিলেন—এর মধ্যে এখানকার কোনো ভদ্রলোক এসেছিলেন?

বিভাস কহিল,—না।

ভোলা ফিরিল। তার সঙ্গে একজন ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকটি বলিলেন—বিভাসবাবু কার নাম?

বিভাস কহিল—আমার নাম বিভাস।···আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ভদ্রলোক বসিলেন,—কলকাতা থেকে।

—কি দরকার?

ভদ্রলোক বলিলেন—একটা গোপনীয় কথা ছিল। আপনাদের বীডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়েছিলুম··সেখান থেকে এখানকার খপর পেয়ে এখানে আসছি।

কথাটা বলিয়া ভদ্রলোক চাহিলেন সমর মিত্রের পানে। সমর মিত্র তাঁর পানে চাহিয়াছিলেন।

সমর মিত্র বলিলেন—আমি উঠবো তাহলে?

ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া বিভাস প্রশ্ন করিল—ওঁকে উঠতে হবে?

ভদ্রলোক বিনয়ের ভঙ্গীতে বলিলেন—উঠলে ভালো হয়। মানে, কথাটা গোপনীয়··

সমর মিত্র বিরক্তি বা বিলম্বমাত্র না করিয়া উঠিয়া বাহিরে গেলেন।

সমর মিত্র বাহিরে গেলে বিভাস বলিল,—বলুন···

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমি আসছি কলকাতার এটর্ণির অফিস থেকে। বৃকোদর মল্লিক এটর্ণিকে জানেন? হেষ্টিংস বিল্ডিংয়ে তাঁর অফিস। মল্লিক এণ্ড ব্লডহাউণ্ড কোম্পানির চীফ পার্টনার?

বিভাস কহিল—না, আমি তাঁকে জানি না।

ভদ্রলোক বলিলেন,—কিন্তু এবার তাঁকে জানতে হবে। মানে···

বিভাস বলিল—বলুন। মানে, আমার সময় বড় কম। আমাদের মাথার উপর মস্ত বিপদ চলেছে। আপনার কথা বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে শোনবার মতো অবসর নেই। মনের অবস্থাও তেমন নয়।··· দয়া করে একটু চট্‌পট্ বলে ফেলুন···

ভদ্রলোক ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটা ছোট হইয়া গেল।

তিনি কহিলেন—কারো অসুখ নাকি?

বিভাস কহিল—অসুখ নয়··অসুখের চেয়ে বেশী বিপদ।

—বৈষয়িক গোলযোগ?

বিভাসের রাগ হইল। সম্পূর্ণ বাহিরের লোক···তোমার এ কৌতূহল কেন বাপু? কিন্তু অপরিচিত লোক! রাগ করিয়া কি ফল! বিভাস বলিল—আপনি আপনার কথা শেষ করুন দয়া করে···

ভদ্রলোক বলিলেন—ফণীবাবুর বিষয়-সম্পত্তির মালিক তাঁর অবর্তমানে তাঁর ছেলে কান্তিবাবু··না?

বিভাস কহিল—হ্যাঁ···

ভদ্রলোক বলিলেন—কান্তিবাবু আমাদের অফিসে এসে instruction দেছেন, আপনার মামা ফণীবাবু উইল করে আপনাকে কিছু দিয়ে যান্‌নি···কিন্তু তিনি অবিচার করবেন না। আপনার সঙ্গে বরাবর একসঙ্গে মানুষ হয়েছেন···তিনি আপনাকে নিজে থেকে কিছু দিতে চান। তবে তিনি আর একত্র থাকবেন না··আপনাকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই বৃকোদর বাবুকে তিনি বলেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করে কথাটা বুঝিয়ে বলতে। ভালোয়-ভালোয় নিঃশব্দে যদি এ-ব্যবস্থায় আপনি রাজী থাকেন, তাহলে মানে··কোনো রকম অপ্রিয় কাজ তাঁকে করতে হয় না!

এ-কথা শুনিয়া বিভাসের মনে হইল, সে যেন আর নাই! হয় সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে···না হয়, ইহলোকের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক চুকিয়া গিয়াছে!

বিভাস চুপ করিয়া রহিল। কান্তি বাঁচিয়া আছে···তার সঙ্গে দেখা না করিয়া অজানা কোন্ এটর্ণির কাছে গিয়া তাকে এখনি নোটিশ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে! আশ্চর্য্য ব্যাপার!

বিভাস বলিল,—আপনি অসম্ভব গল্প বলছেন!

ভদ্রলোক বিভাসকে বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিল, তারপর বলিল—আপনি কি বলেন?

বিভাসের মনে একটা আইডিয়া! সে বলিল—জানেন, আড়াল থেকে পরের মুখে কান্তিবাবুর এ কথা পাঠাবার কোনো দরকার ছিল না। তিনি নিজে বাড়ী এসে এ-কথা বলতে পারতেন তো!

ভদ্রলোক কহিলেন—অর্থাৎ বৈষয়িক ব্যাপার! সেখানে চক্ষুলজ্জা

বেশী হওয়া খুব স্বাভাবিক···আমরা এ ব্যবসা এতদিন করছি···দেখছি তো! ভায়ে-ভায়ে পার্টিশন হচ্ছে যে···ভায়ের সঙ্গে ভাই যদি পরামর্শ করতো, তাহলে এটর্ণির ব্যবসা চলতো না মশায়!

বিভাসের মনে হইল, তীব্র কণ্ঠে লোকটার মুখের উপর হাঁকিয়া বলে, জাল জুয়াচোর!···কান্তি জলে ডুবিয়া বাঁচিয়া ফিরিলে যদি তার মাথা খারাপ হয়,···তবু তার মাথা এমন খারাপ হইবে না···যার জন্য কান্তি এমন অসম্ভব কথা বলিবে!

কিন্তু না,···যদি জালিয়াতী ব্যাপারই হয়···এ লোকটাকে ঘাঁটাইয়া কাজ নাই! সমর মিত্র এখানে আছেন···তাঁর কাছে এখনি সব কথা হয়তো এ জালিয়াতীর সব ফন্দী ধরা পড়িয়া ফাঁশিয়া চূর্ণ হইতে পারে!

ভদ্রলোক বলিলেন—তাহলে আপনি কি বলেন?

বিভাস বলিল—আপনার কান্তিবাবুকে বলবেন, তিনি যা চান্, এসে নিজের মুখে যেন তা বলেন আমাকে! পরের মুখ থেকে তাঁর কোনো কথা আমি শুনবো না···শুনলে তাঁর অপমান, আমার অপমান এবং আমার স্বর্গীয় মামাবাবুর অপমান হবে! বুঝলেন!

এ উত্তরের জন্য ভদ্রলোক প্রস্তুত ছিলেন না। এটর্ণির অফিসে কাজ করেন···তিনি জানেন, টাকার লোভে মানুষ সব কাজে রাজী হয়! ফণীবাবুর মতো একজন নামজাদা ধনী··তাঁর সম্পত্তির ভাগ নিঃশব্দে হাত পাতিয়া গ্রহণ কর্, তা না, তার মধ্যে বায়নাক্কা তুলিতেছে! বাঁদরামি আর কাহাকে বলে!

বিভাস বলিল—আপনার কথা হয়েছে···আমার কথাও শুনলেন তো! আশা করি, এবার আপনি বিদায় নেবেন!

এ-কথায় ভদ্রলোকের মনের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল!···কিন্তু প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি···সে-ঝাঁজ চোখে-মুখে ব্যক্ত করিলেন না··· শুধু বলিলেন,—এক গ্লাস জল দিতে বলেন যদি? এতখানি পথ···

বিভাস ডাকিল—ভোলা···

ভোলা আসিল।

বিভাস বলিল—একগ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে আয়।

ভোলা জল আনিয়া দিল···

ভদ্রলোক জল পান করিয়া একবার বিভাসের পানে চাহিলেন··· সে-দৃষ্টিতে বহ্নির মৃদু স্ফুলিঙ্গ! তারপর গট্‌গট্‌ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সমর মিত্র ঘরে আসিলেন, বলিলেন—গোপনীয় কথা এর মধ্যে শেষ হয়ে গেল?

বিভাস কহিল—দেখুন, আপনি বোধ হয় clue পাবেন এবার···

সমর মিত্র বলিলেন—বটে! শুনি···

আগ্রহ-ভরে তিনি চেয়ারে বসিলেন।

ভদ্রলোকের বক্তব্যটুকু বিভাস তাঁকে আমূল বিবৃত করিল।

শুনিয়া সমর মিত্র বলিলেন—Eureca. That's like a good boy (এই তো ভালো ছেলের কাজ)! বাঃ! তাহলে যা বলছিলুম, জাল প্রতাপচাঁদ···এ কান্তি বাবুটি জাল···তাতে সন্দেহ নেই! এবং এখন বুঝছি, জালিয়াৎ লালগোপাল এবং জালিয়াৎ-লাশ··· এ-দুজনের মহামিলন কেন! এ-জালিয়াতীর সঙ্গে এখানকার মেয়ে

চুরির যোগ আমি যেন চোখে সব দেখতে পাচ্ছি। এ সব ঘটনা ঐ এক চেইনের links ! এটর্ণির কি নাম বললে ?

—বৃকোদর মল্লিক।

সমর মিত্র বলিলেন—তাঁর উদর বিদীর্ণ করলে সব-কজনকে পাবো বলে আশা হচ্ছে, বিভাস !

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অক্রুর-সংবাদ

সেই রাত্রেই বিভাসকে কতকগুলা উপদেশ দিয়া সমর মিত্র কলিকাতায় ফিরিলেন।

পরের দিন সকালে তিনি ছুটিলেন সেই ছদ্মবেশ ধরিয়া খিদিরপুরের ব্রজরাজ লেনে। যাইবার পূর্ব্বে ওয়াটগঞ্জ থানায় ইনসপেক্টর সুনীল রায়কে টেলিফোন করিলেন,—ইমদাদ জমাদার কিছু করতে পেরেছে ?

সুনীল বলিল,—না···

সমর মিত্র বলিলেন—তাকে বিড়িওয়ালা সেজে ব্রজরাজ লেনে ওয়াচ করিতে বলে দাও! আজ আমি আর থানায় যাবো না। সাবধান হতে হবে! বাড়ী থেকে আড়তের গোমস্তা সেজে আমি সোজা গিয়ে উঠবো ব্রজরাজ লেনে লালগোপালের আস্তানায় !

সুনীল বলিল - বেশ। থানায় আমি 'রেডি' থাকবো স্যর, for any emergency......

সমর মিত্র বলিলেন,—আচ্ছা!

গোমস্তাবেশী সমর মিত্র যখন ব্রজরাজ লেনে আসিলেন, তখন সে-বাড়ীর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। সমর মিত্র দ্বারের কড়া নাড়িলেন।

ভিতর হইতে সাড়া জাগিল—কে গা?

পুরুষের কণ্ঠ!

সমর মিত্র বলিলেন—শান্ত আছো?

ভিতর হইতে সেই পুরুষেরই কণ্ঠে আহ্বান জাগিল—ওরে শান্ত··· কে তোকে ডাকছে, গিয়ে ছাখ্···

ভিতরে নারী-কণ্ঠে উত্তর—যাই···

সে-স্বর সমর মিত্র চিনিলেন। স্বর শান্তর।

শান্ত আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সমর মিত্রকে দেখিয়া বলিলেন—আপনি!

সমর মিত্র বলিলেন—বিশু ফিরেছে?

শান্ত বলিল—কাল রাত্রে ফিরেছে বাবু। তাকে ডাকি?

—ডাকো।

শান্ত বলিল—কিন্তু দোরে দাঁড়িয়ে এ সব কথা কইবেন? পাঁচ রকমের লোক আছে···তার চেয়ে যদি ভিতরে আসেন···

সমর মিত্র বলিলেন,—চলো···

সমর মিত্রকে লইয়া শান্ত ভিতরে আসিল।

ছোট একটু উঠান···টালি-বাঁধানো। ধুইয়া মাজিয়া সাফ করা

শিকারের সন্ধান পাইলে হিংস্র পশু যেমন নাচিয়া ওঠে, টাকার গন্ধ পাইয়া বিশুর মন তেমনি মাতিয়া উঠিল!

বিশু বাহিরে গেল···

সমর মিত্র ঘরের চারিদিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন···

বাহিরে এমন চিহ্ন নাই, যাহাতে বিশুর গুণ-পনার কোনো পরিচয় পাওয়া যায়! তবে এই নোংরা বস্তীতে বাস করিলেও ঘরের ভিতর যেদিকে চোখ পড়ে, মা-লক্ষ্মীর কৃপার পরিচয় পাওয়া যায়। বিছানার গদি · এমন নরম পুরু গদিতে শয়নের ভাগ্য সমর মিত্রের এ-জীবনে হইবে না! বিছানার চাদর ধপ্‌ধপ্‌ করিতেছে। বালিশে ফর্শা ঝালরদার ওয়াড়···এমন ওয়াড় বহু সৌখীন-শয্যায় দেখা যায় না। ওধারে ঐ মোটা কাঠের আলমারি···বড় আর্শি···ও আর্শির দাম আশি-নব্বই টাকার কম নয়। আনলায় যে-শাড়ী ঝুলিতেছে, দেশী তাঁতের। শান্তর পরণে কাল দেখিয়াছেন কালা-পাড় দেশী শাড়ী। শান্তর দু হাতে সোনার চুড়ি···সোনার তাগা-বালা···কাণে মাকড়ি··· অবস্থা বেশ স্বচ্ছল।

বিশু ফিরিয়া আসিল। আসিয়া একটা বিড়ি ধরাইয়া টুল টানিয়া টুলে বসিল। বলিল,—বলুন এবার আপনি কি চান!

সমর মিত্র মনে মনে একটা জোরালো কাহিনী গড়িয়া রাখিয়াছিলেন। চারিদিকে চাহিয়া সতর্ক মৃদু স্বরে তিনি বলিলেন,—আমি আসছি চেৎলা থেকে। মস্ত চালের আড়তে আমি কাজ করি। মৃত্যুঞ্জয় দাঁ ধনঞ্জয় দাঁর আড়তের নাম শুনেছো? সেই আড়তের গোমস্তা আমি।

মৃত্যুঞ্জয় দাঁ ধনঞ্জয় দাঁর নাম বিশু শুনিয়াছে। চেৎলায় অত বড় চালের আড়ৎ আর কাহারো নাই! বিশু বলিল—ও বলুন···

সমর মিত্র দেখিলেন, টোপ্ ধরিয়াছে! তিনি বলিলেন—আমাদের বড় বাবু ধনঞ্জয়বাবু···তাঁর একটি বৈমাত্রেয় ভাই আছেন তার নাম জীবঞ্জয়। বড় বাবুর বাপ মারা গেলে এই জীবঞ্জয়কে নিয়ে তাঁর মা অর্থাৎ বড় বাবুর বিমাতা তাঁকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যান! সেই জীবঞ্জয় এখন সাবালক হয়ে আড়তের ভাগ নিতে এসেছে। যার নাম, চোদ্দ বৎসর ধরে যা লাভ হয়েছে, তার বখরা চায়। তাই, মানে···

সমর মিত্র চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিলেন···

বিশু বলিল,—তবে যে শান্ত বলছিল, ইনকাম-ট্যাক্সের খাতা···

সমর মিত্র বলিলেন—মেয়েমানুষের কাছে আসল কথা বলতে পারি না তো ভাই, তাই ঐ কথা বলে ছিলুম। আসল কথা, এখন এই চোদ্দ বছরের খাতা পাল্‌টে লিখতে হবে লোকসান দেখিয়ে। মুস্কিল হচ্ছে এই যে, যে সরকার খাতা লিখতো···মধুসূদন দাস··· গেল বছর দেশে গিয়ে সে মারা গেছে। তার হাতের লেখা নকল করে এ-সব খাতা তৈরী করতে হবে। খাতা তো, একটি-দুটি নয় ভাই··· খাতার পাহাড় একেবারে! কাঁচা, রোকড়, পাকা···মানে যেমন দস্তুর! তোমাকে এক হাজার টাকা দেবো ভাই···তা থেকে আমার কমিশন থাকবে দু'শো · তুমি নেবে আটশো···"না" বললে চলবে না··· এ কাজ তোমাকে করে দিতেই হবে। অনেকখানি আশা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি···

বিশু নীরবে সব কথা শুনিল।

কথা শেষ করিয়া সমর মিত্র দু'চোখে দারুণ অধীরতা ফুটাইয়া তার পানে চাহিয়া রহিলেন।

বিশুর মুখে কথা নাই!

সমর মিত্র বলিলেন—কত বড় হিসাবের কাজ, বুঝতেই তো পারছো!...তোমার কথা শুনেছি বলেই...

বিশু বলিল—আমার কথা কে বলেছে?

সমর মিত্র বলিলেন - নাম করতে বারণ করেছে·· নামটা করবো?

বিশু কহিল—বারণ করেছে?

সমর মিত্র বলিলেন,—হ্যাঁ।...

বিশু চুপ করিয়া রহিল; অনেকক্ষণ।

সমর মিত্র বলিলেন—কি গো, আশা মিটবে?

বিশু ফোঁশ করিয়া একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর বলিল—কত খাতা, কত লেখা—না দেখে কি করে বলবো?

সমর মিত্র বলিলেন—তা ধরো পঞ্চাশ ষাট খানা খাতা!

বিশু বলিল—চোদ্দ বছর ধরে ঐ একজনই খাতা লিখেছে?

সমর মিত্র বলিলেন—তাই। মাঝে মাঝে দশ বারো দিন সে যখন ছুটীতে যেতো, তখন অন্য লোকে কাঁচা খাতা লিখতো···পাকা খাতা কিন্তু সব ঐ মধুর লেখা

বিশু বলিল—হুঁ···

বাহিরে শান্তর কণ্ঠ শুনা গেল···কাহাকে বলিতেছে,—নিয়ে আয় কেটলি শুদ্ধ, এই ঘরে···

এবং সঙ্গে সঙ্গে চায়ের দোকানের এক ভৃত্যসহ শান্ত ঘরে প্রবেশ করিল।

লোকটাকে শান্ত বলিল—সিন্দুকের ওপর তোর কেটলি আর বার্কোশ রাখ্, ছিরু···বুঝলি ?

ছিরু আদেশ পালন করিল।

পেয়ালা লইয়া সে পেয়ালা ধুইয়া আনিয়া শান্ত তাহাতে চা ঢালিল, তারপর সমর মিত্রের পানে চাহিয়া বলিল—ভালো চা, বাবু···পেয়ালা-কেটলি সব ধুইয়ে মাজিয়ে তবে আমি চা এনেছি···এক পেয়ালা আপনাকে মুখে দিতে হবে বাবু।···ভদ্দর লোক···দয়া করে পায়ের ধুলো দেছেন···আর হ্যাঁ, এই আপনার সিক্রেট···

কথাটা বলিয়া সে এক-প্যাকেট সিগারেট দিল সমর মিত্রের হাতে।

সমর মিত্র প্যাকেট লইলেন, তারপর মৃদু হাস্তে বলিলেন—চা এক-পেয়ালা খেতেই হবে, শান্ত ?

কৃতাঞ্জলি-পুটে শান্ত কহিল,—আমার বড্ড আহ্লাদ হবে, বাবু···

—বেশ, পেয়ালা দাও···

সমর মিত্র পেয়ালা লইলেন। শান্তকে বলিলেন,—বিশুকে এক পেয়ালা দাও···ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছি···

শান্ত বলিল—সত্যি বাবু। কাল এলো, রাত তখন প্রায় তিনটে হবে···তারপর চান করলে। চান করে কি-বা খাবে···অত রাত্রে মানুষ কি রেঁধে দেবে ? বাসি রুটি ছিল···গুড় দিয়ে তাই খেয়ে শুয়ে পড়লো।

বিশুর হাতে শান্ত দিল চায়ের পেয়ালা। বিশু মুখে পেয়ালা তুলিল।

সমর মিত্র চাহিলেন বিশুর দিকে, বলিলেন—কোথায় গেছলে বিশু ? অত রাত্রে ফিরলে ?

শান্ত বলিল,—বারাশতের কাছে। তা অত রাত্রে ট্রেন নেই তো···

নিরুত্তরে বক্র দৃষ্টিতে বিশু একবার শান্তর পানে চাহিল। অভিজ্ঞ ডিটেকটিভ সমর মিত্রের চোখে বিশুর সে বক্র দৃষ্টি এড়াইল না! বিশু ভাবিল, এত ভাব হইয়াছে···কোথায় বারাশতের কাছে গিয়াছি, তাও বাহিরের এ-লোকটিকে বলা হইয়াছে!

বিশু বলিল—দেশে গিয়েছিলুম।

সমর মিত্র বলিলেন—দেশ!···বারাশতের কাছে? কোথায় বলো তো? আমার বাড়ীও যে ঐ বারাশতের কাছে। আমার গাঁয়ের নাম হলো কাশুন্দি। বারাশত থেকে আরো খানিক দূরে।···তোমার কোন্ গাঁয়ে বাড়ী?

বিশু বলিল—আমার গাঁয়ের নাম হলো হবিপুর। সেখানে কেউ নেই···জমি-জমা কিছু আছে···মাঝে মাঝে তাই যেতে হয়।

সমর মিত্র মনে মনে বলিলেন, হবিপুর!···কিন্তু হবিপুরের সঙ্গে আসল নাম তো মেলে না! মিথ্যা কথা বলিতেছ বাপু!

সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে আমাদের উপায় কি হবে বিশু? একবার আসবে আমার সঙ্গে? চেৎলা আর কতদূর বা এখান থেকে?

বিশু কি ভাবিল, তারপর বলিল,—এখনি যেতে পারবো না।

—কাল যেতে পারো?

বিশু বলিল—পারি। তবে ওবেলায়···সন্ধ্যার আগে।

সমর মিত্র বলিলেন—সন্ধ্যা হয়ে গেলে কিন্তু··মানে, একটা দিন নষ্ট হবে। এখন গেলে আজই দেখে-শুনে কাজটা সুরু করতে পারতে।

পুরোনো খাতা আমরা জোগাড় করেছি বৈঠকখানা রোড থেকে। এখন যদি যেতে পারো বিশু···লক্ষীটি ·

বিশু বলিল—না মশাই, এখন হবে না। হাতে এখন কাজ আছে।

বিশুর অলক্ষ্যে সমর মিত্র একবার তার মুখ-চোখের ভাব ভালো রকম লক্ষ্য করিয়া লইলেন, তারপর বলিলেন—আবার সন্ধ্যার দিকে দৌড় করাবে ?···আচ্ছা, যদি এক কাজ করো···

—কি কাজ ?

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার অন্য কাজ আছে বলছো, বেশ, সে কাজে কোনো বাধা না হয়·· তুমি একবার আমার সঙ্গে এসে খাতা দেখে পাকা কথা দাও যদি···দর দস্তর ঠিক করে আগাম বায়না দশ-বিশ টাকা বরং নিয়ে আসবে · তারপর কাল থেকে কাজটা ধরবে। কাল থেকে কাজটা নিতে পারবে তো ?

বিশু কি ভাবিল, ভাবিয়া বলিল—তা নিতে পারবো। কিন্তু দিনের বেলায় হবে না, বাবু। রাত্রে আমি কাজ করবো। রাত নটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত।

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার যখন সুবিধা হবে, করো। কিন্তু এখন একটিবার না এলে নয় ! তোমার কথা না পাওয়া ইস্তক আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।···তারপর যখন আমরা প্রায় এক-গাঁয়েরই লোক, তখন এ-দায়ে তোমাকে উদ্ধার করতেই হবে···

এ কথা বলিয়া নিপুণ অভিনেতার মতো মিনতির ভঙ্গিমায় সমর মিত্র বিশুর দু'হাত চাপিয়া ধরিলেন।

শান্ত বলিল—যা না···সত্যি, বাবু এত করে বলছেন···চেৎলা হয়ে তারপর অন্য কাজ যা আছে, করা যায় না ?

বিশু বলিল—না রে, তা হয় না। মানে, লোক আসবার কথা আছে···

শান্ত বলিল—লোক আসে, আমি খাতির করে বসিয়ে রাখবো'খন। সত্যিই তো, চেৎলা কতদূর বা! বাবু না হয় ট্যাক্সি করে নিয়ে যাবেন··· আবার সেই ট্যাক্সিতেই ফিরে আসবি!···কাল থেকে বাবু একেবারে হন্যে হয়ে আছেন তোর জন্যে···

কথাটা বলিয়া সহানুভূতির দৃষ্টিতে শান্ত একবার সমর মিত্রের পানে চাহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—আমার হয়ে তুমি একটু বলো শান্ত।

শান্ত কহিল— নে, যা···কতক্ষণ বা···ঘণ্টাখানেক লাগুক···

সমর মিত্র যেন অকূলে কূল পাইলেন, এমনি ভাবে বলিলেন—এই··· এই বলো তো···

বিশু বলিল—তাহলেও এখন পারবো না, বাবু···আপনি ঠিকানা দিয়ে যান। বেলা দশটার সময় আমি ঠিক যাবো। দশটার এক মিনিট এদিক-ওদিক হবে না।

সমর মিত্র বলিলেন—ঠিক তো? দেখো, না হলে মনিব ভারী রাগ করবে আমার উপর। তারা যা হয়ে আছে··নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দেছে একেবারে।

বিশু বলিল—যাবো, ঠিক যাবো। আপনি গোটা কতক টাকা রেখে যান বরং গাড়ী-ভাড়ার জন্যে···

ব্যাগ খুলিয়া পাঁচ টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া সমর মিত্র নোটখানা বিশুর হাতে দিলেন, বলিলেন—বেশ, এই নোটখানা তুমি রাখো···এর বেশী গাড়ী-ভাড়া লাগে, আড়তে গেলে পাবে।

শান্তর দৃষ্টি নোটের দিকে·· শান্ত বলিল···নোটখানা আমায় দে···তুই যা লক্ষ্মীছাড়া !

বিশুর হাত হইতে শান্ত নোটখানা এক-রকম কাড়িয়া লইল···

বিশু বলিল—আপনার নাম ? সেখানে গিয়ে খোঁজ করতে হবে তো···

সমর মিত্র বলিলেন—ও, দেখেচো আমার নামটাই তোমাকে বলা হয়নি ! আমার নাম অক্রুর গাঙ্গুলী। মনে থাকবে'খন—অক্রুর দূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আনতে গিয়েছিল বৃন্দাবন থেকে—আমিও তেমনি দূত হয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। মনে থাকবে তো—'অক্রুর-সংবাদ' যাত্রা আছে— যাত্রার সেই অক্রুর ! কেমন ?

শান্ত বলিল—খুব মনে থাকবে—অক্রুর—যাত্রায় দেখেছি। তবে সে অক্রুরের দাড়ি ছিল—সাদা পাটের বোঝা ! আপনি দাড়ি-গোঁফ-কামানো অক্রুর—

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—দাড়ি-গোঁফ কামানো অক্রুর—ঠিক বলেছো তুমি শান্ত ! তোমার খুব বুদ্ধি !

বিজয়-গৌরবের হাসি শান্তর চোখে-মুখে বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো বহিয়া গেল।

সমর মিত্র কহিলেন—এখন তোমার ভরসা শান্ত—ওকে ঠিক পাঠিয়ো।

শান্ত বলিল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন অক্রুরবাবু—বেলা দশটায় আপনাদের চেৎলার আড়তে ওকে ঠিক পাবেন।

—আঃ !—বলিয়া সমর মিত্র আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তারপর বলিলেন—আমি আসি। দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা—

হাসিয়া শান্ত বলিল—দুর্গা দুর্গা···দুর্গা···

বলিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া মা-দুর্গার উদ্দেশে সে ভক্তি নিবেদন করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বেহালার বাগান

পথে আসিয়া গলির মোড়ে সমর মিত্র দেখিলেন, ইমদাদ বিড়িওয়ালা এক জায়গায় বসিয়া গল্পে আসর জমাইয়া দিয়াছে। সকলের অলক্ষ্যে তাকে ইঙ্গিত করিয়া সমর মিত্র সোজা ট্রাম-রাস্তায় আসিয়া ট্রামে চড়িয়া বসিলেন। ইমদাদ তাঁর ইঙ্গিত বুঝিয়া তাঁর পিছনে আসিয়া সেই ট্রামে উঠিল।

খিদিরপুরের পুল পার হইয়া হেষ্টিংসের মাঠের ধারে আসিলে সমর মিত্র ট্রাম হইতে নামিলেন। ইমদাদও সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়িল।

মাঠে দুজনের সাক্ষাৎ।

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি এখনি যাও···যে বাড়ীতে গিয়েছিলুম, সে বাড়ীর উপর নজর রাখবে। ও-বাড়ীতে অন্য লোক আসবার কথা আছে। কে আসে, তার উপর নজর রেখো। আমি এখনি সাজ বদ্‌লে ওখানে যাবো। তোমার সঙ্গে দেখা হবে···তারপর যা হয়···বুঝলে?

ইমদাদ হুঁশিয়ার জমাদার। ক' বছর এস-বিতে কাজ করিয়া তার কুট-বুদ্ধি আরো দশগুণ বাড়িয়াছে! সমর মিত্রের কথায় তখনি সে একখানা ফির্তি চল্তি-বাসে উঠিয়া বসিল।

সমর মিত্র একখানা ট্যাক্সি লইয়া তাহাতে চড়িয়া গৃহে ফিরিলেন এবং নিমেষে সাজ-পোষাক বদলাইয়া পেশোয়ারী সাজিয়া সেই ট্যাক্সিতে চড়িয়া ব্রজরাজ লেনের মোড়ের কাছে আসিয়া ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিলেন।

ইমদাদের সঙ্গে দেখা। ইমদাদ বলিল, একজন বাঙালী ভদ্রলোক ও-বাড়ীতে বিশুর কাছে গিয়াছে···এখনো বাহির হয় নাই।

বেলা তখন ন'টা।

সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা, আমি গেঁদুর হোটেলে বসি। তুমি নজর রাখো।

সমর মিত্র গেঁদুর হোটেলে ঢুকিলেন। বলিলেন—এক গ্লাশ সরবৎ দাও তো···

হোটেলওয়ালা গেঁদু খাতির করিয়া গ্লাশ ভরিয়া সরবৎ দিল। ষ্ট্র দিয়া এক-ঢোক সরবৎ গলাধঃকরণ করিয়া সমর মিত্র পথের পানে চাহিয়া রহিলেন· শিকারী যেমন শিকারের জন্য ওৎ পাতিয়া থাকে, তেমনি ভাবে!

পাঁচ মিনিট···দশ মিনিট···বিশ মিনিট···আধ-ঘণ্টা কাটিয়া গেল···

সমর মিত্র কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। কে লোক আসিয়াছে·· যার জন্য বিশু বাহির হইতে চায় না!···

তিনি হোটেলের বাহিরে আসিলেন···ইমদাদের পানে নজর পড়িল। ইমদাদ এক নেপালী স্ত্রীলোকের সঙ্গে হাসি-গল্প জমাইয়া

দিয়াছে…এমন যে তাকে দেখিলে সে পুলিশের লোক…এখানে শিকারেই জন্য ওৎ পাতিয়া আছে, বুঝিবার জো নাই!

সমর মিত্র চুপ করিয়া হোটেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন…দৃষ্টি বিশুর বাড়ীর দিকে।

আরো প্রায় পনেরো মিনিট কাটিল…

বাড়ী হইতে বিশু বাহির হইল, তার সঙ্গে হ্যাটকোট-পরা একজন বাঙালী ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ। দেখিতে সুপুরুষ।

সমর মিত্র কাঠের মূর্ত্তির মতো নিশ্চল নিস্পন্দ…তিনি ইমদাদের পানে চাহিলেন। ইমদাদ তাঁর পানেই চাহিয়া আছে। সমর মিত্র আঙুল নাড়িয়া কি সঙ্কেত করিলেন…ইমদাদ মাথা নাড়িল। এ ইঙ্গিত আর কেহ লক্ষ্য করিল না। লক্ষ্য করিবার হেতু কাহারো ছিল না!

বিশু এবং সেই ভদ্রলোক…কথা কহিতে কহিতে এইদিকেই অগ্রসর হইতেছিল…

তারা কাছে আসিল। বিশুর কথা কাণে গেল। বিশু বলিতেছে—বেলা ঠিক চারটে…কেমন?

ভদ্রলোকটি বলিল—হ্যাঁ, প্রিন্সেপ ঘাটের সামনে লনে।…

বিশু বলিল—বেশ…

দুজনে আগাইয়া চলিল।

বাঘের মতো ইমদাদ ঝাঁপ দিবে! সমর মিত্র অঙ্গুলিসঙ্কেতে নিষেধ জানাইলেন। নিমেষে ইমদাদ অমনি নিস্পন্দ ষ্ট্যাচু!

বিশু এবং ভদ্রলোক গলির মোড় বাঁকিয়া বড় রাস্তায় চলিয়া গেল।

সমর মিত্র আসিলেন ইমদাদের কাছে; মৃদু স্বরে বলিলেন—তুমি বিশুর পিছু নাও ইমদাদ··একা পেলে এ্যারেষ্ট করবে। কোনো কথা নয়। যদি চেঁচামেচি করে, বলো সেক্সন ফিফ্‌টী ফোর···তারপর সোজা থানায় নিয়ে যাবে। থানায় এসে আমি যা হয় ব্যবস্থা করবো'খন! আমি ঐ সাহেবী-পোষাক পরা ভদ্রলোকের পিছু নিচ্ছি।

এ-কথা শিরোধার্য্য করিয়া ইমদাদ বড় রাস্তার দিকে চলিল···সমর মিত্র তার পিছনে চলিলেন।

ট্রাম-রাস্তায় আসিয়া বিশু ট্রামে চড়িবার উদ্যোগ করিতেছে··সে লোকটি দক্ষিণ-দিকে চলিয়াছে···এমন সময় ইমদাদ গিয়া বিশুর হাত ধরিল।

বিশু বলিল – কে?

ইমদাদ বলিল—পুলিশ···

বিশু বলিল—পুলিশের সঙ্গে আমার কোনো কালে দোস্তি নেই বাপু যে হাত ধরে টানাটানি করবে!

ইমদাদ বলিল—থানায় যেতে হবে আমার সঙ্গে। তোমার নামে গ্রেফতারী-পরোয়ানা আছে।

বিশু বলিল—দেখি পরোয়ানা···

ইমদাদ বলিল—থানায় গেলেই দেখতে পাবে।

বিশু বলিল—থানায় আমি যাবো না।

বিশু সবলে ইমদাদের বাহু-বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার প্রয়াস করিল। ইমদাদ কাঁচা লোক নয়···সজোরে সে

বিশুর হাত ধরিয়া টান দিল—এবং বাঁশী বাহির করিয়া সে-বাঁশীতে দিল ফুঁ···

চকিতে কোথা হইতে লাল-পাগড়ী একটা কনষ্টেবল আসিয়া দেখা দিল।

ইমদাদ বলিল—রামরূপ··· ই-আসামী···পাকড়ো···

রামরূপ কনষ্টেবল বিশুকে জাপ্টাইয়া ধরিল।

চকিতে ভিড় জমিয়া গেল।

বিশুকে পুলিশের হাতে বন্দী দেখিয়া সমর মিত্র দ্রুত-পায়ে অগ্রসর হইলেন···সাহেবী পোষাক ভদ্রলোক ঐ চলিয়াছে···

কে? হাঁটিয়া কোথায় যায়? এমন নির্বিকার ভাব যে পিছনপানে একটিবার ফিরিয়া তাকায় না! বিশু যদি ডাকিয়া সাড়া তোলে? সমর মিত্রের ভয় হইল, তাহা হইলে ও-লোকটি যদি ছুটিয়া পলায়?

কিন্তু বিশুর চারিদিকে তখন খুব ভিড় জমিয়াছে—এদিকে চাহিলেও ও-লোকটি বিশুর অবস্থা চোখে দেখিতে পাইবে না! তাছাড়া বিশুকে সে দেখিয়াছে ট্রামে চড়িবার উদ্যোগ করিতেছে—কাজেই বিশুর সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কারণ তার মনে জাগিতে পারে না!

খিদিরপুর ট্রাম-ডিপোর একটু আগে লোকটা মোটরে চড়িয়া বসিল। প্রাইভেট মোটর। জরাজীর্ণ দেহ! মোটরে নম্বর দেখিয়া সমর মিত্র নম্বর মুখস্থ করিয়া লইলেন। বুঝিলেন, লোকটা এইখানে মোটর রাখিয়া এতখানি পথ পায়ে হাঁটিয়া বিশুর ওখানে গিয়াছিল দরবার করিতে!

মোটরে সে একা—ড্রাইভার নাই!

লোকটা পিছনের শীটে বসিল; বসিয়া চারিদিকে চাহিল। সমর মিত্র বুঝিলেন, ড্রাইভার আছে এবং ও সেই ড্রাইভারের খোঁজ করিতেছে!

সমর মিত্র ভাবিলেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন! এই অবসরে একখানা ট্যাক্সি···

অদূরে খালি ট্যাক্সি মিলিল। ট্যাক্সিতে চড়িয়া সমর মিত্র ট্যাক্সিওয়ালাকে বলিলেন—ঐ মোটরের পিছনে-পিছনে যেতে হবে··· খুব সাবধানে। ও যেন জানতে না পারে!

ইতিমধ্যে ও-গাড়ীর ড্রাইভার আসিয়া পড়িল। চায়ের দোকানে চা খাইতে গিয়াছিল। ড্রাইভার আসিলে ভদ্রলোক তাকে ভৎর্সনা করিল। সে ভৎর্সনা সমর মিত্রের কাণে গেল না। তিনি তখন ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিয়াছেন এবং তাঁর ট্যাক্সি এইদিকে মোড় ঘুড়িয়া এ-মোটরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—প্রায় বিশ-হাত পিছনে।

ড্রাইভার মোটর চালাইল—সমর মিত্রের ট্যাক্সি চলিল মোটরের পিছনে।

একবালপুর লেন দিয়া ডায়মণ্ড হার্বার রোড—এবং সে রোড ধরিয়া মাঝের-হাটের রেলের পুল। রেলের পুল পার হইয়া গাড়ী চলিল বেহালার দিকে। ডগ্‌রেশের গ্রাউণ্ড ছাড়িয়া বেহালা থানা পার হইয়া ব্লাইণ্ড স্কুলের কাছে ডানদিকে এক গলির মধ্যে গাড়ী ঢুকিল।

গলির মোড়ে সমর মিত্রের ট্যাক্সি আসিয়া পৌঁছিল। সমর মিত্রের মনে চকিত-চিন্তা···গলির মধ্যে ট্যাক্সি লইয়া প্রবেশ করিবেন? যদি ওর মনে সংশয় জাগে—হঠাৎ এ পথে ট্যাক্সি?

কিন্তু চিন্তা নয়! গলির মধ্যে মোটর অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে···যদি চোখের আড়াল হইয়া যায়···কে জানে, হয়তো···তবু···না···

সমর মিত্রের কথায় গলির মধ্যে ট্যাক্সি প্রবেশ করিল···ছুদিকে বাগান, মাঠ, পুকুর, ছু-চারখানা বাড়ী···

প্রাইভেট-মোটর ঐ চলিয়াছে···ট্যাক্সিও প্রাইভেট-মোটরের চক্রাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিল।

ছু-তিনটা মোড় বাঁকিয়া একটা ভাঙ্গা মন্দির। মন্দিরের পর পথ সরু···সে-পথের ডানদিকে শুষ্কপ্রায় পঙ্ক-কর্দ্দমাক্ত একটা পুকুর। পুকুরে ছু-চারজন স্ত্রীলোক গা ডুবাইয়া স্নান করিতেছে। পথের অপর দিকে বাগান। বাগানের মধ্যে ঝোপ-ঝাপের আড়ালে একখানি জীর্ণ গৃহ···

লোকটা মোটর হইতে নামিয়া ড্রাইভারকে কি বলিল···তারপর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। একটু পরে গাড়ী রাখিয়া ড্রাইভার গাড়ী হইতে নামিল···নামিয়া সরু পথ ধরিয়া মোড় ঘুরিয়া নয়নান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মধ্য-পথে ট্যাক্সি থামাইয়া ট্যাক্সিতে বসিয়া সমর মিত্র এ দৃশ্য দেখিলেন। তারপর নিজের পেশোয়ারী-বেশ খুলিয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে বলিলেন—এগুলো গাড়ীতে থাকুক। আমি একজন আসামী ধরতে এসেছি। কথাটা যেন প্রকাশ না পায়! হুঁশিয়ার! কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাকে বলো পোর্ট-কমিশনারের বাবু এসেছে জমির নক্সা নিতে···পোর্ট কমিশনার এখানে জমি নেবে। বুঝলে?

বাঙালী ট্যাক্সিওয়ালা···অনুমানে বুঝিল, রহস্য আছে! মাথা নাড়িয়া সে বলিল—বুঝে নিয়েছি বাবু আপনি ভাববেন না।

আবগারী-কেশের অনেক বাবু আমার গাড়ী নিয়ে অনেক-বার··· বুঝলেন কি না···

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—ও···তুমি তাহলে আমাদের লোক··· আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

বাঙালী ভদ্রলোকের বেশে সমর মিত্র আসিয়া সেই বাগানের সামনে দাঁড়াইলেন। চেহারার একটু পরিবর্ত্তন করিলেন·· কামানো গোঁফ ঢাকিয়া আধ-পাকা এক জোড়া গোঁফ লাগাইয়া মাথার কেশের উপর একটু টাক চড়াইয়া দিলেন। চেহারার যে-পরিবর্ত্তন ঘটিল, সমর মিত্র বলিয়া তাঁকে কেহ চিনিবে, সাধ্য কি!

এখানে লোকজনও কেহ নাই। পুকুরের দিকে চাহিলেন। একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছিলেন···

তিনি উপরে আসিলে সমর মিত্র তাঁকে প্রশ্ন করিলেন,—এখানে এই বাগান আর বাগানের মধ্যে বাড়ী···এ কার, জানেন?

বৃদ্ধা কহিলেন,—পেসন্ন চক্কত্তির।

সমর মিত্র বলিলেন—এ বাড়ী-বাগান কি ওঁরা বিক্রী করবেন?

বৃদ্ধা কহিলেন,—কে বিক্রী করবে? পেসন্ন চক্কত্তির থাকবার মধ্যে আছে এক বিধবা মেয়ে। সে মেয়ে পশ্চিমে থাকে। মেয়ের ছেলে সেখানে চাকরি করছে। এখানে তারা আসেনি আজ দশ বচ্ছর!

সমর মিত্র ভাবিলেন, খালি বাড়ী পড়িয়া আছে না কি?

সমর মিত্র বলিলেন—এ বাড়ীতে কে আছে তবে?

বৃদ্ধা কহিলেন—চক্কত্তির দূর-সম্পর্কের এক ভাগনে—বওয়াটে

ছোঁড়া। সে মাঝে-মাঝে থাকে। মাঝে মাঝে তার সব লোক-জনও কারা আসে!

আশার মৃদু রশ্মি! সমর মিত্র বলিলেন—মেয়ে-ছেলে কেউ থাকে না বুঝি?

বৃদ্ধা কহিলেন,—না। কিছুদিন আগে ভগীরথ একটা যাত্রার দল এনে ওর মধ্যে পুরেছিল। চক্কত্তির ভাগনের নাম ভগীরথ।

—বটে!...সমর মিত্র বলিলেন—আমি এদিকে একটু জায়গা-জমি খুঁজছি...কিনবো বলে। আমায় একজন দালাল বলেছিল, এই বাড়ী-বাগান বিক্রী আছে। তাই আমি এসেছিলুম।

বৃদ্ধা কহিলেন—জানি না বাবা...চক্কত্তির মেয়ে বামা যদি বেচবার কথা কাকেও বলে থাকে...

বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন।

সমর মিত্র দু'মিনিট দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন, তারপর বাগানে প্রবেশ করিলেন।

খানিকটা ঢুকিয়া দেখেন, ডান-দিকে বিচুলির তাগাড় পড়িয়া আছে... দুটো অস্থি-সার গাভী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া...উর্দ্ধমুখী...দু'চোখ মুদিতপ্রায়...

তিনি আরো অগ্রসর হইলেন। প্লোরের উপর এক-তলা বাড়ী... জীর্ণপ্রায়। সদরে গুল-বসানো কালো কপাট যেন কালি-ঝুল... সে-কপাটের দেহে ফাট।

কপাটে করাঘাত করিয়া সমর মিত্র ডাকিলেন,—শুনচেন...ও মশায়... বাড়ীতে কে আছেন?

ভিতর হইতে সাড়া আসিল,—কে?

সমর মিত্র বলিলেন—বাইরে থেকে আসছি···নাম বললে চিনতে পারবেন না। দয়া করে' একবার যদি বাইরে আসেন!

—দাঁড়াও··

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গলায় মলিন পৈতা···খাড়ড় গা—শীর্ণ-দেহ এক ভদ্রলোক আসিয়া দেখা দিল। সমর মিত্রের মুখে দু'চোখের স্তম্ভিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল—আপনি কাকে চান?

সমর মিত্র বলিলেন—ভগীরথ বাবুকে।

সে বলিল—আমার নাম ভগীরথ।

সমর মিত্র বলিলেন—ও—

ভগীরথ বলিল—আমার কাছে কি দরকার?

সমর মিত্র বলিলেন—এদিকে আমি একটু জায়গা-জমি খুঁজছিলুম। একজন দালাল বলেছিল, ভগীরথ বাবু আছেন—তাঁর বাড়ী-বাগান তিনি বিক্রী করবেন।

ভগীরথ বলিল—কে দালাল?

সমর মিত্র বলিলেন—তার নাম দ্বিজেন। শ্যামবাজারে থাকে।

ভগীরথ ভ্রূকুঞ্চিত করিল! আত্মগতভাবে বলিল—দ্বিজেন! তারপর বলিল—না, চিনি না।

সমর মিত্র বলিলেন—না চিনুন, তাতে ভালো বৈ মন্দ হবে না। মানে, আপনার সঙ্গে direct transaction হলে দালালী-বাবদ আপনার কতকগুলো টাকা বরবাদ হবে না!—তা ভালো কথা, আপনি কি এ বাড়ী-বাগান সত্যি বেচবেন?

একটা ঢোক গিলিয়া ভগীরথ বলিল—ন্যায্য দাম পেলে বেচবো ঠিক করেছি···

সমর মিত্র শিহরিয়া উঠিলেন! খুব তুখোড় লোক তো! কার সম্পত্তি তুই বেচিতে চলিয়াছিস্ রে!

সমর মিত্র বলিলেন—কেনা-বেচার ব্যাপার—অন্যায় দাম দিতে চাইলে আপনি নেবেন কেন? মানে, ন্যায্য দাম কত?

ভগীরথ বলিল—কত দাম আপনি দিতে পারেন?

সমর মিত্র বলিলেন,—জায়গা-জমি বাড়ী-ঘর না দেখে কি করে বলবো বলুন?

ভগীরথ বলিল—তবু আপনার আঁচ—মানে, আপনার দৌড় কদ্দুর, জানলে আমার দাম বলতে পারি।

সমর মিত্র বুঝিলেন, লোকটা শুধু তুখোড় নয়, রাম-তুখোড়!

তিনি বলিলেন—মানে, নেবু-বাগানে আমাদের মস্ত বাড়ী ছিল। আমি আর আমার ছোট ভাই দুজনে ছিলুম মালিক। সে-বাড়ী সম্প্রতি ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের গর্ভে গেছে—নগদ টাকা পেয়েছি। আমার শেয়ারে বিশ হাজার টাকা। আমার ইচ্ছা, কলকাতার বুকে আর বাড়ী কিনবো না—এ-অঞ্চল দিনে-দিনে যা হচ্ছে, এখানে খানিকটা বাগান-টাগান-শুদ্ধ বাড়ী তৈরী করে বাস করবো, ভেবেছি। এইজন্যই বেঙ্গলার আনাচে-কানাচে আজ দু'মাস ধরে ঘুরে কি খোঁজ না করছি, মশায়! গাড়ী-ভাড়াতেই তিন-চারশো টাকা বোধ হয় খরচ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমার আঁচ—জায়গা পছন্দ হলে আমি বারো হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পারি।

বারো হাজার! ভগীরথের বুকের মধ্যে যেন ট্যাকশাল্ ঝন্ঝন্ করিয়া উঠিল।

ভগীরথ বলিল—আমার এ বাড়ী-বাগান···মানে, বিক্রী করবার দরকার কিছু নেই। তবে আমি ভাবছি, বাইরে গিয়ে থাকবো। বনের মধ্যে সঙ্গী-সাবুদ নেই···বন্ধু-বান্ধবরা এতদূরে কেউ আসতে চায় না—এ যেন বনবাসী হয়ে আছি! আপনি পারেন দিতে এ বাড়ীর জন্য পনেরো হাজার টাকা?

সমর মিত্র বলিলেন—আজ্ঞে, না দেখলে কি করে বলবো?

—হুঁ···

প্রায় দু মিনিট ধরিয়া ভগীরথ কি ভাবিল; তারপর বলিল—বেশ, আসুন আমার সঙ্গে···দেখুন···

সমর মিত্র বলিলেন,—যাবো?

—হ্যাঁ। বাড়ীতে মেয়েছেলে কেউ নেই!

সমর মিত্র কৃতার্থ হইলেন। মোটরে চড়িয়া এইমাত্র যিনি আসিয়াছিলেন, গৃহমধ্যে যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তাহা হইলে সুবিধা করিয়া একটু আলাপ-পরিচয়···

সমর মিত্রকে লইয়া ভগীরথ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বড় বড় ঘর, দালান, উঠান···এককালে মা-লক্ষ্মী এ গৃহে বাস করিয়াছেন···তাঁর পদচিহ্ন এখনো এ জীর্ণ গৃহে পংখের কাজ-করা দেওয়ালে, পাথরের মেঝেয় সুস্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে!

ঘর-দালান দেখিতে দেখিতে সমর মিত্র আসিলেন মাঝখানের বড় ঘরে। ঘরের দুধারে দুখানা তক্তাপোষ। তক্তাপোষে মলিন

শয্যা—দড়ির আলনা…আলনার গায়ে কোট আর টাই ঝুলিতেছে—পেরেকের গায়ে একটা সোলার হ্যাট…

বুঝিলেন, এ সেই সাহেবের! বলিলেন—এ সব কার?

ভগীরথ বলিল—ও আমার এক বন্ধু এসেছে একটু আগে… চুণী দত্ত…তার। সে নাইতে গেছে…

পুলিশের কাজে প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকিলেও সমর মিত্রের মনে কল্পনা এখনো নানা সুরে বাঁশী বাজায়! সমর মিত্র ভাবিতেছিলেন, অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হয়তো এ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন ডায়ামণ্ড-হার্বারের মহেশ্বর বাবুর কন্যা প্রতিমা…সাশ্রুনয়নে ভূলুণ্ঠিতা রহিয়াছে!

কিন্তু সে লক্ষণ দেখা গেল না বলিয়া তাঁর মনে বেদনা জাগিল। ভাবিলেন, মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া এতখানি সময় নষ্ট না করিয়া যদি ওয়াটগঞ্জ থানায় যাইতাম! বিশুকে খোঁচা দিলে এতক্ষণে হয়তো অনেক কথা জানিতে পারিতাম!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কাপ্তেনী চাল্

কথা কহিতে কহিতে সে ভদ্রলোক স্নান সারিয়া ঘরে আসিলেন। পরণে লুঙ্গি, গায়ে সামার-কুল গেঞ্জির উপরে লম্বা তোয়ালে জড়ানো।

ভদ্রলোক আসিলে ভগীরথ বলিল—ইনি এই বাড়ী-বাগান কিনবেন বলে দেখতে এসেছেন, চুণী।

এ ভদ্রলোকের নাম চুণী! চুণী দত্ত?

চেহারা দেখিয়া সমর মিত্র চিনিলেন, ইনিই সেই বিশুর বাড়ীফেরা সাহাব!

তোয়ালের খুঁটে কাণের জল মুছিতে মুছিতে চুণী বলিল,—ও···বাড়ী পছন্দ হলো?

ভগীরথ চাহিল সমর মিত্রের পানে। সমর মিত্র বলিলেন—যতক্ষণ দামের হদিশ না পাচ্ছি, ততক্ষণ কি করে বলবো?

চুণী বলিল—তুমি কত দাম চাও, ভগীরথ?

ভগীরথ বলিল—কত হলে দেওয়া যায়? এ সব জায়গা একদিন বটে বাঁশবন ছিল! কিন্তু এখন কি ভিড় জমছে, দেখছো তো!

চুণী বলিল—কতখানি জমি আছে?

ভগীরথ বলিল—তা, দেড় বিঘেটাক হবে!

চুণী বলিল—কাঠা এখানে কত করে? সাত-আটশো?

ভগীরথ বলিল—গলির মধ্যে সেদিন একটা ছোট জমি বিক্রী হয়ে গেছে · পাঁচশো করে কাঠা!

চুণী বলিল—পাঁচশো করে ধরলে দেড়-বিঘের দাম হবে পাঁচশো ইন্‌টু ত্রিশ অর্থাৎ পনেরো-হাজার! তার উপর বাড়ীর দাম··

সমর মিত্র বলিলেন—বাড়ীতে কিছু নেই! ইট-কাঠ গুঁড়ো হয়ে গেছে। কিনলে এ-সব ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে' নতুন বনেদ তুলে আমাকে গড়তে হবে!

চুণী বলিল—পনেরো হাজার হলে ছাড়া যায়···কি বলো ভগীরথ?

সমর মিত্র বলিলেন—মেরে-কেটে আমি বারো হাজার পর্য্যন্ত দিতে পারি। বললুম তো ভগীরথ বাবু, আমার যা পুঁজি···

ভগীরথ বলিল—বারো হাজারে হয় না মশায়। দালাল-টালাল নেই···নেট পনেরো হাজার পেলে আমি ছাড়তে পারি।

সমর মিত্র বলিলেন—পনেরো হাজার দিতে পারবো না! বারো হাজারে যদি রাজী হন, কাল ভালো দিন আছে· আমি বায়না করতে প্রস্তুত।

ভগীরথ চাহিল চুণীর পানে···চুণী বলিল—বেশ, কাল আপনি আসবেন। আমরা ইতিমধ্যে পরামর্শ করে দেখি।

সমর মিত্র বলিলেন,—কাল কখন্ আসবো, বলুন?

ভগীরথ বলিল—এমনি সময়ে···

সমর মিত্র বলিলেন—আচ্ছা।

দড়ির আনলায় তোয়ালে রাখিয়া চুণী বলিল—অন্নের কি ব্যবস্থা করলে ভগীরথ? বেলা বারোটায় বেরুতে হবে ··অনেক কাজ আছে।··· বাড়ীতে বসে জিরুলে চলবে না···

ভগীরথ বলিল—হুঁ। ময়নাকে বলে এসেছি। সে ঠিক দশটায় ভাত নিয়ে আসবে তোমার আমার।

চুণী বলিল—ময়না এখনো তোমায় মেনে চলছে? কথার শেষে চুণীর অধরে বক্র হাসির রেখা।

ভগীরথ বলিল—হুঁ।

চুণী তক্তাপোষে বসিল; বসিয়া টিন হইতে সিগারেট লইয়া ধরাইল।

সমর মিত্র দেখিলেন, এখানকার কাজ শেষ···কোনো ছলে অপেক্ষা করা চলে না! শুনিলেন, বারোটায় চুণীর কি কাজ আছে—সে বাহির হইবে। বারোটা পর্য্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করা সহজ নয়! তার উপর তাঁকে যাইতে হইবে ওয়াটগঞ্জ থানায়···তারপর ডায়মণ্ড হার্বার! তাছাড়া ঠিক করিয়াছিলেন, বৃকোদর এটর্ণির অফিসে গিয়া একবার উদয় হইবেন! কান্তি সাজিয়া কে আসিয়া এ-অভিসন্ধির মূলে দাঁড়াইয়াছে···মনে আশার বিদ্যুৎ-চমক! তারপর এখানকার কার্য্য-কলাপ যা দেখিতেছেন···পরের সম্পত্তি ভগীরথ নিজের বলিয়া পদ্মা-পারে চালান দিবার জন্য যেরূপ নির্ভীক চিত্তে প্রস্তুত···এ-কাজে এ দলটির নৈপুণ্য নিশ্চয় অসাধারণ-রকমের!

এখন কি করা যায়? তিনি যেন চিন্তার সমুদ্রে পড়িলেন···

চুণী বলিল—কাল সকালে আপনি তাহলে আসবেন।··হ্যাঁ, আপনার নাম?

সমর মিত্র বলিলেন—আমার নাম প্রবোধ রায়।

—কোথায় থাকেন?

সমর মিত্র বলিলেন—চাঁপাতলা।

—ও···আচ্ছা, আপনি তাহলে আসুন।

এ কথার পর আর দাঁড়াইয়া থাকা চলে না। চলিয়া আসা ভিন্ন উপায় নাই! সমর মিত্র বাহির হইয়া আসিলেন।

মনে চিন্তার রাশি যেন মাকড়সার জাল বুনিতেছে! কোন্ দিকে যাইবেন? ওদিকে ডায়ামণ্ড হার্বার···এখানে বেহালায় চুণী এবং ভগীরথ সমরায়োজন করিতেছে—তারপর ওয়াটগঞ্জ থানায় বন্দী বিশু···আবার এটর্ণি-পাড়ায় এটর্ণি বৃকোদর মল্লিক! মনে হইল, এক মুহূর্ত্তে পৃথিবী যেন ফাঁশিয়া গিয়াছে···এবং তার সে-ফাটল বহিয়া অজস্র ফন্দীঅভিসন্ধি একরাশ সাপের মতো ফণা তুলিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে! কোন্ দিক তিনি সামলাইবেন?

দীপুর কথা মনে পড়িল। বেহালা-থানা হইতে দীপুকে ফোন্ করিবেন? দীপু তাঁর সাকরেদ··শিষ্য···অনুগত। ঠিক! দীপুকে ডাকা যাক!

সমর মিত্র গলির মোড়ে আসিয়া ট্যাক্সিতে চড়িলেন। সেখান হইতে আসিলেন বেহালা-থানায়।

পরিচয় দিয়া টেলিফোন রিসিভার ধরিয়া তিনি ডাকিলেন দীপুকে।

দীপু গৃহে ছিল। রিসিভার ধরিল, কহিল—হ্যালো··

সমর মিত্র তাকে বলিলেন—আমি সমর মিত্তির। বেহালা-থানা থেকে তোমাকে ফোন্ করছি। এখনি একখানা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে এসো। সোজা বেহালা থানায় এসো। আসবার সময় আমার বাড়ী থেকে কালো রঙের ব্যাগটা নিয়ে এসো, তার মধ্যে কতকগুলো মেক-আপের সরঞ্জাম পোরা আছে। চট্ করে এসো···

দীপু কহিল—পাঁচ-মিনিটের মধ্যে আমি ষ্টার্ট করছি···

রিসিভার রাখিয়া সমর মিত্র থানার বাহিরে আসিলেন। অফিসার নন্দিকেশ্বর বলিল—আমাকে দরকার আছে ?

সমর মিত্র বলিলেন—আপাততঃ নয়। এখন সবে বইয়ের পাতা খুলছি···গোড়ার উপক্রমণিকা! আরো দু' তিন চ্যাপটার না এগুলে ঠিক বুঝতে পারছি না!

কথাটা বলিয়া সমর মিত্র আবার আসিয়া ট্যাক্সিতে বসিলেন, বলিলেন—চালাও ওয়াটগঞ্জ-থানা।

ওয়াটগঞ্জ-থানায় আসিয়া দেখেন বিশু থানার অফিস-ঘরে বসিয়া আছে···মুখে কথা নাই···স্তম্ভিত মূর্তি!

সমর মিত্রকে দেখিয়া বিশু বলিল—বড় বাবু! থানায় কি মনে করে?

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার নাম ?

বিশু বলিল—কোন্ নাম চান ?

সমর মিত্র বলিলেন,—তোমায় তো চিনতে পারছি না···

বিশু বলিল,—চেনবার কথা নয়। আপনি কারবার করেছিলেন আমার গুরুর সঙ্গে। ভোঁদা···মনে পড়ছে না? গফুর? হরকুমার তার অনেক নাম! সেবারে আমি হাত ফসকে গিয়েছিলুম!

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে সমর মিত্র বলিলেন,—গফুর!···ভোঁদা!···না বাপু, মনে পড়ছে না।

বিশু বলিল—মনে না পড়ে বহুৎ আচ্ছা!···মোদ্দা আমাকে এঁরা কেন এনেছেন, বুঝতে পারছি না। সুনীল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বলিলেন, যেজন্য এনেছি, বুঝবে লালবাজার থেকে

তোমার বিধাতা এলে! কে সে বিধাতা, এতক্ষণ ভেবে ঠাওরাতে পারছিলুম না!

এ কথাগুলো সমর মিত্রের কাণে গেল না। তিনি ভোঁদার কথা ভাবিতেছিলেন! ভোঁদা? কৈ, না, মনে পড়িতেছে না। একটা অস্বাস্ত বোধ করিলেন। বিশু, বলিল ভোঁদা তার গুরু! কে? কে ভোঁদা?

সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—তুমি যে বললে ভোঁদা···আরো কিছু বলো দিকিনি···কোন্ কেশে কবে তার সঙ্গে আমার কারবার হয়েছিল?

বিশু বলিল—না বাবু, আর নয়! বেফাঁশে কথাটা বেরিয়ে পড়েছে! কে জানে, সে-নাম চিনলে তার খেই টেনে আমাকেও শেষে কি ফ্যাশাদে জড়াবেন! আপনাদের সঙ্গে কথা কওয়া ঝকমারি!

সমর মিত্র বলিলেন—তুমি তো শেষ জেল থেকে বেরিয়েছো··· বোধ হয় ছ'মাস! না? দাঁড়াও··কি নাম ছিল তোমার? দীননাথ! না, দয়ারাম!··হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমিই তো লালগোপাল! এবারে বিশু-নাম নিয়েছো!

বিশুর মুখের উপর যেন চাবুক পড়িল··তার মুখ তেমনি বিবর্ণ! বিশু কোনো কথা বলিল না; অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

সমর মিত্র ডাকিলেন—দরোয়াজা···

একজন কন্‌ষ্টেবল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

সমর মিত্র বলিলেন—সুনীল আছে?

কন্‌ষ্টেবল বলিল—এনকোয়ারিতে বেরিয়েছেন··

বিশু বলিল—সত্যি বাবু, আমি কোনো কিছু করিনি···মিছামিছি আমায় টানাটানি করেন কেন?

সমর মিত্র বলিল—উপায় নেই বাবু! তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক যা দাঁড়িয়েছে, অহি-নকুলের!···আচ্ছা বিশু, একটা কথা বলবে? সত্যি কথা? তাহলে তোমার উপর যাতে উপদ্রব না হয়, আমি সে-চেষ্টা করবো।

বিশু বলিল—বলুন বাবু···যদি জানি, কেন বলবো না?

—হুঁ! এমন সুমতি হয়েছে! বেশ! বলিয়া সমর মিত্র বলিলেন—ভগীরথকে চেনো? বেহালার ভগীরথ?

বিশু চমকাইয়া উঠিল! সমর মিত্র তাহা লক্ষ্য করিলেন।

সমর মিত্র বলিলেন,—বলো···

বিশু বলিল—কেন বলুন তো?

সমর মিত্র বলিলেন—বেশ, তাহলে আর একটু বলি, শোনো। তার নামে কেশ হয়েছে। বেহালায় তার এক আত্মীয়ের বাড়ী আছে, বাগান আছে···সে আত্মীয়রা থাকেন পশ্চিমে। ভগীরথ সেই বাড়ী-বাগানের মালিক বলে একজনকে তা বেচতে চলেছে · বায়নার জন্য টাকা নেছে পাঁচশো! যাকে ঠকিয়েছে লালবাজারে সে নালিশ করেছে। ভগীরথ শুধু আসামী নয়, তার দোশর আছে···দোশরের নাম চুণী দত্ত!

বিশু কোনো জবাব দিল না···কাঠের পুতুলের মতো স্তম্ভিত নির্ব্বাক্ বসিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন,—বলো···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিশু বলিল—না হুজুর, আমি ওদের কাকেও চিনি না···

সমর মিত্র বলিলেন—চেনো না! অম্লান বদনে মিথ্যা কথা বলছো!··· আর কেউ যদি সাক্ষী দিয়ে থাকে যে ঐ চুনী দত্ত আর ভগীরথ তোমার কাছে হামেশা যাওয়া-আসা করে?

বিশু চুপ করিয়া রহিল···দু' চোখে অবিচল দৃষ্টি সমর মিত্রের মুখে নিবদ্ধ! যেন সমর মিত্রের মুখে আর-কাহার মুখের প্রতিবিম্ব সে প্রতিফলিত দেখিতেছে!

থানার রাইটার আসিল··তার হাতে কালি এবং আঙুলের ছাপ লইবার কাগজ। বলিল—এনেছি স্তর···

সমর মিত্র বলিলেন,—ওর দশ আঙুলের ছাপ নাও, নিয়ে আমায় দাও···আমি এখনি লালবাজারে যাবো···হ্যাঁ, একে হাজতে রাখবে। সুনীল বাবু এলে তাঁকে বলো, এখন জামিন দেবেন না। তারপর তিনি চাহিলেন বিশুর পানে। চাহিয়া বলিলেন—তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী পাওয়া গেছে···ঐ ভগীরথ আর চুনীর সঙ্গে মিশে বেহালার বাড়ী-বাগান বেচার ব্যাপারে তোমারও যোগাযোগ আছে। তাই তুমি গ্রেফ্‌তার হয়েছো···বুঝলে?

বিশু কোনো কথা বলিল না।

তার দশ আঙুলের টিপ লইয়া সমর মিত্র থানা হইতে বাহির হইয়া বেহালার পথে ফিরিলেন। ফিরিয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে বলিলেন—ঐ গলির মোড়ে তুমি গাড়ী রাখো। ও গাড়ী আসছে দেখলে তখনি থানায় খপর দেবে—বুঝলে?

দীপু অচিরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সমর মিত্র দীপুর হাত হইতে ব্যাগ লইয়া নন্দিকেশ্বর বাবুর অফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—ভোল বদলে নি···

দীপু বলিল—কি সাজে সাজবেন ?

সমর মিত্র বলিলেন—আগে সাজি, তারপর দেখো !

পাঁচ মিনিট পরে মাড়োয়ারি সাজিয়া সমর মিত্র বাহিরে আসিলেন। হাসিয়া দীপুকে বলিলেন,—আমার নাম হাজারিমল্ আগরওলা···

দীপু বলিল—হাজারিমল বাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ?

সমর মিত্র বলিলেন—আমি ফিল্ম-কোম্পানির মালিক। তুমি আমার প্রোডাকশন-ম্যানেজার।

দীপু বলিল—তারপর ?

সমর মিত্র বলিলেন—তোমার ট্যাক্সি নিয়ে এসো তো আমার সঙ্গে···মাথায় একটা আইডিয়া জেগেছে।

দুজনে সোজা গলির মধ্যে আসিলেন। অদূরে তাঁর সেই ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া আছে···

দীপুর ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া সমর মিত্র দীপুকে লইয়া ভগীরথের গৃহাভিমুখে চলিলেন।

সেই ফটক···

সমর মিত্রের শিক্ষায় বাহির হইতে দীপু ডাকিল—ভগীরথ বাবু আছেন ?

দ্বার খুলিয়া ভগীরথ বাহিরে আসিল। বলিল—কি চাই ?

দীপু বলিল—ইনি হাজারিমল আগরওলা···জাইগান্টিক ফিল্মকোম্পানি

করেছেন। নতুন ছবি তোলা হবে...আপনি একজন ভালো এ্যাক্টর... শুনেছি, মেক-আপে আপনার অসাধারণ ক্ষমতা...তাই আপনার কাছে আসা...

ভগীরথ বলিল—এখন কথা কবার সময় হবে না...বেরুচ্ছি। এটর্ণি-পাড়ায় যেতে হবে...

মাড়োয়ারি-ঢঙের বাঙলায় সমর মিত্র বলিলেন—এটর্ণি-পাড়া! ও হামিও সেখানে যাচ্ছে বাবুসাব! এটার্ণি বৃকোদরবাবু...উন্‌হার আপিস। আপুনি কোন্ এটার্ণি-বাবুর আপিসে চলিয়েছেন?

ভগীরথ বলিল—বৃকোদর বাবু? আমি তাঁকে চিনি...

সমর মিত্র বলিলেন—তাহলে তেনার ওখানে যদি আপনার কাম সেরে আসেন। দিনটা আজ ভালো আছে বাবু-সাব...আপনার যা দাম তা হামি ঠিক দেবে...হামার দিল্ আছে...দুশরা ফিল্মওলার মাফিক হামি কঞ্জুষ নহি...

কথাটা বলিয়া সমর মিত্র হাঁসলেন।

ভগীরথ সমস্যায় পড়িল। মাছ আসিয়া ঘাই দিতেছে ছাড়িয়া দিবে?...কিন্তু ও'দকে...

ভগীরথ বলিল—বেশ, বেলা দুটোর সময় আপনারা বৃকোদর বাবুর অফিসে আসবেন। আমিও কাজ সেরে বেলা দুটোয় সেখানে যাবো...

সমর মিত্র বলিলেন—ঠিক বাত?

ভগীরথ বলিল—ঠিক বাত...

সমর মিত্র বলিলেন,—রাম রাম বাবু—(দীপুকে বলিলেন),—আইয়ে ম্যানেজার বাবু...এখোন্ তোনাকে ঐ বিল্লী বিবির কাছে যাতি

হোবে—ও-আর্টিষ্টের উপর বজরঙ্গির ভারী ঝোঁক! বিল্লী বিবি তো পান্‌শো রুপি তলব মাংছে···একশো টাকার জন্য আর টানাটানি কোরে কি হোবে? বিল্লীকে ফিক্স করিয়ে দিন।

এ কথার পর সমর মিত্র আর এক-নিমেষ দাঁড়াইলেন না···দীপুকে লইয়া ফিরিলেন।

ফিরিলেন ট্যাক্সিতে। বেহালা থানায় ভোল বদলাইয়া বলিলেন,—দুটি খেয়ে নিয়ে সুট পরে' বৃকোদর মল্লিকের অফিসে কোনো ছলে গিয়ে অধিষ্ঠিত থাকবো। বেলা দুটোয় তুমি বৃকোদরের অফিসে হাজির হবে। যা বলবে যা করবে, শিখিয়ে দেবো।

দীপু বলিল—মহাযুদ্ধের আয়োজন করছেন!

সমর মিত্র বলিলেন—সেত ফণীবাবুর খুনের তদারকীতে বেরিয়ে যে ঘটনা-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি—ওঃ, সত্যি দীপু, শুনলে তোমার তাক্ লাগবে! এর কাছে কোথায় লাগে তোমার ওল্ডম্যান্ বেদব্যাসের অষ্টাদশ-পর্ব্ব মহাভারত!

স্যুট পরিয়া বিলাত-ফেরত-বেশে সমর মিত্র যখন বৃকোদর মল্লিকের অফিসে আসিলেন, বেলা তখন সাড়ে এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

একখানি কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। কার্ডে ইংরেজীতে লেখা ছিল,

এন, ডাট্ জেমিন্দার

কার্ড পাঠাইয়া অপেক্ষা করিতে হইল না। তখনি বৃকোদরের খাশ-কামরায় ডাক পড়িল।

খাশ কামরায় বিরাট দেহে বৃকোদর মল্লিক বসিয়া আছেন—আশে-পাশে আরো পাঁচ সাতজন লোক। সমর মিত্র দেখেন, তাদের মধ্যে বেহালার সেই দুই বন্ধু চুণী দত্ত এবং ভগীরথ বিরাজ করিতেছে। বাকী লোকগুলার বিমলিন দীন-মূর্তি···দেখিলে রোঁয়া-ওঠা শালিক বলিয়া ভ্রমণ হয়! যেমন জীবকে এটর্ণি-পাড়ার দু'চারিটা বিশেষ অফিসে কার্ণিশের পায়রার মতো সারাক্ষণ হাজির দেখা যায়, তেমনি ইহাদের মূর্তি! সমর মিত্র বুঝিলেন, এই লোকগুলাই এ-পাড়ার ঘুঘু!

কামরায় প্রবেশমাত্র একটা কথা সমর মিত্রের কাণে প্রবেশ করিল···চুণী দত্তর কথা। চুণী বলিতেছিল—বাড়ীখানার 'পজেশন' সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করুন—চট্‌পট্···গহনা-গাঁটিও আছে···অনেক টাকা দামের···তিন-চার পুরুষের গহনা একেলে বাজে মাল নয়, মশায়!

সমর মিত্রের প্রবেশ-হেতু বৃকোদরের উত্তর দিবার অবকাশ মিলিল না।

সমর মিত্রকে খাতির করিয়া বসাইয়া বৃকোদর বলিলেন—কোথা থেকে আসছেন?

সমর মিত্র আড়-আড়-কণ্ঠে ইংরেজীতে বলিলেন—কলকাতা সহর থেকেই আসছি···

—কি কাজ?

—একটু দরকারে আসতে হয়েছে।···মানে, কিছু টাকা চাই··· পরশুর মধ্যে।

—কত টাকা?

—পাঁচ হাজার। সুদ যা চান·

—সিকিউরিটি ?

মৃদু হাস্যে সমর মিত্র বলিলেন—আড়ালে বল্‌তে চাই···

বৃকোদর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের পানে চাহিলেন, বলিলেন,—ভগীরথ, চুণী তোমরা পাশের অফিস-কামরায় যাবে একটু ?

বিনা-বাক্যে সকলে চলিয়া গেল।

সমর মিত্র তখন বৃকোদরের গাঁ ঘেঁসিয়া বসিলেন, বসিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—মধুবাণীর নাম জানেন নিশ্চয় ? হুগলী জেলার মধুবাণী ? আমার বাবা নরসিং দত্ত হলেন সেখানকার জমিদার। তিনি এখনো বেঁচে আছেন। বেজায় কঞ্জুস ! অথর্ব্ব হয়ে পড়েছেন তবু একটি পয়সা তাঁর হাত দিয়ে গলে না। · আমার নাম নেপেন দত্ত। কাজেই কার্ডে এন, ডাট ঠিক আছে···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সমর মিত্র হাসিলেন।

বৃকোদর সাগ্রহে এ কাহিনী শুনিতেছিল ; শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—তার পর ?

মৃদু হাস্যে সমর মিত্র বলিলেন—তারপর বলতে ডেলিকেসি হচ্ছে ···কিন্তু দেখুন, উকিল-এটর্ণির কাছে অকপটে সব কথা বলা উচিত। মনের মধ্যে আসল কথা পুষে রেখে লাভ নেই। মানে বিশুকে জানেন তো ? খিদিরপুরের বিশু···লালগোপাল। তার অনেক নাম আছে মশায় ! তার মারফৎ দুচারবার এমন কাজ করেছি · আপনার নাম করে সে আমায় বলেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে। তাও আজ নয়, মাসখানেক আগে বলেছে। নিরুপায় হয়ে লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়ে আজ আমি মশায়ের শরণ নিচ্ছি···

কথা শেষ করিয়া সমর মিত্র বিনয়ের ভারে একেবারে অবনত হইলেন।

বৃকোদর বলিল—বলুন···আমার কাছে মনের কপাট খুলে সব কথা বলুন দেখি, যদি আপনার উপকার করতে পারি!

সমর মিত্র বলিলেন—বাবার ব্লাডপ্রেশার···কখন কি হবে, কিছু ঠিক নেই! তা ছাড়া আমার নাম-সই আর বাবার নাম-সই··· হুবহু এক! বাবার কত চেক আমি সই করে টাকা নিয়েছি, তার হিসেব নেই। মানে, কি জানেন, আমি চাই আপ-টু-ডেট হয়ে বাঁচতে। বাবা বলেন, টাকা খরচ করিস্ নে! হুঁঃ, এ বয়সে যদি আমোদ-আহ্লাদ না করলুম, তাহলে বয়সটার অপমান···আর টাকা রয়েছে যখন! জানেন বৃকোদর বাবু, বাবার সিন্দুক খুলুন, দেখবেন নগদ বিশ হাজার টাকার নোট সাজানো রয়েছে···থরে থরে। তার উপর তিন-চারটে ব্যাঙ্ক!

ভূমিকার এত টাকার বিবরণ···বৃকোদরের বুকের মধ্যে যেন কারেন্সির ঝনঝনি জাগিয়া উঠিল! বৃকোদর বলিল—কি বল্‌তে চান, বলুন···

সমর মিত্র বলিলেন—মানে, বাবার নাম সই করে এ টাকাটা আমি নিতে চাই···ব্যাকডেট দিতে বলেন, তাতেও রাজী। মানে, সই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করবেন না। বলেন, বাবা কলকাতাতেই আছেন ···তাঁর শ্রীহস্তের সই দেখতে চান, সে বন্দোবস্তও আমি করতে পারি!

বৃকোদর একেবারে থ! অফিস খুলিয়া বহু কাপ্তেন লইয়া কাজ করিয়াছে। কিন্তু এমন দিল্‌দার বুদ্ধিমান কাপ্তেন কখনো দেখে নাই!

বৃকোদরের দুই চক্ষু পদ্মপলাশের মতো বিস্ফারিত হইল; এবং সেই বিস্ফারিত নেত্রে সে চাহিয়া রহিল সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র বলিলেন—অফিসের ফেরত আজ আসুন একবার আমাদের বাড়ী···বাবার সঙ্গে এমন বিজনেশ-কথা লাগিয়ে দেবো। হুঁঃ! আপনি বলবেন, লিটল্ রাশেল ষ্ট্রীটে যে-বাড়ী আছে, তার জন্য ভালো ভাড়াটে ঠিক করেছেন—মস্ত বড় সাহেব-অফিসার। বলবেন, আপনাকে অথরিটি লিখে দিতে। তখনি তিনি নিজের হাতে লিখে অথরিটি সই করে দেবেন। আপনি পরে ডিক্‌টেশন দিয়ে আমায় দিয়ে তা লেখাবেন, লিখে সই করবে···দেখবেন, সইয়ের প্রত্যেকটি অক্ষর···টান্‌টোন বিলকুল এক! সাদা চোখে বিশ্বাস না হয়, ম্যাগনিফাইং-গ্লাশ চোখে দিয়ে লেখা মিলিয়ে নেবেন! অর্থাৎ কি জানেন মশায়, কঞ্জুষ পয়সাওলা বাপ যদি তোষাখানার চাবি বগল-দাবা করে রাখেন, তাহলে সে বাপের নিরুপায় সন্তানকে কশরৎ করে' এ বিদ্যা শিখতে হয়। আমিও শিখেছি। বিদ্যা যা শিখেছি, এর জন্য প্রেমচাঁদী-ব্যবস্থা থাকলে আমি পি-আর-এস হতুম।

ভারী অদ্ভুত লোক তো! রত্ন! বৃকোদরের বিস্ময় পৃথিবী ছাড়িয়া এরোপ্লেনের মতো ঘর্ঘর রবে যেন আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল, ···সে বিস্ময়কে পৃথিবী যেন আপন-বক্ষে ধরিয়া রাখিতে পারে না!

সমর মিত্র বলিলেন—কি বলেন? পাঁচ হাজার লিখিয়ে আমায় দেবেন তিন হাজার! ব্যস, তাতেই আমার চলে যাবে। Word of honour, বুঝলেন মশায়···এথেল ডেভিশ্···নার্শের কাজ করে··· বেচারী দেখতে একেবারে এঞ্জেল! তার এক ছিটে হাসির দাম পাঁচশো টাকা! সে দু'মাসের ছুটী নিচ্ছে। তাকে কথা দিয়েছি, প্লেনে

করে’ তাকে নিয়ে বর্ম্মা ঘুরে আসবো। এ-কথা না রাখতে পারলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। আপনি যদি এথেলকে দেখেন, ইউ উইল সিম্পলি এ্যাডোর হার। কি বলেন? পারবেন আমায় সাহায্য করতে? একবার আপনার সঙ্গে যদি সম্পর্ক হয়, জানবেন, মধুবাণী-এষ্টেট আপনার। I shall be a slave to you…life-long slave. (আমি সারা-জীবন আপনার দাসানুদাস হইয়া থাকিব)।

বৃকোদর যে কি জবাব দিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। জানা নাই, চেনা নাই, লোকটা আসিয়া অদ্ভুত আবদার করিয়াছে! আশ্চর্য্য! যা-তা কাজ নয়…টাকা দিতে হইবে…নগদ টাকা! টাকা দিবার আগে খোঁজ-খপর লইব না? ভূমি-শূন্য রাজা? না, কি?

মন বলিল, কথাবার্ত্তা শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছ না বাপু, পাকা বনিয়াদী-ঘরের ছেলে। নহিলে টাকার কথা এমন অকুতো ভয়ে এমন অকুণ্ঠিত চিত্তে কেহ বলিতে পারে? হতভাগা-ঘরের কাহারো এমন কথা বলিবার সাহস কখনো এ পাড়ায় হয়? এত কাল মানুষ চরাইয়া খাইতেছে…এখনো মানুষ দেখিলে হাঁ করিয়া থাকিবে? মানুষ দেখিয়া তার দাম বুঝিতে পারিবে না?

সমস্যা!

বৃকোদরকে নিরুত্তর দেখিয়া সমর মিত্র বলিলেন,—হবে না? তাহলে ঠিক মশায়…

সমর মিত্র উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

বৃকোদরের মনে হইল, তার প্রাণটাও বুঝি বুকের মধ্য হইতে

এই নেপেন দত্তর সঙ্গে বাহির হইয়া যাইবে! বৃকোদর বলিল—বসুন·· ড্রিঙ্ক আনাবো?

সমর মিত্র বলিলেন—না মশায়, এথেলকে কথা দিয়েছি, দিনের বেলায় নো লিকর অফ এনি কাইণ্ড (কোনো রকম সুরাস্পর্শ করিব না)!

বৃকোদর মনে মনে বলিল, ইস, অসাধারণ নিষ্ঠা!·· ভাগ্যে তোমরা আছো, নহিলে এই সব এথেলের মতো সুর-রঙ্গিণীরা কি যে করিত!

সমর মিত্র বলিলেন—ও সব আদর-অভ্যর্থনা পরে করবেন মশায়। এখন যা বললুম···আপনি বুঝছেন না, মাতৃদায় কন্যাদায়ের চেয়ে এথেলের দায় আমার কত বড়!

বৃকোদর বলিল—টাকা কেন দেবো না? টাকা দেবো, তবে satisfactionএর জন্য আপনি যা বলছেন, আপনার ওখানে গিয়ে আপনার বাবার সঙ্গে ঐ লীজের কথা তোলা···আজ হবে না। কাল বিকেলে·· তারপর কালই সন্ধ্যার সময় টাকা নেবেন! মানে, কি জানেন, মক্কেলের এত বিশ্বাস আমার উপর···শুধু দেখে নেওয়া··· মানে, আমার একটা profeessional duty আছে তো!

সমর মিত্র বলিলেন—নিশ্চয় আছে। সে-ডিউটি না করলে আমিই বা আপনাকে পরে আমার কাজের বেলায় বিশ্বাস করবো কেন? কথা তাহলে পাকা···কেমন? আমি আর কোথাও যাবো না?

সোৎসাহে বৃকোদর বলিল—নেভার!···কিন্তু এখনি যাবেন না মিষ্টার ডাট্·· বসুন, লিকর নয়, কোল্ড-ড্রিঙ্ক খান্। না হয় চা? কফি?

সমর মিত্র বলিলেন,—নিশ্চয় খাবো। আপনার এ [illegible] যদি না রাখি, তাহলে যে খুব বেশী রকম ungratefulness (অকৃতজ্ঞতা) হবে। করুন আপনি ফরমাশ…চা-কফি নয়, কোল্ড-ড্রিঙ্ক। সত্যি বৃকোদর বাবু, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে! কত বড় দুর্ভাবনা…বলুন তো… My poor Ethel…আমার উপর কতখানি আশা করে আছে! কিন্তু নাঃ, ওঁদের আপনি এ ঘর থেকে তাড়ালেন! ওঁদের ডাকুন…ওঁদের সঙ্গে দু-চারটে কথা কই…মনটা কতখানি হাল্কা হলো…ওঃ!

বৃকোদরের আহ্বানে চুণী দত্ত আসিল, ভগীরথ আসিল, বুড়ো-সালিকের দল আসিল। বৃকোদর পরিচয় করাইয়া দিল—মধুবাণীর জমিদার মিষ্টার নেপেন ডাট্—মস্ত বোনেদী বংশ…বুঝলে চুণী!

চুণীর দুচোখে শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাস…

বেয়ারাকে বৃকোদর বলিল—কোল্ড ড্রিঙ্ক—ঐ সলোমনের দোকান থেকে আনবি। আর কোথাও থেকে নয়, বুঝলি?

বেয়ারা মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল।…

কামরায় সকলে চুপ। কানাতের পার্টিশনের ওধারে অফিস-ঘরে চীৎকার ধমক কলরব—টাইপ-রাইটারের খটখট্ শব্দ চলিয়াছে।

মৃদু হাস্যে সমর মিত্র বলিলেন—আমাকে বসালেন মিষ্টার মল্লিক, কিন্তু কাজকর্ম্ম সব বন্ধ হয়ে গেল যে আপনাদের!

বৃকোদর বলিল,—না। এঁদের একটা লেটার্স আর এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ম্যাটার আছে…কাল কোর্টে পিটিশন দাখিল হবে। ওঁরা অপেক্ষা করছেন শুধু এফিডেভিট সই করবার জন্য…

চোখে হাসির রেখা টানিয়া সমর মিত্র বলিলেন—কত টাকার এষ্টেট?

বৃকোদর বলিল,—তা কম নয়! পাঁচ-সাত লক্ষ টাকা হবে···

সমর মিত্র বলিলেন—How lucky (কি ভগবান)!···দেখুন আমার দুর্ভাগ্য! আমার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, বাবা এখনো সিংহাসন চেপে বসে আছেন। ষাট বছর বয়সে সম্পত্তি পেয়ে কবে তা ভোগ করবো বলুন দিকিনি?···তা এঁদের মধ্যে কার ভাগ্য প্রসন্ন হলো? কে নিচ্ছেন লেটার্স?

ভগীরথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বৃকোদর বলিল—ইনি!

সমর মিত্র কহিলেন—মহাশয়ের নাম?

এ প্রশ্ন-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। যদি শোনেন···সেই আকাঙ্খিত নাম···?

ভগীরথ কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ম্যানেজিং ক্লার্ক আসিল। তার খুব ব্যস্ত ভাব।

বৃকোদর বলিল,—ব্যাপার কি বলাই?

ম্যানেজিং ক্লার্কের নাম বলাই। বলাই বলিল—খ্যাংরাপটীর মক্কেলের কেশ উঠেছে। কৌশুলী সাধুখাঁ আপনাকে একবার ডাকছেন।

মুখ বাঁকাইয়া বৃকোদর বলিল—বয়ে গেছে আমার যেতে! ও মক্কেলের কি আছে? পরিবারের গহনা বেচে কৌশুলীকে ফুরোন করে ফী দেছে তিনশো টাকা। মক্কেলের হাতে এখন ঐ ভগবানের লেখা রেখা ছাড়া আর কিছু নেই, বাবা!

সমর মিত্র প্রশ্ন করিলেন,—আপনার হাত থেকে ফী গেল না? মক্কেলের হাত থেকে direct কৌশুলির ফী গেল?

বৃকোদর বলিল,—তেমন-তেমন কৌশুলীরা কি না করছে, বলুন?

সমর মিত্র বলিলেন—বার-কৌন্সিলকে জানান না কেন ?

বৃকোদর বলিল—ছেঁড়া-ভাঙ্গা দু-চারটে এমন কৌশুলীকে হাতে রাখা চাই। কত রকম মক্কেল আছে। সবাই কি মধুবাণীর জমিদার নেপেন দত্ত !···এঁ্যা ?

যেন খুব সরস জবাব দিয়াছেন—কথার শেষে বৃকোদর নিজের রসিকতায় বিমুগ্ধ হইয়া চোখ দুটাকে বাঁকাইয়া অধরে হাসির মৃদু তরঙ্গ তুলাইয়া দিল।

বলাই বলিল—যাবেন না স্যর ? মক্কেল পয়সা ছায়নি বলে বসে থাকা চলে না ! তার এটর্ণি বলে যখন পাওয়ার সই করেছেন !

বিরক্ত হইয়া বৃকোদর বলিল—কত হাতিয়েছো খাংরাপটীর মক্কেলের কাছে বলাই ?

একপাক ঘুরিয়া বলাই বলিল—ঐ তো আপনার দোষ ! কাজে একটু আঠা করলেই বলবেন, পয়সা হাতিয়েছি ! হুঃ, দিন-কাল যা পড়েছে··যত সব পকেট-কাটা মক্কেল ! আপনাকে ফাঁকি দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে, সে আবার আমাকে পয়সা দেবে ! বলে, আমি হলুম ছুঁচোর গোলাম চামচিকে !

কথা শুনিয়া সমর মিত্র হাসিলেন···খাশা রঙ্গ-রহস্য চলে তো এ অফিসে !

বলাই কহিল—আসুন মশাই চট্ করে···যাবেন আর আসবেন। কৌঁশুলী আমাকে পাঠালে আপনাকে ডাকতে···আসুন·· বুঝলেন ?

বলাই দাঁড়াইল না। সমর মিত্র গুম্ হইয়া সব দেখিতেছিলেন, শুনিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, খাশা জায়গা এই এটর্ণি-পাড়ার অফিস। কত রকমের জীব কত তালে এখানে ফিরিতেছে···

বৃকোদর বলিল—বসুন মিষ্টার ডাট। আমি এখনি আসবো। এত করে ডাকছে···শুনে আসি।

বৃকোদর উঠিয়া বাহিরে গেল।

সমর মিত্র চাহিলেন ঘড়ির পানে···একটা বাজিয়া গিয়াছে···দীপুর আসিবার কথা বেলা দুটায়। এখনো এক ঘণ্টা বাকী!

মনে পড়িল, এই ভগীরথ আসিয়াছে লেটার্স অফ এডমিনিষ্ট্রেশনের দরখাস্ত পেশ করিতে···কি নামে, জানা গেল না। ভগীরথ নামে নিশ্চয় নয়! যদি কান্তি সাজিয়া এ দরখাস্ত পেশ না করে তাহা হইলেও জাল-মানুষ সাজিয়া এ আয়োজন চলিয়াছে, তাহাতে ভুল নাই!

ভাবিলেন, জিজ্ঞাসা করিব?

যদি না বলে? কিম্বা যদি বলে, মশায়ের এত খোঁজ কেন? জালীয়াতী-ব্যাপারে তা ছাড়া অন্য উত্তর হইতে পারে না!

থাক্, প্রশ্ন করিয়া কাজ নাই! যদি সন্দেহ করে? যা ভাবিতেছেন, সত্য হইলেও এখনো ফন্দীর ফল পাকা দূরের কথা, ডাঁশে নাই! নেহাৎ কাঁচা! এতখানি কাঁচা ফলে আইনে কাজ হয় না···preparatary stage (উদ্যোগ-পর্ব্ব মাত্র)! এখন চাই ধৈর্য্য···

সমর মিত্র বলিলেন—লেটার্স অফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন নিন···তারপর আপনার সঙ্গে ভাব করবো। আপনার বাতাস দুদিন গায়ে লাগাবো··· আমার এমন সুদিন কবে হবে!

হাসিয়া চুণী দত্ত বলিল—আপনি খাশা লোক মশায়·· এমন frank! সত্যি, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা হচ্ছে ভারী!

সমর মিত্র বলিলেন,—Kind of you (আপনার)!

চুণী বলিল—আপনার বাবার বয়স হলো কত ?

সমর মিত্র বলিলেন—চুরাশি বছর !

—এখনো বেশ শক্ত আছেন ?

—তা এদিকে আছেন বৈ কি ! আশার মধ্যে ঐ ব্লাড্‌প্রেশার ! …তবে পয়সা খরচ হবে বলে ডাক্তার-বদ্যি ডাকেন না !

হাসিয়া চুণী দত্ত বলিল—ডাক্তার-বদ্যি ডাকেন না ? তাহলে ধরে রাখুন, আরো বিশ বছর বাঁচবেন। ব্লাড্‌প্রেশারের রোগীর সম্বন্ধে শুনেছি মজা ঐ ডাক্তার দেখিয়ে ধরাকাট করেছো ওষুধ-পত্তর খেয়েছো, কি অমনি কোন্‌দিন না-বলে না-কয়ে হার্টটি ফেল ! ডাক্তার না দেখালে ও-হার্ট খাশা চলে মশায়…দশ বিশ বছর তো বটেই এবং নির্ব্বিবাদে।

সমর মিত্র কহিলেন—আপনি তো খাশা কথা কন্ ! মশায়ের নাম ?

চুণী দত্ত বলিল—আমার নাম শ্রীচুণীলাল দত্ত—

—ওঁর ফ্রেণ্ড ?

—হ্যাঁ।

—কি বিষয়-কর্ম্ম করা হয় ?

চুণী দত্ত বলিল,—ওকালতি করতুম। এখন বম্বাই ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্সি নিয়েছি।

সমর মিত্র বলিলেন,—তাহলে বেশ two pice (দু পয়সা) রোজগার করছেন, বলুন !

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মেঘের বুকে রৌদ্র

দুটার সময় দীপু আসিয়া দেখা দিল।

ভগীরথকে দেখিয়া বলিল,—এই যে ভগীরথ বাবু! কতক্ষণ আসছেন?

ভগীরথ বলিল—এইমাত্র এসেছি। বোধ হয়, পাঁচ মিনিট আগে।

কথাটা মুখ হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভগীরথ চাহিল সমর মিত্রের পানে। দেখিল, সমর মিত্রের দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত এবং সে দৃষ্টি তার মুখে নিবদ্ধ! বুঝিল, ভগীরথের এ মিথ্যা-কথায় সমর মিত্র বিস্মিত হইয়াছেন!

দীপু বলিল—মুস্কিল হলো। হাজারিমল বাবু আসতে পারলেন না। তাঁকে একবার দমদমায় যেতে হলো। সেখানে এক ফিল্ম কোম্পানী তাদের দুটো ক্যামেরা বেচতে চায়, তাই শুনে সেখানে গেছেন সেই ক্যামেরা দেখতে। ক্যামেরাম্যান্ ক্রীডকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

ভগীরথ বলিল,—ও···

তার পর আর কি বলিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না·· সমর মিত্র এখনো তেমনি অকম্পিত স্থির দৃষ্টিতে তার উপর শাঁসালো-কাপ্তেন···একটু যা পরিচয় হইয়াছে তাহাতে সমর মিত্র যাচিয়া তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিতে চাহিয়াছেন·· মনে কত আশা, একদিন এই কাপ্তেন নেপেন দত্তর মারফৎ চরিতার্থ হইতে পারে! ভদ্রলোক যদি এ-সব কথায় ভড়কাইয়া যায়!

তারা চলিয়া গেলে সমর মিত্র সকলের অলক্ষ্যে দীপুর পানে ইঙ্গিত করিলেন। দীপু বুঝিল। বুঝিয়া সে বলিল—না—আজ আমার মিথ্যে আসা হলো!—হাজারিমল বাবু রাগ করবেন।—দেখি, কাল বারোটায় তাঁকে নিয়ে আসবো—কথাটা বলিয়া দীপু চাহিল বৃকোদরের পানে, বলিল—নমস্কার!

বৃকোদর বলিল—নমস্কার! কাল আসবেন কিন্তু। আমি করে দেবো—মানে, ওকে গাঁথা শক্ত হবে না—দলিলখানা মোদ্দা আমার অফিসে হওয়া চাই।

সোৎসাহে দীপু বলিল—নিশ্চয়।

কথা শেষ করিয়া হাস্য-মুখে দীপু প্রস্থান করিল।

দীপু চলিয়া গেলে সমর মিত্র বলিলেন—এবার আমার পালা! আমায় আপনি উদ্ধার করবেন না বৃকোদর বাবু?

বৃকোদর বলিল—কি যে বলেন মিষ্টার ডাট্! ভদ্রলোকের আপদে-বিপদে দুঃসময়ে আমরাই আছি একমাত্র বন্ধু! জানেন তো সেই সংস্কৃত শ্লোক, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব! শ্মশানে বাপকে পুড়িয়ে ছেলেকে রাজ-দ্বারে নিয়ে এসে আমরাই তার বিষয়-আশয়ের বিলি-ব্যবস্থা করে দি—ভায়ে-ভায়ে পার্টিশন-স্যুট্ চালিয়ে।

সমর মিত্র বলিলেন—আজ তাহলে উঠি?

—বসবেন না?

না। গিয়ে এথেলকে বলি। সে—জানেন না বৃকোদর বাবু, She is an angel (সে স্বর্গের অপ্সরী)।

বৃকোদর বলিল—বুঝতে পারছি বৈ কি! না হলে আপনার মতো লোক তার জন্য অসাধ্য-সাধন করবেন কেন?

সমর মিত্র উঠিলেন।

বাহির হইয়া কেরাণী-কামরায় আসিলেন। আসিয়া বলাইকে দেখিলেন। বলাই তখন টেবিলের উপর একরাশ টাকা আধুলি সিকি ঢালিয়া থাক্ দিয়া সাজাইতেছে। নিঃশব্দে তিনি আসিলেন বলাইয়ের কাছে; বলিলেন—একটা উপকার করতে'পারেন?

উপকার! তার মানে টু-পাইস!

বলাই বলিয়া উঠিল,—সে কি স্যর! আমাকে আপনার ওবিডিয়েন্ট সার্ভেণ্ট বলে জানবেন। বলুন, কি করতে হবে?

বলাইকে লইয়া সমর মিত্র অফিসের বাহিরে আসিলেন, আসিয়া পাঁচ টাকার একখানি নোট লইয়া বলাইয়ের হাতে দিলেন। বলাই একেবারে কৃত-কৃতার্থ হইয়া গেল।

সমর মিত্র বলিলেন,—ঐ ভদ্রলোটির সঙ্গে আলাপ করতে চাই বলাই বাবু···যিনি ঐ লেটার্স অফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন্ নিচ্ছেন! অনেক টাকার সম্পত্তি···ওঁর সঙ্গে ভাব থাকলে সময়ে-অসময়ে দু' পাঁচ হাজার ধার মিলবে'খন···তার জন্য কমিশন আপনাকে দিতে রাজী আছি···ওয়ার্ড অফ অনার!

বলাই ভাবিল, কার মুখ দেখিয়া সকালে আজ বিছানা ছাড়িয়া ছিল! অকস্মাৎ অপরিচিত ভদ্রলোক পাঁচ-পাঁচটা টাকা হাতে দিলেন! তার উপর কমিশনের এমন প্রত্যাশা! বিনয়ে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া বলাই বলিল—এ আর কি! হুঁঃ, দেবো আলাপ করিয়ে।

সমর মিত্র বলিলেন,—ওঁর নাম কি? কোথায় থাকেন?

বলাই বলিল—ওঁর নাম বুঝি কান্তি বাবু···নতুন মক্কেল। ঐ চুণী দত্ত

—এ পাড়ায় একজন ঘোড়েল দালাল। ও এনেছে কান্তিবাবুকে আমাদের অফিসে। কান্তিবাবু এখন বেহালায় থাকেন।

সমর মিত্রের মনে হইল, পৃথিবী যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়াছে এবং সেই ফাটের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে গোলাপ-জলের ফোয়ারা উৎসারিত হইয়াছে!

তিনি বলিলেন—কাল ওঁরা আসবেন তো বেলা সাড়ে দশটায়! সে সময়ে আমি থাকতে পারবো না। আমি আসবো বেলা বারোটায় —আপনি কোনো ছুতোয় আটকে রাখবেন। তারপর আলাপ··· বুঝলেন? আমার হয়ে দু'কথা বানিয়ে বলবেন···

সমর মিত্রের মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বলাই বলিল—সে আর বলতে হবে না···আমাদের মুখই জানবেন সর্ব্বস্ব···যার মানে, মূলধন! ঘটকের মুখের চেয়ে ঢের-বেশী ওস্তাদী মুখ! আপনি দেখে নেবেন স্যর, বলাইকে গোলাম বলে জানবেন···হেঁ-হেঁ···

সমর মিত্র আর বাক্যব্যয় না করিয়া বিদায় লইলেন।

বিদায় লইয়া তিনি আসিলেন লালবাজার পুলিশ-অফিসে।

সেখানে সংবাদ মিলিল, আঙুলের টিপ মিলিয়াছে—বিশুই লালগোপাল···

এ সংবাদে সমর মিত্র খুশী হইলেন। অফিসার-ইন-চার্জ্জ সুনীল ছিল কোয়ার্টার্শে। তাকে ডাকাইয়া বলিলেন,—Wild goose chase নয় সুনীল···matters যা ডেভেলপ্ করেছে কাল তোমাকে দেখিয়ে দেবো···আজ আর দাঁড়াবো না ভাই···কাজ আছে। প্রতি-মূহুর্ত্ত এখন আমার কাছে অমূল্য!

কৌতূহলে বিস্ফারিত-নেত্র সুনীল সমর মিত্রের মুখের পানে শুধু চাহিয়া রহিল।

সমর মিত্র বলিলেন—খুব অস্পষ্ট লাগছে? মনে প্রচণ্ড কৌতূহল? কিন্তু জানো তো পুলিশের কাজ করছো...এ লাইনে মন্ত্র-গুপ্তি হলো পুলিশের মস্ত অস্ত্র...কাল তুমি শুনবে। তারপর এনকোয়ারি যা চলছে, যাকে বলে সমারোহে! আমি আসি...

সুনীলের কাছে বিদায় লইয়া সমর মিত্র বাহিরে আসিলেন... এবং সেখান হইতে একেবারে নিজের গৃহে।

খিদিরপুরের পুল পার হইয়া সমর মিত্র ঘড়ি দেখিলেন,—বেলা তিনটা বাজিয়া দশ মিনিট। ভাবিলেন, পনেরো মিনিট মাত্র... বাড়ী গিয়া স্নান করিয়া মুখে দুটি অন্ন দেওয়া...তারপর তাঁকে যাইতে হইবে সেই প্রিন্সেপ্‌স...ঘাট! সেখানে কার সঙ্গে ঐ ভগীরথ এবং চুণী দত্তর এন্‌গেজ্‌মেণ্ট আছে!

বাড়ী আসিয়া দেখেন, বিভাস বসিয়া আছে।

সমর মিত্র বলিলেন,—তোমার ওখানে যেতে পারিনি বিভাস! এধারে এক-মিনিট অবসর মেলেনি ভাই। তবে পরিশ্রম সার্থক হবে, মনে হচ্ছে। বোধ হয়, তোমার মামাতো ভাই কান্তির দেখা কাল পাবে!

বিভাসের চোখ বহিয়া যেন পুলকের বিদ্যুৎ বহিয়া গেল! পুলক-উচ্ছ্বসিত স্বরে বিভাস কহিল—সত্যি?

সমর মিত্র বলিলেন—যাকে বলে নাইনটি-নাইন পার-সেণ্ট চান্স···

উচ্ছ্বসিত আনন্দের উন্মাদনায় বিভাসের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গেল! বিভাস নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল সমর মিত্রের পানে।

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু তুমি যে চুপচাপ বসে আছো, কোনো খপর আছে?

বিভাস বলিল—খপরের মধ্যে এই, পুলিন বাবু চুপিচুপি প্রতিমার খোঁজে লোক লাগিয়ে দিলেও ওখানকার পুলিশ দুজন লোক দিয়েছিল। আজ খানিক আগে পুলিনবাবু আমায় ডাকিয়ে পাঠিয়ে বললেন, খিদিরপুরে কে আছে বদ্যিনাথ···সেই বদ্যিনাথ মেয়ের খপর দিতে পারে।

সমর মিত্র বলিলেন,—কে বদ্যিনাথ? কোথায় থাকে?

বিভাস বলিল—সে খপর পাওয়া যায় নি। আমি ভাবলুম, যদি ঐ নামে পুরানো দাগী কেউ থাকে···ছুটে তাই আপনার এখানে এসেছি। এসে শুনলুম, আপনি বেরিয়ে গেছেন···

সমর মিত্রের কাণে এ কথা গেলনা। তিনি ভাবিতে লাগিলেন·· বদ্যিনাথের কথা! জানা নামের তালিকায় কৈ বদ্যিনাথ নাম··· না, মনে পড়ে না!···

পরক্ষণে মনে হইল, লালগোপাল ওরফে বিশু—সে হয়তো চেনে বদ্যিনাথকে! একবার থানায় গিয়া বিশুর গায়ে হাত বুলাইয়া সন্ধান লইবেন না কি?

কিন্তু সময় নাই! এখনি যাইতে হইবে প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাটে। সেখানে ঐ চুণী দত্ত আর ভগীরথ যাইবে···দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়!

সমর মিত্র বলিলেন,—বঙ্কিনাথের সন্ধান এখনি করতে পারছি না। তবে আশা আছে, সে সন্ধান মিলবে। এখন খুব জরুরি কাজ আছে। ছিপে মাছ গেঁথেছি মনে হচ্ছে···এখন ভারী সাবধান! ডাঙ্গায় তোলবার আগে মাছ না পালায়! চারিদিকে সাড়া জেগেছে। নাহলে মনের মধ্যে সকলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকলেও সকলের দিকে চাইতে পারছি না। সেখানে কেষ্টপুরে কি হলো—তারপর তোমার ডায়মণ্ড হার্বার···এখন এদিকে যা হয়েছে···ওঃ, শুনলে তুমি খুশী হবে!

বিভাস বলিল,—মানে?

সমর মিত্র বলিলেন,—মানে এখন খুলে বলতে পারছি না। আমার মনের মধ্যে কি-রকম ঢেউ ছুটেছে···currents and cross-currents ···কিন্তু তুমি বসো ভাই বিভাস···মাথায় আমি দু'মগ জল ঢেলে মুখে কিছু দিয়ে এখনি আসছি! তুমি কি চাও···এখন কি কর্ত্তব্য, ইতিমধ্যে আমি ভেবে ঠিক করে ফেলবো!···

বিভাস বলিল—আপনি যান···নেয়েখেয়ে আসুন। আমি এ-ঘরে বসে থাকবো।

খুশী-মনে সমর মিত্র বলিলেন—তোমার জন্য চা পাঠিয়ে দিতে বলি। তোমার বৌদি তোমার নাম শুনেছেন···তোমার কথা আমি বলেছি। তোমার কথা শুনে আমাকে কত-রকমে যে inspire করেন, কত পরামর্শ দেন···

হাসিয়া বিভাস বলিল—মেয়েদের মন···মায়া-মমতায় আকুল হয় চিরদিন। যান্ আর এক মিনিট দাঁড়াবেন না।

সমর মিত্র চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শিথিল গ্রন্থি

কোনমতে দশ মিনিটের মধ্যে স্নানাহার সারিয়া সমর মিত্র বাহিরে আসিলেন···একেবারে সাহেব সাজিয়া। এমন সাহেব যে দেখিলে কে বলিবে, ইনি সেই বাঙালী সমর মিত্র!

আসিয়াই সমর মিত্র বলিলেন—তুমি ডায়মণ্ড হার্বারে যেয়ো না··· এদিকে যেভাবে জল-নাড়া চলেছে, ভয় হয়, পালাবার মুখে দু'চারটে সাপ যদি সেখানে তোমাকে ছোবল দিয়ে যায়! তোমার উপর এদের আক্রোশ স্বাভাবিক!

বিভাস বলিল—কোথায় যাবো? বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে?

সমর মিত্র ক্ষণেক চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া বলিলেন,—উঁহু ···সেখানেও নয়। কোনো বন্ধুর বাড়ীতে আজ রাত্তিরের মতো যদি আশ্রয় নাও? কাল সকালে বেলা সাতটা থেকে আটটা···এখানে এসো···বুঝলে?

বিভাস বলিল,—বেশ···

তারপর সমর মিত্র বাহিরে আসিয়া নিজের টু-শীটারে বসিলেন।

বিভাস বলিল—এদিকে ছদ্মবেশ নিয়েছেন···গাড়ী তো মার্কা মারা।

সমর মিত্র বলিলেন—গাড়ীখানা আর কারো গাড়ীর সঙ্গে বদল করে নেবো। ভাবছি, কোর্টে গিয়ে এ্যাড্‌ভোকেট চৈতন বড়ালের জন্য এ-গাড়ী রেখে তার গাড়ী নিয়ে বেরুবো···

বিভাস কহিল—সেই ভালো হবে। চৈতনবাবুকে বললেই রাজী হবেন।

সমর মিত্র আর সময়ক্ষেপ না করিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন··· গাড়ী নক্ষত্রবেগে অদৃশ্য হইল।

কোর্ট হইতে বড়ালের গাড়ী লইয়া সমর মিত্র আর এক কাজ করিলেন। রিজার্ভ-সার্জেণ্ট ম্যাকরিডির গৃহে গিয়া ম্যাকরিডি ও তার মেমকে লইয়া গাড়ী চালাইয়া সোজা আসিলেন প্রিন্সেপ্‌স ঘাটের সামনে।

আসিয়া দেখেন···যা ভাবিয়াছিলেন···

ঘাটের সামনে লনে ভগীরথ এবং চুণী দত্ত · মুখে বিড়ি···যেন কার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে!

ম্যাকরিডির সহিত কথা কহিতে কহিতে যেন পায়চারি করিতেছেন, এমনিভাবে সমর মিত্র লনে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। মুখে ম্যাকরিডির সঙ্গে ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবের গঠন-সম্বন্ধে কথা কহিতেছিলেন—কাণ ছিল কিন্তু চুণী ও ভগীরথের কথার দিকে।

দু-চারিটা কথা কাণে যা গেল, তাহাতে বুঝিলেন, নালু টাইম্ দিয়া এমন দেরী করিতেছে···সে তো এমন আন্‌পাংচুয়াল কখনো নয়!

সমর মিত্র মনে মনে বলিলেন, ভয় নাই। আর একটা দিন সবুর করো···তোমাদের প্রিয় বন্ধু নালু ওরফে লালগোপালের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিব। তবে সে এখানে মা-গঙ্গার আঁচলের স্নিগ্ধ বাতাসে নয়···হাজত-ঘরে বদ্ধ বাতাসে!

প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল···শ্রান্ত হইয়া চুণী দত্ত ও ভগীরথ

ফিরিবার উদ্যোগ করিল। অলক্ষ্যে সমর মিত্র লক্ষ্য করিলেন, দূরে মাঠের ধারে বটগাছের তলায় দাঁড়াইয়া সেই ট্যাক্সি যে-ট্যাক্সি সেদিন গিয়া ভগীরথের আস্তানায় উঠিয়াছিল···

ট্যাক্সিতে চড়িয়া ভগীরথ ও চুণী খিদিরপুরের দিকে যাত্রা করিল।

সমর মিত্র ভাবিলেন, যদি বিশু ওরফে লালগোপালের বাড়ী যায়, গিয়া যদি জানিতে পারে, পুলিশের হাতে তাদের বন্ধুবর গ্রেফ্‌তার ?

এবং এ সংবাদে ভীত হইয়া যদি এ-পথে আর অগ্রসর না হয় ? কাল যদি হাত-পা গুটাইয়া চুণী ও ভগীরথ চুপচাপ বসিয়া থাকে ? কিম্বা কোথাও সরিয়া পড়ে ? তাহা হইলেই তো মুস্কিল ! আবার অকূল পাথারে পড়িতে হইবে !

তার চেয়ে

ঐ যে উহারা···ঐ ট্যাক্সির কাছে···

সমর মিত্র ডাকিলেন—ম্যাকরিডি···

ম্যাকরিডি বলিল—ইয়েস্···

সমর মিত্র বলিলেন—ঐ ট্যাক্সিখানাকে ফলো করতে হবে। আমার আসামী আছে ঐ ট্যাক্সিতে।

ম্যাকরিডি বলিল—অল রাইট···

তখনি দু'জনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

ভগীরথদের ট্যাক্সি চলিল ; এবং তার পিছনে সতর্কভাবে সমর মিত্র তাঁর গাড়ী চালাইয়া দিলেন।

ময়দানের পর খিদিরপুরের পুল পার হইয়া ট্যাক্সি ঐ চলিয়াছে···

সমর মিত্র ভাবিলেন, ট্যাক্সি গিয়া ঢুকিবে বিশুর বাড়ীর গলিতে। কিন্তু ঢুকিল না। সোজা গিয়া ট্যাক্সি বাঁকিল একবালপুর রোডে।

সমর মিত্র বুঝিলেন, বিশুর ওখানে না গিয়া ট্যাক্সি চলিয়াছে বেহালায় ভগীরথের গৃহে।

সমর মিত্রের এ-অনুমান সার্থক করিয়া ট্যাক্সি গিয়া বেহালায় সেই গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। সমর মিত্র গলি-পথে গাড়ী না চালাইয়া থানায় আসিলেন।

অফিসার ডাকিয়া চুপি-চুপি অনেক কথা বলিলেন। সে কথা শুনিয়া অফিসার একজন জমাদারকে ডাকিয়া কি আদেশ দিল। —জী! বলিয়া জমাদার উর্দ্দি আঁটিয়া থানা হইতে বাহির হইল।

আধ-ঘণ্টা পরে জমাদার ফিরিয়া ট্যাক্সিওয়ালার নাম দিল,—জনার্দ্দন। তার লাইসেন্সের নম্বর দিল, ঠিকানা দিল। জনার্দ্দন থাকে এই খিদিরপুরে। তার ট্যাক্সির মালিকের নাম পরেশ সান্যাল। পরেশ সান্যালের আরো দুখানা ট্যাক্সি আছে। পরেশ সান্যাল থাকে ভবানীপুরে গোয়ালটুলিতে।

সমর মিত্র তখন অফিসারকে বলিলেন—ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে পাঠান্—থানায় কাল সে যেন বেলা নটায় ট্যাক্সি-সমেত হাজির হয়। ভাড়া পাবে। জুলুম নয়। যদি ট্যাক্সি না আনে, তাহলে বিপদ হবে।

অফিসার বলিল—তার পর?

সমর মিত্র বলিলেন—তারপর যা করবেন, টেলিফোনে আমি আপনাকে জানাবো বেলা স'নটার মধ্যে। আগেও জানাতে পারি।

আর এখন গলি থেকে ও বেরুবে, খালি-গাড়ী নিয়ে বেরোয়, কি প্যাসেঞ্জার নিয়ে বেরোয়, একটু নজর রাখবেন দয়া করে।

অফিসার বুঝিল কোনো রহস্যের গ্রন্থি-মোচন চলিয়াছে—তাই হাসিয়া সে বলিল,—দয়া কি! এ তো পুলিশ-অফিসারের ডিউটি!… ট্যাক্সিকে ফলো করবার দরকার হবে?

সমর মিত্র যেন চমকাইয়া উঠিলেন, কহিলেন—কি করে করবেন?

অফিসার বলিল—একটি ছোকরা আছে। গাঁটু…পুলিশের নানা রকমে সাহায্য করে। পাড়ায় থাকে। তার একখানা মোটর-বাইকও আছে। যদি বলি, হুঁশিয়ারভাবে গাঁটু ফলো করতে পারে…

নিরুত্তর গম্ভীরভাবে সমর মিত্র কি চিন্তা করিতে লাগিলেন…

অফিসার বলিল—গাঁটু খুব ওস্তাদ ছোকরা। ঘাবড়াবে না বা বেফাঁশ করবে না!

সমর মিত্র বলিলেন মন্দ কি! কথায় বলে, অধিকন্তু ন দোষায়! আমি তাহলে আসি…কাল সকালে আবার আসবো।

এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া সমর মিত্র গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন; এবং গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন…গাড়ী চলিল উত্তর-দিকে কলিকাতার অভিমুখে।…

সন্ধ্যা হইতে এখনো বেশ খানিকটা সময় আছে। খানিক দূর আসিয়া সমর মিত্র ভাবিলেন, একবার ওয়াটগঞ্জ থানা ঘুরিয়া গেলে মন্দ হয় না। অনুমানে যতখানি তথ্য পাইয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বিশুর কাছ হইতে যদি আরো কোনো খবর পান্!

ওয়াটগঞ্জ থানা…

তাঁকে দেখিয়া সুনীল বলিল—আপনি কি করছেন, স্যর?

হাসিয়া সমর মিত্র বলিলেন—দশকর্ম্মান্বিত হয়েছি···সুনীল। এখন ব্যাপার যা হয়ে উঠেছে···simply fascinating!

সুনীল বলিল—আমাকে এখন কি করতে হবে?

সমর মিত্র বলিলেন—সেই বিশুকে একবার আনা চাই। তার সঙ্গে দুটো কথা কইবো।

বিশুকে তখনি আনা হইল।

বিশু বলিল—আমাকে নিয়ে মিথ্যে টানাটানি করছেন বড় বাবু!

সমর মিত্র বলিলেন—উপায় নেই লালগোপাল। যে-খপর এখন পেয়েছি, তাতে তোমাকে একদণ্ড চোখের আড় করতে ইচ্ছা হচ্ছে না! তুমি বসে এমন নাটক রচনা করেছো···লিখে যদি কেউ ষ্টেজে ছায় তাহলে এ নাটকের অভিনয়ে গোল্ডেন জুবিলির উৎসব একেবারে অনিবার্য্য!

বিশু কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—বাদার ওধারে 'লাশকে' সরালে কেন, বলতে পারো? যেমন-তেমন সরানো নয়···একেবারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে!

বিশু নতশিরে বসিয়া রহিল···নিরুত্তর।

সমর মিত্র বলিলেন—তোমাদের কান্তিবাবুকে পেয়েছি। মানে, যাকে কান্তিবাবু সাজিয়ে ফণীবাবুর সম্পত্তি হাতাবার ব্যবস্থা করেছো! সেই কান্তিবাবুই তোমাদের কথা বলেছেন। বাপ, এ কাহিনীর কাছে কোথায় লাগে বেচারা বুড়ো ব্যাসদেবের অষ্টাদশ-পর্ব্ব মহাভারত!

চমকিয়া বিশু চাহিল সমর মিত্রের পানে। সমর মিত্র তার পানে চাহিয়াছিলেন···লক্ষ্য করিলেন, বিশুর চোখের দৃষ্টিতে রোষ, ক্ষোভ, নৈরাশ্য, হিংসা আর আক্রোশ যেন মশালের আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে!

সমর মিত্র বলিলেন—বলো দিকিনি, এ মন্ত্র কে প্রচার করলে? এ মন্ত্রের ঋষি কে?

বিশু বলিল—আপনি এ সব কি বলছেন বড়বাবু! আমি এ-সবের কিছুই জানি না। কান্তি কে···ফণীবাবুই বা কে···

সমর মিত্র বলিলেন—'লাশ' কোথায় গেল, সে খপর জানো?

বিশু বলিল—সত্যি জানি না বাবু···

সমর মিত্র ক্ষণকাল বিশুর পানে অবিচল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; তারপর এক চাল চালিলেন···

সমর মিত্র বলিলেন—জানো না? তুমি একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু হলে!···তিন চারজনে মিলে বাদার ওধারে সেদিন সকালে কি করতে গেছেলে বাপু? হঠাৎ তারপর প্রাইভেট ট্যাক্সিতে চড়ে চম্পট! আমি নিজে তোমায় দেখেছি।

কম্পিত স্বরে বিশু বলিল—আপনি আমাকে দেখেছেন?

—নিশ্চয়! তোমার ও-মুখ কি ভোলবার, বিশু?···চিনে শাস্তর ওখানে তোমার সন্ধানে গিয়ে ছিলুম! পুলিশের তরফে সাক্ষী করে নেবো, বলো। এ যা মকর্দ্দমা···এতে পাঁচ সাত বছরের মধ্যে আর লোকালয়ে ফিরতে হবে না! পাঁচ-সাত বছরের বেশী সাজাও হতে পারে!···

এ কথায় বিশু চুপ করিয়া রহিল···কোনো জবাব দিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—আমার সময়ের দাম আছে। তুমি না বলো,

তোমার গরজ! আমার গরজ নেই, জেনো। যে-মাল আমি পেয়েছি, তাতেই আমার কাজ হাসিল হবে!...বেশ, তুমি এখন যাও...

সমর মিত্র ডাকিলেন—ইমদাদ...

ইমদাদ জমাদার বাহিরে ছিল; সমর মিত্রের আহ্বানে ঘরে আসিল।

সমর মিত্র বলিলেন—আসামীকে হাজতে নিয়ে যাও। আমি বাড়ী চললুম...

সমর মিত্র গমনোদ্যত হইলেন...

বিশুর কি মনে হইল...বিশু বলিল...বড়বাবু...

সমর মিত্র ফিরিলেন, কহিলেন—কিছু বলবে?

বিশু বলিল—বলবো...

সমর মিত্র বলিলেন—বলো..

ইমদাদকে সমর মিত্র ইঙ্গিত করিলেন। ইমদাদ বাহিরে গেল।

বিশু বলিল—আমি কিছু করিনি, বাবু। বাদার ব্যাপারের মধ্যে আমি ছিলুম না...আমাকে ওরা সঙ্গে নিয়ে গেছলো। বলেছিল, বাদার ওখানে হাটে ফণীবাবুর একটা ঘর আছে, ঘরের কোথায় ফণীবাবু না কি কি-জুয়েলারি রেখেছেন, সেই জুয়েলারি খুঁজে বার করতে হবে!

সমর মিত্র হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—সে ঘর ফোর্ট উইলিয়াম নয় যে সেপাই-শান্ত্রী ঠেলে ঢুকতে হবে আর তাই তোমাকে দরকার! যে-সে লোক ঘরে ঢুকে মাটী খুঁড়ে সে-জুয়েলারি বার করতে পারতো। ...ছেঁদো কথা বলে আমায় ভুলোবার চেষ্টা করছো, বিশু...তোমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়েছে!

এ কথায় বিশুর মনে একটা ধাকা লাগিল·· বিশু আর কোনো কথা বলিল না।

সমর মিত্র বলিলেন—কষ্ট করে তোমাকে আষাঢ়ে গল্প বানিয়ে বলতে হবে না বিশু। গল্প আমার ভালো লাগে না!

এ কথা বলিয়া সমর মিত্র আবার গমনোদ্যত হইলেন।

এবার বিশু একেবারে সমর মিত্রের পায়ে পড়িল, বলিল—ঐ পাজীর পা-ঝাড়া···হতভাগা! আমি ও-সব ফেরেববাজী ছেড়ে দিয়েছিলুম। শান্ত টাকা দেছে,—সে-টাকায় একটা মণিহারীর দোকান খুলেছি খিদিরপুরে। দিনে চার টাকা করে নেট্ লাভ হচ্ছে···এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল···সাধ্য-সাধনা করে। নাহলে আমি যেতুম না···

বাধা দিয়া সমর মিত্র বলিলেন—মারলে কে, এই খপরটুকু শুধু দাও। তারপর একটু সরবামাত্র সে-লাশ পাচার! মন্তর-তন্তর শিখেছো দেখছি!

বিশু বলিল—আপনি এসেছেন জানতে পেরে সরা[illegible] জন্য সকলের কি দারুণ চেষ্টা···লাশ ফেলে এলে তার [illegible]নের টিপ থেকে সব-শুদ্ধ দলটি ধরা পড়বো, এ-ভয় আমার মনে [illegible]ই হয়েছিল। তাই···

সমর মিত্র বলিলেন—কিন্তু পারোনি তো বাপু লাশ প[illegible] করতে!

বিশু বলিল,—আজ্ঞে, চকিতে অত লোক জোড় করে আপনারা আমাদের পিছনে লাগবেন, এ কথা মনে হয় নি। তখন লাশ ফেলে সরে [illegible]ড়ে ভেবেছিলুম, এক-সময়ে যদি সম্ভব হয়, ও-লাশ তুলে বহু দূরে